সুরেশ্বরী দেবী প্রণীত।

Printed by :—
S. C. Chakrabarti, at the
Kalika Press.
17, Nunda Coomar Chowdhury's 2nd Lane,
CALCUTTA.

Published by;—
SACHIS CHUNDRA CHATTERJI,
18, Nabin Sarkar Lane, Calcutta.

প্রকাশকের নিবেদন।

আমি প্রকাশক মাত্র। যিনি লেখিকা, তিনি ইহধামে নাই।

তিনি ফুল চয়ন করিয়াছিলেন—মালা গাঁথিবার জন্য; কিন্তু সময় পাইলেন না—অকালে অপহৃত হইলেন।

আমি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত পুষ্পনিচয় সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিলাম।

গাঁথিলাম বটে, কিন্তু হস্ত রুধিরাক্ত হইল—ফুলেও দাগ লাগিল।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মালা ছোট করিলাম, বড় হইলে ধূলায় লুটায়।

কয়েকটি গল্প ইতিপূর্ব্বে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোনটা লেখিকার স্বীয় নামে, কোনটা বা তাঁহার বালক পুত্রের নামে। সে পুত্র বা লেখিকা কেহই এক্ষণে নাই;—কয়েক মাস পূর্ব্বে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন।

তা'র পর প্রবন্ধের কথা। প্রবন্ধগুলি আমার রচিত। কিন্তু সকল অংশ নয়। আমি কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে লেখিকা আমার স্থানে বসিয়া, খাতা খুলিয়া কিছু না কিছু লিখিয়া রাখিতেন। আমার রচনার সঙ্গে তাঁহার রচনা মিশিয়া গিয়াছে। এক্ষণে বলা সুকঠিন কোন্ অংশ তাঁহার, কোন্ অংশ আমার রচিত। সুতরাং সকল অংশই প্রকাশ করিলাম। ইতি—

কলিকাতা,
বৈশাখ, ১৩১৮ } শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গল্প ।

শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে আমার নিকট পাওয়া যায়।

১। মৃণ্ময়ী (কপালকুণ্ডলার উপসংহার) ... ১॥০
২। বিমলা (পঞ্চম সংস্করণ পুনর্লিখিত) ... ১৲
৩। দুই ভগ্নী ৸০
৪। প্রতাপসিংহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ... ১॥০
৫। কমল কুমারী (স্যর ওয়াল্টার স্কটের ব্রাইড অব লামের মূর অবলম্বনে) ... ... ১।৵
৬। মা ও মেয়ে ... ... ১।০
৭। শুক্লবসনা সুন্দরী (উইল্কি কলিন্সের উমান ইন হোয়াইট অবলম্বনে)
১ম ভাগ ... ... ১।০
২য় ভাগ ... ... ১।০
৩য় ভাগ ... ... ১।০
৮। শান্তি ... ... ১।০
৯। যোগেশ্বরী ... ... ২॥০
১০। সুকন্যা (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য) ... ॥০
১১। বিষ বিবাহ (প্রেম পরিণাম একত্র) ... ॥০
১২। লক্ষণবর্জ্জন (পৌরাণিক আখ্যায়িকা) ... ৸০
১৩। কর্ম্মক্ষেত্র ... ... ১॥০
১৪। নবাব-নন্দিনী (দুর্গেশ নন্দিনীর অনুসরণ) ২৲
১৫। সোণার কমল ... ... ২৲
১৬। অন্নপূর্ণা (যোগেশ্বরীর অনুসরণ) ... ২॥০
১৭। শিশুরঞ্জন ভারত ইতিহাস ... ... ।০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

দুই ভগ্নী।

শ্রী-দামোদর-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।
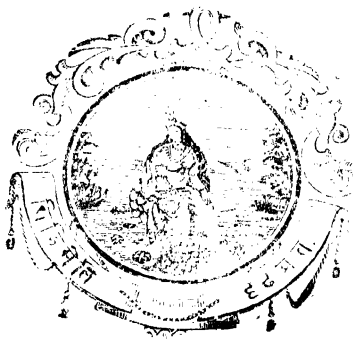
পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা।

১৩০৯ সাল।

মূল্য ৸৹ বারো আনা মাত্র।

PRINTED BY K. B. DE, AT THE HARASUNDARA PRESS,
98, HARRISON ROAD
AND
PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJI,
201, CORNWALIS STREET,
CALCUTTA.

সোদর-প্রতিম আত্মীয় এবং অভিন্ন-হৃদয়

বান্ধব

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষের

চিরপ্রেমময় নাম

এই গ্রন্থ-শিরে অতি সমাদরে সংযোজিত হইল

এবং

অকপট প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ ইহা

তাঁহারই উদ্দেশে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল

দুই ভগ্নী ।

৫৫

দুই ভগ্নী

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুগল।

"Sight hateful ! sight tormenting ! thus these two
Imparadis't in one another's arms,
The happier Eden, shall enjoy their fill
Of bliss ;——"

—Pardise Lost.

হাসিতে হাসিতে, দুলিতে দুলিতে. চন্দ্রমা আকাশ-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কে জানে কোথায় যাইতেছে ; অসংখ্য তারকা-রাজি প্রস্ফুটিত প্রসূন সমূহের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ধাইতেছে। সরস বসন্ত-বায়ু নাচিতে নাচিতে, নাচাইতে নাচাইতে ছুটাছুটি করিতেছে। রজনী শুভ্রা। পৃথিবী, আর্য্য-বিধবা পৌরকামিনীর ন্যায়, শুক্লাম্বর বিশোভিতা

এইরূপ সময়ে যুবক-যুবতী এক পরম রমণীয় উদ্যান-

মধ্যস্থ সরোবর-তীরে বসিয়া আছেন। সরোবর তীরে মর্ম্মর প্রস্তরের অতি মনোহর সোপানাবলী; সেই সোপানে যুবক-যুবতী উপবিষ্ট—তাঁহাদের পদ-নিম্নে সরসীর সুনির্ম্মল বারিরাশি। সরসী-বক্ষে চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে ডুবিতেছে, ভাসিতেছে, দৌড়িতেছে, আবার স্থির হইতেছে। বালক খেলিতে খেলিতে, ক্লান্ত হইয়া যেমন এক একবার স্থির হয়, স্থির হইয়া সঙ্গীদের প্রতি যেমন এক একবার চাহে, চন্দ্রমা যেন সেইরূপ স্থির হইয়া সেইরূপ চাহিতেছে। উদ্যানস্থ প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহ, দাতার সম্পত্তির ন্যায়, স্ব স্ব সুরভি-রাশি অকাতরে বিলাইতেছে। বায়ু পুষ্পরাশি লইয়া বড় রঙ্গ করিতেছে। একটি বিকসিত গোলাপকে শাখাসহ অবনত করিয়া, পার্শ্বস্থ অপর গোলাপের গায়ে ফেলিয়া দিতেছে। গোলাপদ্বয়, যেন "ছিঃ! কর কি?" বলিয়া, সলাজ হাসির সহিত বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতেছে। বায়ু সকলেরই আত্মীয়; নীচ বা মহৎ, বায়ু কাহাকেও উপেক্ষা করে না। বায়ু কখন দরিদ্রের কুটীরে গিয়া তাহার ঝাঁপ নাড়িতেছে, বা তাহার ছিন্ন কন্থা দুলাইতেছে; কখন বা ধনীর প্রাসাদে গিয়া তাঁহার ঝাড়ের কলম বাজাইতেছে, বা তাঁহার সাসীর কবাট ঠেলিয়া

ভিতরে উকি মারিতেছে; কখন বা পুস্তকরাশি-পরিবৃত লেখকের প্রকোষ্ঠে গিয়া, তাঁহার লিখিত কাগজ-স্তূপ একটি একটি করিয়া চুরি করিতেছে, বা তাঁহার অধীত-মান পুস্তকের পাতা উল্‌টাইয়া দিতেছে; কখন বা ধীরে ধীরে পুর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, চিন্তা-মগ্না নবীনার অলক-দাম নাচাইতেছে, বা তাঁহার বস্ত্রাদি স্থানভ্রষ্ট করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। অত্য স্থরসিক বায়ু, মনোহর চন্দ্র-রশ্মিতে গা ঢালিয়া, হাসিয়া হাসিয়া বেড়াইতেছে। যে স্থানে যুবক-যুবতী বসিয়া আছেন, বায়ু তথায় গিয়া একের বস্ত্র অপরের সহিত মিশাইয়া দিতেছে, নবীনার আলুলায়িত কুন্তলরাশি যুবকের পৃষ্ঠে ফেলিতেছে এবং উভয়ের বস্ত্র সরসীজলে ফেলিয়া ভিজাইয়া দিতেছে। যুবকযুবতী কথোপকথনে বিনিবিষ্ট; কিন্তু, কি জানি কেন, সহসা তাঁহাদের কথাবার্ত্তা ক্ষান্ত হইল। অনেক ক্ষণ পরে যুবতী জিজ্ঞাসিলেন,—

"মানুষ মরিলে কি হয় যোগেন্দ্র ?"

যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"এ কথা কেন বিনোদিনী ?"

বিনোদিনী ধীরে ধীরে নভোমণ্ডলের প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন—

"আমি যদি মরি ?"

"কেন বিনোদ ! তোমার মনে এ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল কেন ?"

"কি জানি, অদৃষ্টের কথা ত কিছু বলা যায় না। যদিই মরি, তাহা হইলে কি হইবে, তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুমি একা মরিতে পার না, তোমার মৃত্যুর সহিত আর এক জনের মৃত্যু দৃঢ়-সংবদ্ধ। তুমি মরিলে সেও মরিবে, পরে উভয়ে অনন্ত জীবন লাভ করিয়া অক্ষয়-স্বর্গ ভোগ করিবে।"

বিনোদিনী ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন,—

"কে সে জন ?"

"সে কে তুমি জান না ? সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তোমার সম্মুখেই উপস্থিত।"

বিনোদিনী মুখে কাপড় দিয়া খল্ খল্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তুমি ! ! !"

"কেন, আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না ?"

"না, তুমি বড় দুষ্ট। দেখ দেখি তোমার কি অন্যায়

কথা। তুমি সেবার যখন কলিকাতায় যাও, আমায় সঙ্গে
ও নাই। আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন্। সপ্তাহ পরে
স্বয়ং আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে। তাহার
পর হইতে আমরা একবারও কাছ ছাড়া হই নাই। আজ
আবার তুমি আমায় ফেলিয়া যাইবার কথা বলিতেছ।
যাও, কিন্তু আমার শাপ লাগিবে; যেন তিন দিনের মধ্যে
তোমাকে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিতে হয়।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"বিনোদ তুমি সঙ্গে থাকা কি আমার অসাধ? কিন্তু
তুমি জান ত এবার আমার শেষ পরীক্ষা—"

বিনোদ বাধা দিয়া কহিলেন,—

"এ পাপ পরীক্ষায় তোমার প্রয়োজন? যাহারা চাকরী
বা অর্থের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করে, পরীক্ষা বা উপাধি তাহা-
দের আবশ্যক। মনের আনন্দ ও সংসারের উপকারার্থে
যাহারা বিদ্যা শিখে, পরীক্ষায় তাহাদের কোনই প্রয়োজন
নাই।"

"তোমার কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্যে
চিকিৎসা শাস্ত্র আলোচনা করিতেছি, তাহাতে উপাধির
বিশেষ আবশ্যকতা আছে।"

"আমি কোনই দরকার দেখিতেছি না। টাকা বা

চাকরী, ঈশ্বরেচ্ছায়, তোমার অনুসন্ধান করিতে হইবে না। তুমিই বলিয়া থাক 'লোকের উপকার করা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ঔষধ ও চিকিৎসার দ্বারা আসন্ন মৃত্যু হইতে পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করা উপকারের পরাকাষ্ঠা।' সেই উদ্দেশ্যেই তুমি এ কঠোর পরিশ্রম, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা শিখিতেছ। কিন্তু আজ তোমার কথায় বোধ হইতেছে, তোমার যেন আরও কি উদ্দেশ্য আছে ?"

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—

"তুমি যাহা বলিলে তদ্ব্যতীত আমার আর কোনই উদ্দেশ্য নাই। তবে পরীক্ষায় প্রয়োজন কি, তাহা তোমায় বুঝাইয়া দিতেছি। চিকিৎসকের প্রতি ও তাহার ঔষধের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আরোগ্যের একটা প্রধান কারণ। চিকিৎসক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার প্রতি সাধারণের বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় হয়। পরীক্ষার এই এক প্রয়োজন, আর এক প্রয়োজন যে কার্য্য করা গিয়াছে, অন্যের জন্য তাহার শেষ রাখা ভাল নয়।"

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিলেন; কথাটা বুঝি তাঁহার মনে লাগিল। যোগেন্দ্র আবার বলিলেন,—

"বিনোদ, তাহা না হইলে, তোমায় ছাড়িয়া আমি কি যাইতে পারি? তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে আমার যে যাতনা, বোধ করি তাহার সিকিও তোমার হয় না।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"তুমি বড় মিথ্যাবাদী।"

"কেন বিনোদ?"

"কে কবে ইচ্ছা করিয়া যাতনা সহে? আমায় সঙ্গে লইয়া যাইতে দোষ কি?"

যোগেন্দ্র কহিলেন,—

"এবার আমাকে পড়া শুনায় এত বিব্রত থাকিতে হইবে, যে হয় তো তোমাকে লইয়া আমায় বিপদাপন্ন হইতে হইবে।"

বিনোদিনী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—

"পড়া শুনার মুখে আগুন!"

যোগেন্দ্র বিনোদিনীকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন,—

"তুমি পাগল!

এই সময়ে তাঁহাদের পশ্চাতে এক ভুবন-মোহিনী সুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক যুবতী কেহই তাহা

জানিতে পারিলেন না। নবাগতা সুন্দরীর বয়স অনুমান অষ্টাদশ বৎসর। তাঁহার দেহ নিরাভরণ! বিধাতা তাঁহাকে যে রূপ-রাশি প্রদান করিয়াছেন, অলঙ্কারে তাহার কি বাড়াইবে? সুন্দরী বিধবা। তিনি অনেক ক্ষণ সমভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার বদনে ঘৃণা ও বিরক্তি-চিহ্ন ব্যক্ত হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে বোধ হয়, তাঁহার যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—

"ভালা মেয়ে যা হোক!"

যুবক-যুবতী চমকিয়া উঠিলেন। বিনোদিনী সলজ্জ ভাবে কহিলেন,—

"কেও—দিদি—তবু রক্ষা!"

দিদি কহিলেন,—

"বিনি! তোর কি একটুও লজ্জা নাই?"

বিনোদ মস্তকে কাপড় দিয়া যোগেন্দ্রের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া বসিলেন। যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"ঠাকুরঝি! তোমার সাক্ষাতে আবার লজ্জা কি?"

ঠাকুরঝি কমলিনী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বিনোদিনীকে কহিলেন,—

"বিনি! মা তোকে সেই অবধি ডাক্‌ছেন। ঝিরা কোথাও তোর দেখা পেলে না। মাষ্টারমহাশয় দুবার তোর খোঁজ করেছেন।"

বিনোদিনী বিনা বাক্য-ব্যয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুরাশা।

Me Miserable !———— ——"

——Paradise Lost

বিনোদিনী প্রস্থান করিলে কমলিনী সেই শ্বেত-প্রস্তর বিনির্ম্মিত সরসীসোপানে রাজ-রাজ-মোহিনীরূপে উপ-বেশন করিলেন। শুভ্র চন্দ্র-রশ্মি, ক্রীড়াশীল বসন্ত বায়ু, প্রস্ফুটিত কুসুমাবলী, প্রশান্ত সরসী-বারি, শোভাময়ী প্রকৃতি, কমলিনীর আগমনে যেন সকলই সমধিক সমুজ্জল হইল। সেই শোভাই শোভা, যাহা নিজগুণে পরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতে সমর্থ; সেই শ্রীই শ্রী, যাহা অচেষ্টিত ভাবে সন্নিহিত পদার্থের শ্রী-সম্বিধান করে; সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য, যাহা আপনি না মাতিয়া পরকে মাতাইতে সক্ষম। কমলিনী সেই স্থানে চিন্তিত, ব্যথিত ও কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে উপবেশন করিলেন। তাঁহার

হৃদয়ের ভাব যাহাই হউক, প্রকৃতি তাহার আগমনে প্রফুল্ল হইল।

যোগেন্দ্র যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানেই রহিলেন, কমলিনী কয়েক স্তর ঊর্দ্ধ সোপানে উপবেশন করিলেন। তিনি যেন যোগেন্দ্রকে কি বলিবেন মনে করিতে লাগিলেন; কিন্তু, কি জানি কেন, পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়-গগনে, কি তাড়িত-প্রবাহ ছুটিতেছিল কে বলিতে পারে? কে জানে বিধবা কি ভাবিতেছিলেন!

যোগেন্দ্র বহুক্ষণ অন্য দিকে মুখ করিয়া অন্য মনে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সুন্দরীর মুখের সে পরুষভাব তিরোহিত হইল। যোগেন্দ্র উঠিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"কমল! তুমি কি এখানে বসিবে?"

কমল কোন উত্তর না দিয়া যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, কৈ যোগেন্দ্রের মুখে তাঁহার মত ভাবনার চিহ্ন নাই ত! অবনত মস্তকে কহিলেন,—

"না, বইস—এক সঙ্গে যাইব।"

যোগেন্দ্র বসিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—

"কমল, কি ভাবিতেছ?"

কমল যেন কি বলিতে গেলেন; আবার সাবধান হইয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন,—

"না"—

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুমি বল বা নাই বল, আমি বেশ বুঝিতে পারি, ইদানীং কিছু কাল হইতে তুমি কি ভাবিয়া থাক। তুমি বাল-বিধবা। আমাদের সমাজে বিধবার ন্যায় ক্লেশ আর কাহার? এই ভাবিয়া দুই বৎসর পূর্ব্বে তোমার বিবাহের জন্য আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলাম। তুমি তখন সর্ব্বদা হাসিতে—আনন্দ তোমার সর্ব্বাঙ্গে মাখা থাকিত। তুমি কোন ক্রমেই বিবাহে সম্মত হইলে না। আমিও ভাবিলাম, বিধবার বিবাহের প্রধান প্রয়োজন, তাহার ক্লেশ নিবারণ; যাহার ক্লেশ নাই, তাহার বিবাহ না হইলেও চলে। কিন্তু এবার বাটী আসিয়া অবধি দেখিতেছি, তোমার মনের শান্তি, তোমার আনন্দ, আর তেমন নাই। কিন্তু কমলিনি! তোমার ক্লেশের কথা শুনিতে আমার কি কোন অধিকার নাই?"

কমলিনী নীরব। একবার যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিলেন, আবার মস্তক বিনত করিলেন। যোগেন্দ্র দেখিতে পাইলেন না—কমলিনীর চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু সমবিষ্ট হইল। যোগেন্দ্র আবার বলিলেন,—

কিন্তু "আমার বোধ হয়, তোমার ক্লেশ সামান্য না

হইবে। যাহাই হউক, কমলিনি! আমার দ্বারা তোমার ক্লেশ কি কোন ক্রমে বিদূরিত হয় না?"

কমলিনী ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"হয়; তুমি—"

কথার শেষ ভাগ যোগেন্দ্র শুনিতে পাইলেন না। তিনি কহিলেন,—

"তবে বল কমল, আমাকে তোমার মনোবেদনা জানিতে দেও।" কমলিনী বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া রোদন-বিজড়িত স্বরে বলিলেন,—"আমি কেন মরিলাম না?"

যোগেন্দ্র বুঝিলেন, কমলিনী রোদন করিতেছেন। নিকটস্থ হইয়া কাতরভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—

কমল, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

কমল মুখ তুলিলেন। দেখিলেন, যোগেন্দ্রের বদনে যথার্থ সহানুভূতির চিহ্ন প্রকটিত। চক্ষের জল বন্ধ হইল। কি বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না; আবার মস্তক বিনত করিলেন। যোগেন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—

"বল কমল, কি করিলে তোমার ঐ যাতনার অবসান হয়?"

সহসা কমলিনী পাগলিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘোর মর্ম্মবিদারক স্বরে কহিলেন,—

"হায়! এ পাপ দুরাশা কেন হইল?"

যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে সুন্দরীর বদনের প্রতি চাহিলেন, কথা শেষ হইবামাত্র কমলিনী বেগে ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যোগেন্দ্র বহুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস সহ বলিলেন,—

"কমল কি পাগল হইল?"

তিনি ঘোর চিন্তিতের ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

উপস্থিত উপাখ্যান মধ্যে আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, তৎসংক্রান্ত প্রধান ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা বিধেয়। আমরা এক্ষণে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি।

বীরগ্রামে রামনারায়ণ রায় নামক একজন অতুল সম্পত্তিশালী লোক বাস করিতেন। তাঁহার দুই কন্যা; কমলিনী ও বিনোদিনী। কমলিনী যখন অষ্টম বর্ষ বয়স্কা তখন কলিকাতার রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় নামক এক সমৃদ্ধিশালী সচ্চরিত্র যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের বৎসরদ্বয় পরে রাধাগোবিন্দ

কাল-কবলিত হন। দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শরদেন্দু-নিভাননা কমলিনী দারুণ বৈধব্য-চক্রে নিবদ্ধা হইলেন। রাধাগোবিন্দের যথেষ্ট স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ছিল। তাঁহার জীবনান্ত সহ, কমলিনী তৎসমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। কিন্তু কমলিনী ধনবান্ তনয়া; সুতরাং তিনি তাঁহার স্বামীর অর্জ্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেও, তাহা গ্রহণ ও অধিকার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। কমলিনীর পিতা রামনারায়ণ রায়ও সে সম্বন্ধে মনোযোগী ছিলেন না। রাধাগোবিন্দের জীবন-বিয়োগ কালে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাধাসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের একটি এক বৎসর বয়স্ক পুত্র ছিল। সেই পুত্র এবং তাহার সম্ভাবিত ভ্রাতৃগণ এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, ইহাই সকলের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে সে অভিপ্রায় স্ফূর্ত্তি পায় নাই। এই সকল কারণে বিধবা হইয়াও রাধাগোবিন্দের স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি-গণের সহিত কমলিনীর যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল। কম-লিনীর মাতা, আপনার সন্তানেরা সম্পত্তি পাইতে পারে এমন আশা করিতেন। সেই কারণেই হউক, বা অন্য যে কারণেই হউক, তিনি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত যত্ন করিয়া কমলিনীকে আনিয়া কলিকাতায় রাখিতেন এবং কখন

কখন তাঁহার পুত্র নীলরতনকে কমলিনীর নিকট থাকিবার নিমিত্ত বীরগ্রামে পাঠাইয়া দিতেন।

কমলিনীর বিবাহের সমসময়েই রামনারায়ণ রায়, বিনোদিনীর সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক পিতৃ-মাতৃ-হীন, নিরাশ্রয় কুলীন সন্তানকে নিজগৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। বিনোদিনী তখন পাঁচ বছরের এবং যোগেন্দ্র বারো বছরের। উভয়ে এক স্থানে অবস্থান করায় ও একত্র প্রতিপালিত হওয়ায়, পরিণামে এই বিবাহ বড় সুখের হইয়া উঠিল। বিনোদিনীর বয়স যখন আট বৎসর, তখন যোগেন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। যোগেন্দ্র বৃদ্ধ রামনারায়ণ রায় ও তাঁহার গৃহিণীর পুত্রাধিক যত্নের সামগ্রী হইলেন, কমলিনীর পরম সুহৃৎ হইলেন এবং বিনোদিনীর হৃদয়ের সখা, মনের আনন্দ এবং হাসির ভাণ্ডার হইলেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাও যথেষ্ট অর্জ্জন করিলেন; কিন্তু তাঁহার অদম্য জ্ঞান-তৃষ্ণা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে। ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষালাভ করিয়া তিনি পরহিত-সাধনোদ্দেশে ও চিকিৎসা বিদ্যায় জ্ঞান-লাভ করিয়া অতুল আনন্দ সম্ভোগ বাসনায়, কলিকাতার মেডিকেল কলেজে

অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, রামনারায়ণ রায় মানবলীলা সংবরণ করেন। হরগোবিন্দ বাবু নামক একজন সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত ব্যক্তি রামনারায়ণের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি এই সংসারে চির প্রতি-পালিত, যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন ও পরিবার-ভুক্ত ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ, কমলিনী ও বিনোদিনীর কোন নূতন পুস্তক পাঠ-কালে, কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে, হরগোবিন্দ বাবুর নিকট হইতে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হইত। জমিদারী নির্ব্বাহ করা যদিও হর-গোবিন্দের কার্য্য, তথাপি তাঁহার মাষ্টার মহাশয় এই উপাধিটাই প্রচার ছিল। আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যা-য়িকায় এই কয় নর-নারীই প্রধান পাত্র। এতদ্ভিন্ন আর যে দুই এক জন এই গ্রন্থ-কলেবরে অভিনয়ার্থ উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের বিবরণ তত্তৎস্থানেই সন্নিবিষ্ট হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফাঁদ।

"I under fair pretence of friendly ends.
With well plac'd words o fglozing courtesy.
Baited with reasons not unplausible.
Wind me into the easy-hearted man
And hug him into snares."
——Comus.

যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি তাহার তলে কি রত্ন আছে অবশ্যই দেখিব; যে লোভ হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি তাহার সফলতা করিবই করিব; যে আশা-লতা এত দিনের যত্নে লালিত হইয়াছে তাহার ফল-ভোগ করিবই করিব। এ দুর্দ্দমনীয় আশা ত্যাগ করা যায় না তো! এ লোভ ত্যাগ করিতে পারিব না; ইহা এ জীবনে ত্যাগ করিব না। লোকে নিন্দা করিবে—করুক; সকলে ঘৃণা করিবে—করুক; পরকালে নরক-বাস হইবে—হউক; বিনোদিনীকে অসুখের সাগরে ভাসান হইবে—

কি করিব? বিনোদ আমার সুখের পথে কণ্টক—বিনোদ আমার বাসনার অন্তরায়—সে আমার পরম শত্রু। তাহার যাহাই হউক না কেন আমি মনের সাধ মিটাইব।

বেলা দ্বিপ্রহর কালে, একান্তে, একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া, কমলিনী উক্তরূপ আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, মাধী নাম্নী ঝি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। মাধীর বয়স যেন যৌবনের শেষ সীমা ছাড়াইয়াছে বোধ হয়, কিন্তু মনের উত্তাল বেগ কিছুই কমে নাই। মাধীর বয়স যতই হউক, তাহাকে দেখিলে সময়ে সময়ে যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার পরিষ্কার লাল-পেড়ে সাটী, হাতের বালা ও লাল বেলোয়ারি চুড়ি দেখিয়া কে বলিবে মাধীর যৌবন নাই? তাহার বাহুর স্বর্ণময় তাগা, কপালের ক্ষুদ্র টিপ, অধরৌষ্ঠের সহাস্য ভাব ও পানের রং, মার্জ্জিত চুলের মোহিনী কবরী এবং সর্ব্বোপরি তাহার বিলাসময়ী গতি—তুমি মাধীকে যুবতী নয় বলিয়া সন্দেহ করিলে, তোমার সহিত দারুণ বিবাদ করিবে এবং সম্ভবতঃ তোমাকে পরাজয় স্বীকার করাইয়া ছাড়িবে। হিংসা-পরবশ প্রতিবাসিগণ মাধীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা কহে, কিন্তু মাধী নানা-

বিধ কারণ দর্শাইয়া বলে, লোকেরা সব মিথ্যাবাদী। ফলতঃ কলহ-দ্বন্দ্বে মাধী যেরূপ নিপুণা, তাহাতে তাহার অপ্রীতিকর কোন কথাই না বলা ভাল।

মাধীর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যেখানে ছুঁই না চলে মাধী সেখানে বেটে চালাইতে পারে বলিয়া খ্যাতি আছে। মাধী বীরগ্রামের রায়দের বাড়ীর ঝি। সাধারণ ঝি সকলের শ্রেণীতে মাধীর স্থান নহে। তাহাকে অত্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠা, বিশ্বাসিনী ও চতুরা বলিয়া বাটীর সকলেই সমাদর করে। মাধীর সহিত বিনোদিনীর বিশেষ সৌহৃদ্য, কারণ তাঁহার নিত্য এক খান, দুই খান করিয়া কলিকাতায় যোগেন্দ্র বাবুর নিকট যে চিঠি লিখিতে হয়, মাধী তাহা চিরকাল সুনিয়মে ডাকঘরে পৌঁছাইয়া দেয় এবং কলিকাতা হইতে তাঁহার যে সমস্ত চিঠি আইসে, মাধী তাহা গ্রাম্য ডাকবাবুর নিকট হইতে যথাকালে আনিয়া হাজির করে। সাদামাটা ঝিরা এ কার্য্য এমন করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না। কমলিনীর সহিত মাধীর আজি কালি বিশেষ ভাব দেখা যাইতেছে; কেন যে এরূপ ঘটিয়াছে, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। মাধীকে আসিতে দেখিয়া কমলিনী জিজ্ঞাসিলেন,—

"হাসি যে?"

"আবার চিঠি আসিয়াছে।"

"বিনীর হাতে?

"মাধী থাকিতে?

"কই?"

মাধী বস্ত্র মধ্য হইতে একখান পত্র বাহির করিয়া দিল। পত্রখানি বিনোদিনীর নামে লিখিত। কমলিনী ব্যস্ততা সহ পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—

"প্রিয়তমে!

"তোমার কি হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। "এখানে আসিয়া অবধি তোমাকে ছয় খানি পত্র লিখিয়াছি, "কিন্তু কোনই উত্তর পাই নাই। তোমার চিন্তায় আমার পড়া শুনা বন্ধ হইয়াছে। এই পত্রের উত্তরার্থে দুই দিন অপেক্ষা করিব, এই সময় মধ্যে সংবাদ না পাইলে আমার সমস্ত কর্ম্ম ফেলিয়া তোমার নিকট যাইতে হইবে। চিন্তায় আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি; যদি আমাকে বাঁচাইতে বাসনা থাকে, ত্বরায় সংবাদ দিবে।—ইতি তাং—সন ১২—সাল।

কলিকাতা, তোমারই

২২ নং শান্তসিংহের লেন। "যোগেন্দ্র"।

মাধী পত্র শুনিয়া বলিল,

"ভালই হইয়াছে, আমিও ঐরূপ চাই।"

কমলিনী বলিলেন,—

"আসিলে কি করবি?"

"আসিলে এমন কল পাতিব যে ওদের মুখ দেখাদেখি থাকিবে না।"

কমলিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"তাহাতে আমার কি উপকার?"

"কলসীতে জল বোঝাই থাকিলে আর জল ধরে না, তা জান? সে জল ফেলিয়া দিলে তবে তাহাতে অন্য জলের স্থান হইবে। বড় দিদি! যাহাতে ওদের এই ভালবাসা একবারে ভাসিয়া যায়, সেই মতলবে এখন সব কাজ করিতে হইবে। এমন অগাধ ভালবাসা থাকিতে কিছুই হবে না। আগে এ গুড়ে বালি দিয়ে তার পর অন্য চেষ্টা।"

"আমার এ রাজকার্য্যে তুমিই মন্ত্রী। দেখো ভাই, যেন মন্ত্রণার দোষে সব না যায়।"

"সে ভাবনা আমার।"

"পত্র খানি কি করিব?"

"সে ছয় খানিরও যে দশা, এ খানিরও সে দশা—আমাকে দাও।"

কমলিনী মাধীর হস্তে পত্র দিলেন। মাধী পত্র লইয়া বলিল,—

"একবার দেখে আসি, ছোট দিদি কি কচ্চেন।"

"চুপ্ চুপ্! বিনী বুঝি ঐ আসচে।"

অতি ধীরে ধীরে, নিতান্ত বিষণ্ণবদনে বিনোদিনী তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কমলিনী জিজ্ঞাসিলেন,—

"বিনোদ! তোকে এত ম্লান দেখাচ্ছে কেন?"

বিনোদিনীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, তিনি এ প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। কমলিনী পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—

"যোগীনের সংবাদ পেয়েছিস্ তো?"

বিনোদিনী 'না' বলিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কমলিনী বলিলেন,—

"এর জন্য এত চিন্তা কেন? বোধ হয় কোন কার্য্যের গতিকে যোগেন্দ্র সংবাদ দিতে পারেন নাই; না হয় দশ দিন পরেই সংবাদ পাওয়া যাবে।"

বিনোদিনী মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"প্রতিদিন এক খানা, কখন বা দুই খানা পত্র পাই; এবার তাঁহার কি হইল?"

কমলিনী বলিলেন,—

"বোধ হয় পরীক্ষার গোলে পত্র লেখা হয় নাই।"

বিনোদিনী নয়ন পরিষ্কার করিয়া কহিলেন,—

"হাজার গোলেও এমন হইবার কথা নয়তো দিদি!"

মাধী ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিহাস-স্বরে কহিল,—

"ছোট দিদি, তুমি এখনও ছেলে মানুষ। আর একটু বয়স হইলে বুঝিতে পারিবে, পুরুষ মানুষকে অত বিশ্বাস করা ভাল নয়।"

বিনোদিনী সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"সে কি কথা?"

মাধী সেইরূপ স্বরে বলিল,—

"সে কলিকাতা সহর; সেখানে তোমার মতন বিনোদিনীর ছড়াছড়ি আছে দিদি! জামাই বাবু নূতন বিনোদিনী পেয়েছেন হয়তো।"

বিনোদিনী ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন,—

"ছিঃ তাও কি হয়? তাঁহার চরিত্রে এরূপ দোষ হওয়া অসম্ভব।"

মাধী হাসিতে হাসিতে বলিল,—

"সম্ভব কি অসম্ভব তা ও বয়সে বুঝা যায় না। তুমি যাহাই ভাব, আমি দেখছি জামাইবাবু শিকলি কেটেছেন।"

কমলিনী কপট ক্রোধ সহ বলিলেন,—

"তোর এক কথা!"

"কেন, কি অন্যায়?"

"না—হ'লে ও দোষ পুরুষের সহজেই হতে পারে বটে। তবে যোগেন্দ্রের যেমন স্বভাব তাহাতে ও সন্দেহ হয় না।"

"স্বভাব যেমনই হউক বড় দিদি, তিনি এবারে ছোট দিদিকে সঙ্গে না লওয়াতে সব সন্দেহ হয়।"

কমলিনা যেন অত্যন্ত চিন্তার সহিত বলিলেন,—

"তাইতো মাধি, যোগীন বিনীকে ছেড়ে এক দিনও থাকিতে পারে না, তা এবার সঙ্গে লইয়া গেল না,— আশ্চর্য্য!"

"তাতেই তো সন্দেহ হচ্চে দিদি ঠাকুরাণী—জামাই বাবুর স্বভাব মন্দ হয়েছে। ছোট দিদি সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হয় না বলিয়া এবার রাখিয়া গিয়াছেন।"

"কে জানে ভাই, কাহার মনে কি আছে?"

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সম্ভব হউক, অসম্ভব হউক, কথা শুনিয়া বিনোদিনীর হৃদয় ফাটিয়া গেল। তিনি

একটা কার্য্যের ছলনা করিয়া মন খুলিয়া ভাবিবার নিমিত্ত সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া গেলেন। বিনোদিনী চলিয়া গেলে মাধী ও কমলিনী খুব খানিকটা হাসিলেন।

মাধী বলিল,—

"এইরূপেই ঔষধ ধরে।"

কমলিনী বলিলেন—

"যাই বল, বিনীর কষ্ট দেখিয়া আমার বড় যাতনা হয়।"

মাধী উদাস ভাবে বলিল,—

"তবে কাজ কি?"

কমলিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"কাজ কি? আমি বিশেষ বুঝিতেছি, কাজ ভাল হইতেছে না; কে যেন বলিতেছে, ইহাতে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। উঃ! তথাপি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিতেছি না তো! বিনোদিনীর যাহা হয় হউক, অদৃষ্টে যাহা থাকে হউক, আমি এ সঙ্কল্প কখন ত্যাগ করিব না! এ বাসনা আমাকে যেরূপে হউক মিটাইতে হইবে।"

সহসা বাটীর মধ্যে একটা গোল উঠিল। ব্যস্ততা সহ একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল,—

"ছোট দিদি ঠাকুরাণীর মূর্চ্ছা হইয়াছে।"

মাধী ও কমলিনী সেই দিকে দৌড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্ত্রীদেবতা।

"Peace brother, be not over exquisite
—To cast the fashion of uncertain evils !
For grant they be so, while they rest unknown,
What need a man foretsall his date of grief,
And run to meet what he would most avoid ?'
——Comus.

সন্ধ্যা সময়ে কলিকাতা রাজধানী চমৎকার শোভা ধারণ করিল। প্রশস্ত রাজপথ-সমূহে প্রদীপ্ত গ্যাসালোক প্রজ্জ্বলিত হইল। মূল্যবান রমণীয় অশ্বজান-সমূহ বিলাসী আরোহী লইয়া সজোরে ছুটিতে লাগিল। দলে দলে মুটিয়ারা ইলিষ মাছ লইয়া বাটী ফিরিতে লাগিল। সাহেবগণ বাঙ্গালি কেরাণীর পক্ষে বড় সদয় নহেন, নচেৎ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখনও চাপকান ঢাকা, কোঁচাওয়ালা, অদ্ভুত বেশধারী কেরাণিবাবুরা, কেহ বা একটা ওল, কেহ বা মাছ, কেহ রুমালে করিয়া আলু

পটল লইয়া অবনত বদনে বাটী ফিরিতেছেন কেন? চানাবাজারের দোকানদার চাবির গোছা হাতে করিয়া লাভালাভ চিন্তা করিতে করিতে বাটী ফিরিতেছেন। "চাই বরফ," "সরিকের নকলদানা," চ্যানাচুর্‌র্ গরমা-গরম" প্রভৃতি নৈশ ফিরিওয়ালাগণ সহরের রাস্তায় মধুবর্ষণ করিতেছে। লোক ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। কেহ ব্যস্ত ক্ষুধার জ্বালায়, কেহ ব্যস্ত কাজের খাতিরে, কেহ ব্যস্ত ফাকি দিবার জন্য, কেহ ব্যস্ত সভ্যতার দায়ে, আর ঐ যে চসমা চোখে বাবু ধীরে ধীরে গজেন্দ্র-গমনে চলিতেছেন, উনি ব্যস্ত ভণ্ডামির অনুরোধে! এইরূপ ভালমন্দ ব্যস্ততায় লোকগুলা ব্যতিব্যস্ত। ফলতঃ নির্লিপ্ত ভাবে, সন্ধ্যা-সময়ে কলিকাতার জন-প্রবাহ দেখিতে পারিলে, সংসারিক অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়।

এরূপ সময়ে গোলদিঘির পার্শ্বস্থ পথে দুই ব্যক্তি পরিভ্রমণ করিতেছেন। দারুণ গ্রীষ্ম হেতু তাঁহাদের ললাট হইতে ঘর্ম্মবারি বিগলিত হইতেছে। যুবক-দ্বয়ের একজন আমাদের পরিচিত—যোগেন্দ্র; অপর যোগেন্দ্রের সহাধ্যায়ী সুরেশ। অন্যান্য কথার পর যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"কি আশ্চর্য্য সুরেশ! আমি এখানে আসিয়া অবধি একে একে বিনোদিনীকে ছয় খানি পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু তাহার এক খানিরও উত্তর পাইলাম না।"

সুরেশ নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন,—"এর আর আশ্চর্য্য কি ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"বল কি ? যে আমাকে প্রতিদিন পত্র লিখিয়া থাকে, আমার পত্র না পাইলে যে অধীরা হইয়া উঠে, দুই সপ্তাহ মধ্যে তাহার কোনই সংবাদ নাই। ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কাণ্ড আর কি হইতে পারে ?"

সুরেশ হাসিয়া বলিলেন,—

"তিনি হয় ত তোমার পত্র পান নাই।"

"কোন পত্রই পান নাই ইহা অসম্ভব।"

"পাইয়াও হয় ত উত্তর দেন নাই।"

যোগেন্দ্র ঘৃণাসূচক হাসির সহিত বলিলেন,—

"তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ। বিনোদিনী আমার পত্র পাইয়াও উত্তর দেন নাই, ইহার মত অসম্ভব আর কিছুই নাই।"

সুরেশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তুমি অতিশয় স্ত্রৈণ।"

যোগেন্দ্র গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন,—

"তোমার অদৃষ্ট মন্দ ; বিনোদিনীর ন্যায় স্ত্রীর স্বামী হইয়া স্ত্রৈণ অপবাদ কত সুখের, তাহা তুমি কি বুঝিবে ?"

"ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যেন আমার তাহা বুঝিতেও না হয়। তোমরা স্ত্রীদেবতার উপাসক—তোমরা ওকথা বলিতে পার, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, সংসারে জঘন্যতার যদি কিছু আকর থাকে, তাহা স্ত্রীলোক।"

যোগেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"সুরেশ, তোমার অধিকাংশ মতামত আমি অতি সারবান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রে তোমার যে অযথা বিদ্বেষ, ইহাতে আমার একটুও সহানুভূতি নাই। তুমি যাই বল, বিনোদিনীর চিন্তায় আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হইতেছে। সম্মুখে পরীক্ষা উপস্থিত, কিন্তু আমার পরীক্ষা দেওয়া হইতেছে না। আমি কল্যই বাটী যাইব।"

"যাও, গিয়া দেখিবে বিনোদিনী সুস্থ শরীরে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছেন।"

"ভাল—তাহাই হউক।"

সুরেশ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—

"এই দুষ্ট স্ত্রীলোকগুলা—ইহারাই সকল অনর্থের মূল। ইহাদের এমনি আশ্চর্য্য মোহমন্ত্র যে, লোকে ইহাদের দোষ দেখিয়াও দেখিতে পায় না!"

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—

"সুরেশ, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তোমারই মতিভ্রম হইয়াছে।"

"তা হউক; কিন্তু তুমি এই ভয়ানক জাতিকে চেন না। বিনোদিনীকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, বিনোদ, পত্র লেখ নাই কেন? বিনোদ উত্তর করিবেন, 'অমুকের ছেলের জন্য এক জোড়া মোজা তৈয়ার করিয়া দিতে বড় ব্যস্ত ছিলাম' অথবা বলিবেন, 'সুর্পনখা নাটক পড়িতে বড় ব্যস্ত ছিলাম' কিম্বা বলিবেন, 'আমার মার সঙ্গে নুটোর পিসি কদিন ধরে যে ঝগড়া কল্লে, তাতে পাড়ায় কাণ পাতবার যো ছিল না" পত্র লিখি কি করে?" ভাই! ওঁরা না পারেন এমন কর্ম্মই নাই। ওঁদের উপর অত বিশ্বাস করো না।"

যোগেন্দ্র কিছু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—

"ছিঃ সুরেশ!"

সু। "আচ্ছা; এখন আমার ডিউটি পড়িবে, আমি

চলিলাম, তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে সময়ান্তরে আবার তর্ক করিব। তুমি কালি বাটী যাইবে, সত্য না কি ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"বোধ হয়—বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই যাইব।"

"তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর। তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, কেন অকারণ অধীর হইয়া একটা বৎসর বৃথা নষ্ট করিবে ?"

এই বলিয়া সুরেশ প্রস্থান করিলেন। যোগেন্দ্র একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দারুণ চিন্তা হেতু সুশীতল সমীর সেবন করিয়াও চিত্তের শান্তি হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন—"সুরেশ যেরূপ বলিলেন, বিনোদ কি সেইরূপ ? ছি! বিনোদ চিঠি লিখেন না কেন ?—বিনোদের অসুখ হইয়াছে—তাহাই ঠিক।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন কালে দেখিলেন, একটা বৃদ্ধা অতিশয় কাতর ভাবে রোদন করিতে করিতে পথ দিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধার অবস্থা ও কাতরতা দেখিয়া সদয় স্বভাব যোগেন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বাছা কাঁদিতেছ কেন ?"

বৃদ্ধা এই প্রশ্নে আরও কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিকৃত স্বরে বলিল,—

“আমার পোঁড়া কপাল পুড়েছে গো বাবু!”

আবার উচ্চ ক্রন্দন। ক্রমে চারি দিকে লোক জমিয়া গেল। বৃদ্ধা আবার বলিল,—

“একে একে যম আমার সব খেয়েছে। আমার এক ঘর ছেলে মেয়ে ছিল, আমি অভাগী তাদের সব যমের মুখে দিয়ে অমর হয়ে বসে আছি।”

বৃদ্ধার কাতরতা ও তাহার মলিন বেশ দেখিয়া যোগেন্দ্রের চক্ষু জলভরাক্রান্ত হইল! বৃদ্ধা আবার বলিল,—

“একটি নাতি ছিল তাও পোড়া যমের সহে না গো বাবা।”

এই বলিয়া বৃদ্ধা তথায় আছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে জনতার বৃদ্ধি হইল। সে জনতা—তামাসা দেখিতে। কলিকাতা অর্থের জন্য, অর্জ্জনের জন্য, প্রতারণার জন্য, ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য; ইহা স্বার্থপরতা শিক্ষার স্থান, কুনীতির আকর এবং স্বর্গীয় মনোবৃত্তি সকলের বধ্যভূমি। সুতরাং বৃদ্ধার পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া যে নিষ্কর্ম্মা মানব-সমূহ দণ্ডায়মান হইল, তাহারা এই ব্যাপারকে স্বতন্ত্র নয়নে দেখিতে

লাগিল। এক জন দর্শক বলিল,—“চল ভাই কাজে যাই, কার দুঃখ কে দেখে?” অপর এক জন বলিল,—“হয় ত জুয়াচুরি।” তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিল,—“ভিক্ষার এই উপায়।” এক জন নবাগত দর্শক কৌতূহল সহ নিকটস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিল,—“ব্যাপারটা কি ভাই?” সে ব্যক্তি সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিল। শুনিয়া জিজ্ঞাসা-কারী বলিল,—“ওঃ এই কথা—তবু রক্ষা!” যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“তোমার নাতির কি হইয়াছে বাছা?”

“ব্যারাম—এতক্ষণ—ওরে আমার কি হবে রে বাবা!”

“তুমি কোথায় থাক?”

“বাগবাজার।”

“এখানে কেন আসিয়াছিলে?”

বৃদ্ধা ববিল,—

“শুনেছি এই ডাক্তারখানায় অমনি ওষুধ দেয়, তাই মরে মরে এতদূর এসেছি। তা বাবা, কেহ এ দুখিনীর কথা শুনিল না। আহা! এক ফোটা ওষুধও বাছার পেটে পড়িল না।”

বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র বুঝিলেন, রোগী সঙ্গে নাই—ঔষধ দিবে কেন? পথ

দিয়া এক খানি খালি গাড়ি যাইতেছিল, যোগেন্দ্র তাহার চালককে গাড়ি থামাইতে বলিলেন। গাড়ি থামিল। যোগেন্দ্র বৃদ্ধাকে বলিলেন,—

"এই গাড়িতে উঠ, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। আমি ডাক্তারি জানি—তোমার কোন ভাবনা নাই।"

বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া বলিল,—

"বাবা তুমি রাজ্যেশ্বর হও; কিন্তু বাবা গাড়িভাড়ার পয়সা ত আমার নাই।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। ঔষধ বা গাড়িভাড়ার কিছুরই জন্য তোমার ভাবিতে হইবে না।"

বৃদ্ধা হাতে স্বর্গ পাইল। অনবরত আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গাড়িতে উঠিল। যোগেন্দ্রও সেই গাড়িতে উঠিয়া বাগবাজার চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শরীর ও মন।

"But O as to embrace me she inclin'd,
I wak'd! She fled, and day brought back my night."
—Milton—On his deceased Wife.

পর দিন বেলা দ্বিপ্রহর কালে যোগেন্দ্র বাসায় ফিরিলেন। বিনোদিনীর জন্য উৎকণ্ঠায় তিনি যৎপরোনাস্তি কাতর ছিলেন, আবার এই বৃদ্ধার বাটীতে সমস্ত রাত্রি অনাহার ও জাগরণ এবং অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্নান আহার বন্ধ করিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করায়, যোগেন্দ্রের শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া আসিল। রোগী তাঁহার অপরিমেয় যত্নে নির্ব্বিঘ্ন হইল। তাহার পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ও তন্নির্ব্বাহার্থ বৃদ্ধার নিকট কিছু অর্থ দিয়া, যোগেন্দ্রনাথ গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি বাসার দ্বারে লাগিল; গাড়ি হইতে নামিয়া বাসায়

যাওয়া যোগেন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন যে, অদ্যই তাঁহার কোন কঠিন পীড়া জন্মিবে। অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া, যেমন ছিলেন সেইরূপ অবস্থায় তিনি শয্যায় পড়িলেন। কতক্ষণ তিনি এরূপে থাকিলেন তাহা তিনি জানিলেন না। বাসায় একজন ভৃত্য ও একজন পাচক ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তাহারা আসিয়া সময়ে সময়ে যোগেন্দ্র বাবুর সংবাদ লইতে লাগিল। বুঝিল, বাবু বড় ঘুমাই-তেছেন—এখন ডাকিলে হয় ত রাগ করিবেন। অতএব আর অপেক্ষা করা অনাবশ্যক ভাবিয়া, তাহারা আহারাদি সমাপন করিল।

বেলা চারিটার সময় যোগেন্দ্রের চেতনা হইল। তিনি বুঝিলেন, জ্বর হইয়াছে। মনে করিলেন, মানসিক উদ্বেগ ও শারীরিক শ্রমই এই জ্বরের কারণ। আবার যোগেন্দ্র-নাথ নিদ্রাভিভূত হইলেন। তাঁহার ভৃত্য আসিয়াও বুঝিল, বাবুর জ্বর হইয়াছে। সে গিয়া ঠাকুর মহাশয়কে সংবাদ জানাইল। ঠাকুর মহাশয়ের মনে বিশ্বাস ছিল যে, নাড়ী পরীক্ষা করিতে তিনি অদ্বিতীয়। সে সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান যেমনই হউক, ইহা আমরা বেশ জানি যে, তিনি তরকারিতে কখনই ঠিক লবণ দিতে পারিতেন

না। ঠাকুর মহাশয় যোগেন্দ্রের হাত দেখিয়া ভৃত্য সাধুচরণকে আসিয়া বলিলেন,—

"বাবুর নাড়ী কুপিত বটে, বায়ুর কোপই অধিক। অদ্য লঙ্ঘন ব্যবস্থা। কল্য অন্য ব্যবস্থা করা যাইবে।

ভৃত্য বলিল—

"আমি বাবুকে ব্যারামের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কথা কহিলেন না—বোধ হয় কিছুই নয়।"

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—

"তা বই কি ? তুমি রাত্রের আহারের যোগাড় কর।"

যোগেন্দ্র বাবুর নিয়োজিত ব্যক্তিদ্বয় তাঁহার ব্যাধি সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসা করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। যোগেন্দ্রনাথ সেই গৃহে একাকী রহিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় বহুবিধ স্বপ্ন ও বিভীষিকা তাঁহাকে নিরন্তর অবসন্ন করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে যোগেন্দ্রনাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং তিনি বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্নসকলের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। জ্বর কমে নাই। জ্বর বড় তেজের নয় বটে, কিন্তু যোগেন্দ্র বুঝিলেন, এই কয় ঘণ্টার জ্বরে তাঁহাকে মুমূর্ষু রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণ করিয়াছে। মাথা ঘুরিতেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, চতুর্দ্দিক

অন্ধকারময়, চিন্তার শ্রেণী নাই, সম্মুখে যেন ভয়ানক বিপদ। তিনি বুঝিলেন, জ্বরটা সহজ নয়। ডাকি-লেন,—

"সাধুচণ!"

তাহার ক্ষীণস্বর নিম্নতলস্থ সাধুচরণের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ক্ষণেক পরে আবার ডাকিলেন—কোনই উত্তর নাই। তৃতীয় বারে সাধুচরণ চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে আসিয়া বলিল,—

"আমাকে ডাকিতেছেন?"

কি জন্য যোগেন্দ্র সাধুচরণকে ডাকিতেছিলেন তাহা আর মনে হইল না। তিনি নীরবে রহিলেন। সাধু-চরণ আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমাকে কি বলিতেছিলেন?"

যোগেন্দ্র চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। বলিলেন,—

"ওঃ—তুমি একবার বিনোদিনীকে ডাক। তিনি কোথায়?"

বিনোদিনী কে তাহা সাধুচরণ জানে না। ভাবিল—"একি—বাবুর উপর উপরকার দৃষ্টি পড়িয়াছে নাকি?" সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আমাকে কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না।"

যোগেন্দ্র আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। বলিলেন,—

"আঃ—সুরেশ বাবু—"

সাধু এবারও বিশেষ কিছু বুঝিল না। কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না।

সে মন্ত্রিবর ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে গেল। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় তখন যেরূপ নির্বিষ্ট মনে নাক ডাকাইতেছেন, তাহাতে তাহার সহিত কোনই পরামর্শ হওয়া সম্ভাবিত নহে; তাহা হইলও না। প্রাতে ঠাকুর মহাশয় নাসিকাধ্বনির ডিউটী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে সাধুচরণ তাহাকে সমস্ত বিবরণ জানাইল। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"হয়েছে—বাবুর রীত বিগ্‌ড়েছে।"

"কিসে বুঝ্‌লে ঠাকুর মহাশয়? বাবু তো সে রকম মানুষ নয়।"

ঠাকুর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—

"দূর পাগল—মানুষ কে কি রকম তা কি কেউ বল্‌তে পারে? দেখছিস্ না ইদানীং বাবুর আর কিছুতেই মন নাই। কোনখানে কিছু নাই, পরশু বিকাল থেকে দিন রাত কাটাইয়া কা'ল দুপুর বেলা বাসায় ফিরে এলেন। এ সকল কুরীত। জ্বরে আবোল তাবোল

বকিতে বকিতেও মেয়ে মানুসের নাম করছেন। নিশ্চয় বাবুর রীত বিগড়েছে। আমি এমন ঢের দেখেছি।"

সাধুচরণ চক্ষুঃ বিস্তৃত করিয়া কহিল,—

"উপায় ?"

"তোমার মাথা, আর আমার মুণ্ড।"

এই দুইজন মনীষী বসিয়া যখন এবংবিধ পরামর্শ করিতেছেন, সেই সময় সুরেশ বাবু তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"বাবু বাড়ী গিয়াছেন ?"

সাধুচরণ উত্তর দিল,—

"আজ্ঞে না, তাহার জ্বর হইয়াছে।"

"জ্বর হইয়াছে ?"

"আজ্ঞে।"

আর কিছু না বলিয়া সুরেশ রোগীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সুরেশ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। যোগেন্দ্রের জ্বর সহজ নয়। যোগেন্দ্র ধীরে ধীরে ক্লিষ্টস্বরে বলিলেন,—

"সুরেশ ! দেখিলে কি ভাই ? জ্বরতো সহজ নয়। বোধ হয়, আর এ জীবনে, বিনোদিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। আমি কালি সমস্ত রাত্রি স্বপ্ন দেখিয়াছি, বিনোদিনী

আকাশের মধ্যে নক্ষত্র সম্বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, আমি নীচে বসিয়া তাঁহাকে উচ্চ শব্দে ডাকিতেছি। বলিতেছি 'বিনোদ! আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে?' বহুক্ষণ পরে আমার প্রতি বিনোদিনীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি পড়িল তিনি বলিলেন,—'আগে কেন বল নাই, আগে কেন বুঝ নাই। তোমাকে দেখাইবার জন্যই তো এতদূর আসিয়াছি। কিন্তু আর তো এখান হইতে ফিরিবার উপায় নাই। যোগেন্দ্র! তোমার সহিত আর ইহজন্মে সাক্ষাতের আশা নাই।' আমি পাগলের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। বিনোদ আবার বলিলেন,—'কাঁদিলে কি হইবে? পার যদি এখানে আইস।' আমি পারিলাম না। বিনোদ আবার বলিলেন—'ছিঃ যোগিন্! দাঁড়াও তুমি—আমি তোমার কাছে একবার দুটি কথা বলিতে যাইতেছি। বিনোদ আসিলেন। আমি বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলে তিনি হাসিয়া বলিলেন,—'যোগিন্! আমাকে ধরা এক্ষণে তোমার অসাধ্য।' আমি তাঁহাকে ধরিতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম তিনিও ততই পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দুস্তর সমুদ্র বিনোদের পশ্চাতে পড়িল। আমি ভাবিলাম বিনোদ আর কোথায় পালাইবেন। কিন্তু বিনোদ হাসিতে হাসিতে সেই

জলরাশির উপর দিয়া চলিয়া গেলেন, আমি অভাগা পারিলাম না। তীরে বসিয়া মিনতি করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বিনোদ মধ্যসমুদ্র হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন—'ফিরিয়া যাও আর চেষ্টা করিও না।' অবশেষে বিনোদ সমুদ্রের অপর পারে পৌঁছিলেন। তখনও তাঁহার মূর্ত্তি অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতে লাগিল। তিনি সেখানেও স্থির হইলেন না। অনবরত চলিতে লাগিলেন এবং হস্তান্দোলনে আমাকে ফিরিতে বলিতে থাকিলেন। তার পর ক্রমে তিনি এত দূর গিয়া পড়িলেন যে, আর তাঁহাকে দেখা গেল না। ঘোর যন্ত্রনায় আমি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলাম। এমন সময়ে তোমার আগমনে আমার নিদ্রাভঙ্গ ও তৎসঙ্গে এই যাতনার অবসান হইল। সুরেশ! একি দুঃস্বপ্ন ভাই? আমার কি হইবে?"

সুরেশ দেখিলেন, বিনোদিনীর চিন্তাতেই যোগেন্দ্রের এই কঠিন পীড়া জন্মিয়াছে, এখনও সে চিন্তা হইতে অবসর না পাইলে, জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। বলিলেন,—

"চিন্তা কি? আমি বিনোদিনীকে আসিতে লিখি।"

"আসিতে লিখিবে? সে আমার পত্রের উত্তর দিতে

পারে না।—সে ভাল নাই—সে আসিতে পারিবে না। কি হইবে ভাই ?”

সুরেশ বুঝিলেন, এই চিন্তা-স্রোত যতদূর সম্ভব বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। বলিলেন,—

“আমি রেজেষ্টরি করিয়া পত্র লিখিতেছি। যদি বিনোদ সুস্থথাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই পত্র পাঠ মাত্র এখানে আসিবেন।”

“যদি তিনি ভাল না থাকেন ?”

“তাহা হইলেও তোমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কেহ না কেহ আসিবে।”

“যদি বিনোদ ভাল থাকিয়াও না আসেন ?”

“তাহা হইলে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিনোদ পাপীয়সী। চিন্তা দূরে থাকুক, তুমি তাহার নামও করিও না।”

যোগেন্দ্র মুদ্রিত নয়নে ধীরে ধীরে বলিলেন,—

“আচ্ছা। পরশ্ব বুঝিব, বিনোদ মানুষ কি পাষাণ।”

সুরেশ ব্যবস্থা সহ পত্র লিখিলেন। যাহা লিখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রত্যয় হইল যে, বিনোদ যদি সুস্থ থাকেন তাহা হইলে, অবশ্যই পত্র পাঠ এখানে চলিয়া আসিবেন। সাধুচরণ আদেশ ক্রমে পত্র ডাকে দিয়া রেজেষ্টরি

রসিদ সুরেশের হস্তে দিল। তিনি যোগেন্দ্রকে রসিদ দেখাইয়া বলিলেন,—

"এই দেখ রসিদ। তুমি চিন্তা ত্যাগ কর। পরশ্ব লোক জনের সহিত বিনোদিনীর পাল্কি তোমার বাসার দ্বারে লাগিবে। এক্ষণে তুমি স্থির হও, আমি চিকিৎসার উপায় করি।"

সুরেশ ব্যস্ততা সহ কলেজে গিয়া অধ্যক্ষ সাহেবকে গলদশ্রু লোচনে সমস্ত বলিলেন। ডাক্তার-সাহেব অবিলম্বে সুরেশকে সঙ্গে লইয়া যোগেন্দ্রের বাসায় আসিলেন এবং যথা রীতি চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সুরেশ অনন্যকর্ম্ম হইয়া ব্যাধি-ক্লিষ্ট সুহৃদের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নিয়ত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কুপথ্য।

"——hath the power to soften and tame
Severest temper, smooth the rugged'st brow,
Enerve, and with voluptuous hope dissolve.
Draw out with credulous desire, and lead
At will the manliest, resolutest breast.
As the magnetic hardest iron draws."

——Paradise Regained.

দেখিতে দেখিতে ছয় দিন অতীত হইয়া গেল—যোগেন্দ্র রুগ্ন-শয্যায় শয়ান আছেন। চল পাঠক, তাঁহার সংবাদ লওয়া যাউক।

বড় গ্রীষ্ম ; বেলা ৩টা। যোগেন্দ্র সেই প্রকোষ্ঠে সেই শয্যায় শয়ান। রোগী চক্ষু মুদিয়া আছেন। শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া এক জগন্মোহিনী সুন্দরী ধীরে ধীরে রোগীর শরীরে বায়ু সঞ্চালন করিতেছেন—সেই সুন্দরী কমলিনী। তাঁহার সমীপে, পর্য্যঙ্কনিম্নে, আর এক কামিনী উপ-বিষ্টা—সে মাধী। প্রকোষ্ঠে আর কেহ নাই। পার্শ্বস্থ

প্রকোষ্ঠে এক খানি চেয়ারে বসিয়া সুরেশ ঘুমাইতেছেন। সেই ঘরে সুরেশের সন্নিকটে আর এক খানি চেয়ারে একটী বালক উপবিষ্ট। সে বালক নীলরতন—কমলিনীর ভাসুর পো।

ভবন-দ্বারের ছায়ায় একখানি পাল্‌কি পড়িয়া আছে। পাল্‌কির সঙ্গী দ্বারবান চোবে ঠাকুর, দরজার ছায়ায় বসিয়া, থাম হেলান দিয়া, নাক ডাকাইতেছেন। উড়িষ্যার আমদানি অলকাতিলকা-বিশোভিত বাহক মহাশয়েরা রাস্তার অপর পারে, ঘরের ছায়ায় কাপড় বিছাইয়া, ঘুমাইতেছেন; কেবল এক জন বসিয়া তামাকড় খাইতেছেন।

যোগেন্দ্র একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন—কমলিনীর পরম রমণীয় বদন তাঁহার নেত্র-পথে পতিত হইল। কমল বলিলেন,—

"যোগিন্!"

যোগিন তখন আবার নয়ন মুদ্রিত করিয়াছেন। হয়তো কমলিনীর সম্বোধন তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু অল্প বিলম্বেই যোগেন্দ্র আবার চাহিলেন। চাহিয়া বলিলেন,—

"কমল! তুমি?"

কমলিনী বলিলেন,—

"তোমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আসিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। "বিনোদ ?"

কমলিনী। "বিনোদ ভাল আছে।"

যোগেন্দ্র। "আমার পত্র ?"

মাধী কমলিনীর গা টিপিল। কমলিনী বলিলেন,—

"তোমার পত্র বিনোদিনীকে দেওয়া হয় নাই। বিনোদ অন্তঃস্বত্ত্বা, এ কুসংবাদ তাহাকে দেওয়া ভাল নয়।"

এত যাতনা সত্বেও যোগেন্দ্রের মুখে হাসি আসিল। মায়া! তোমার প্রভুত্ব অসীম! বলিলেন,—

"বেশ করিয়াছ।"

কমলিনী ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"পত্র আমার হাতে পড়িলে দেখিলাম, লেখাটা আর এক হাতের। পাঠ করিলাম। চিন্তায় আমার নিদ্রা হইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভাত হইল। প্রত্যূষে সকলকে বলিলাম, আমার ভাসুর-পোর সম্বন্ধে বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি অদ্যই তাহাকে দেখিতে যাইব। কেহই আপত্তি করিল না—আমি চলিয়া আসিলাম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতায় কমলের শ্বশুরালয়—তিনি সেই সূত্রে সময়ে সময়ে কলিকাতায় যাওয়া আসা করিতেন। এবারেও সেই ছলনায় আসিলেন।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"কমল! তোমার গুণের সীমা নাই! তোমার নিকট আমি যে ঋণে বদ্ধ, কখনও তাহার পরিশোধ হয় না।"

কমলিনী বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! তোমার জন্য আমার যে কষ্ট তাহার কি বলিব? ভগবান তোমাকে নিরোগ করুন, সুখে রাখুন, সেই আমার পরম লাভ।"

কমলিনীর নয়ন-কোণে দুই বিন্দু অশ্রু আবির্ভূত হইল। যোগেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইলেন না; কারণ তিনি ক্লান্তি হেতু পুনরায় চক্ষু মুদিয়াছেন।

কমলিনী যোগেন্দ্রের মস্তকে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে অতৃপ্ত নয়নে তাহার বদনশ্রী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—

"শরীর রক্ত মাংসে গঠিত। হৃদয় মানব-হৃদয়ের হীন বৃত্তিসমূহে পূর্ণ। তবে কেমন করিয়া আমি এ লোভ সংবরণ করিব? জগতে কোন্ রমণী এ লোভ দমন করিতে পারিয়াছে? যদি কেহ পারিয়া থাকে, সে দেবী। কিন্তু আমি সে দেবত্ব প্রার্থনা করি না। আমি এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা কখন নিবারণ করিতে পারিব না। লোকে ইচ্ছা হয় আমাকে পিশাচী বলুক, যদি এ পাপে অনন্ত-

কাল আমায় নরক ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি এ লোভ ত্যাগ করা আমার অসাধ্য। বিনোদিনীর সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাতে কি? এ জগতে কে কবে পরের সর্ব্বনাশ না করিয়া আত্মসুখ সংস্থান করিয়াছে? কোন্ নরপতি মানব-শোণিতে পদ-প্রক্ষালন না করিয়া মুকুটে মস্তক শোভিত করিয়াছেন? কিন্তু বিনোদ তো আমার পর নহে। বিনোদ পর নহে বটে, কিন্তু যোগেন্দ্রের সহিত তাহার চির-বিচ্ছেদ না ঘটিলে আমার আশা মিটে কই? তাহাতে আমার কি দোষ? কত বাদশাহ, কত নরপতি, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, পুত্রহত্যা করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি সামান্য রাজপদ লোভে সেই সকল দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিয়া থাকেন, তবে আমি এই অতুলনীয় সম্পদ হইতে আমার ভগ্নীকে কেন বঞ্চিত করিতে পারিব না?"

সুরেশ রুদ্ধদ্বার সমীপস্থ হইয়া বলিলেন —

"ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে। মাথার কাছে শিশি আছে, তাহা হইতে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিউন।"

কমলিনী তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নূতন ব্যাধি।

"Out of my sight, thou serpent!"
——Paradise Lost.

কলেজের সাহেবের সুচিকিৎসায় এবং সুরেশ ও কমলিনীর যত্নে ক্রমশঃ যোগেন্দ্র রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এক মাস পরে অদ্য আমাদের তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটিতেছে। এই এক মাসে তাঁহার এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তিনি যেন এক্ষণে আর সে যোগেন্দ্র নহেন। তাঁহার সে কান্তি, সে রূপ সকলই যেন রোগের কঠোর আক্রমণে বিনষ্ট হইয়াছে।

যোগেন্দ্র একাকী বসিয়া আছেন, এইরূপ সময়ে মাধী তথায় আগমন করিল। যোগেন্দ্র মাধীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি সংবাদ ?"

"বড় দিদি এখনই আসিবেন; আমাকে আগে সবংাদ দিতে পাঠাইলেন।"

"তোমার বড় দিদির গুণের সীমা নাই। কিন্তু তোমার ছোট দিদিতো আমায় একেবারে চরণে ঠেলেছেন।"

মাধা ঈষৎ হাসির সহিত বলিল,—

"সে কি কথা! মাথার জিনিষ কেউ কি চরণে ঠেলিতে পারে গা ?"

"তাইতো দেখছি।"

"কেন জামাই বাবু ?"

"তিনি আর আমার খবরটিও লয়েন না। ভাল, অন্তঃসত্ত্বা যেন হয়েছেন—তা কি আমার খবরটাও নিতে নাই ?"

কথা শুনিয়া মাধী যেন আকাশ হইতে পড়িল। বিস্মিতের স্থায় চক্ষু স্থির করিয়া বলিল,—

"অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন ? কে বলিল ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"বাঃ তোমার বড় দিদি।"

মাধী পূর্ব্বের স্থায় চক্ষু স্থির করিয়া বলিল,—

"কি জানি বাবু! বাড়ীর কোন কথা তো আমার ছাপা নাই। তা এত বড় খবরটা শুনলেম না—তা হবে।"

"বল কি ?"

"আমি তো বেশ জানি, ছোট দিদি পোয়াতি নন।

কেন—আসিবার আগের দিনও তো ছোটদিদি ঠাকুরুণ তোমার পত্র হাতে করে এসে বড় দিদির সঙ্গে এক যুগ ধরে কথা কইলেন, তা এ কথার তো কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।"

যোগেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—

"আমার পত্র—আমার পত্র কি তোমার ছোটদিদি পেয়েছেন ?"

মাধী বলিল,

"ওমা, এ আবার কি কথা! এ যে আমার ঘাড়ে দোষ পড়ে দেখছি। পত্র সকলই তো আমিই তাঁকে হাতে করে দিইছি! পাবেন না কেন গা ?"

যোগেন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিলেন। এ ব্যাপারের কোন্ কথা সত্য তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভাবিলেন মাধীর কথাই মিথ্যা। তাঁহার হৃদয়ে একটু ক্রোধের আবির্ভাব হইল। কহিলেন,—

"মাধি! তুই কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছিস ?" মাধী সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,—

"সে কি কথা জামাই বাবু ? এমন কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে কি পরিহাস করা যায় ?"

যোগেন্দ্রের আরও ক্রোধ হইল তিনি কহিলেন,—

"তবে কি তোমার বড়দিদি মিথ্যাবাদিনী ?"

"কেমন করে কি বলি ?"।

যোগেন্দ্রের ক্রোধসহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। তিনি কহিলেন,—

"মিথ্যাবাদিনি ! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।"

মাধী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—

"আমার কি দোষ ? আমায় না জিজ্ঞাসা করিলে আমি কিছুই বল্‌তেম না। আমি যা জানি তাই বলেছি, এতে আমার অপরাধ কি ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুমি পিশাচী, তুমি রাক্ষসী, তুমি সর্ব্বনাশিনী। তুমি এখনই আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও !"

মাধী কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনুচ্চ স্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে শব্দও যোগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন,—

"স্ত্রী-রসনা সমস্ত অনিষ্টের মূল।"

এই চেষ্টা-জনিত ক্লেশে যোগেন্দ্র কাতর হইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাথায় হাত দিয়া শয়ন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিকার।

"Is this the love, is this the recompens
Of mine to thee, ingrateful Eve?"
—Paradise Lost.

প্রায় এক ঘণ্টা পরে কমলিনী ও নীলরতন যোগেন্দ্রের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগেন্দ্রের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কমলিনীর সহিত মাধীর সাক্ষাৎ হইল। মাধী অস্ফুট স্বরে কহিল,—

"রোগ ধরিয়াছে।"

"ঔষধ?"

"এখন কেন—বাড়ুক।"

"আপনি বাড়িবে?"

"কুপথ্য চাই—আমি কিছু দিয়াছি, তুমি কিছু দেওগে।"

"কি রকম?"

"যেমন যেমন কথা আছে। কিন্তু দেখ দিদি, তোমার জন্য আমি বুঝি মারা যাই। আমার উপর জামাই বাবুর বড় রাগ। যতদূর হয়েছে ভাই সেই ভাল, এখন আমি গরিব সরে দাঁড়াই—তোমরা যা জান তাই কর।"

"ভাবনা কি ? পেটে খেলেই পিটে সয়।"

"তোমার হাতে বিচার।"

যখন কমলিনী মাধীর সহিত কথাবার্ত্তায় নিযুক্তা ছিলেন, নীলরতন তখন উপরে গিয়া যোগেন্দ্র বাবুর সহিত কথা কহিতে ছিল। এক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—

"খুড়ি মা! আজ আবার যোগেন্দ্র বাবুর অসুখ হইয়াছে।"

কমলিনী ত্বরায় উপরে উঠিলেন।

যোগেন্দ্র বাবুর দুইটা বিলাতি কুকুর ছিল; নীলরতন তাহাদের শিকল খুলিয়া দিয়া খেলায় মত্ত হইল।

উপরে উঠিয়া কমলিনী দেখিলেন, যোগেন্দ্র শয্যায় নয়ন মুদিয়া শয়ন করিয়া আছেন। ডাকিলেন,—

"যোগিন্!"

যোগেন্দ্র উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। কি বলিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কমলিনী জিজ্ঞাসিলেন,—

"যোগিন্! তোমার কি আজ অসুখ হইয়াছে?"

"হাঁ।"

"কেন এরূপ হইল?"

যোগেন্দ্র উদ্ধত ভাবে বলিলেন,—

"মাধী—তুমি জান না—মাধী সর্ব্বনাশিনী—মাধী অক্লেশে তোমার গলায় ছুরি দিতে পারে। তুমি এখনই তাহার সংস্রব ত্যাগ কর।"

কমলিনী বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন,—

"কেন যোগেন্দ্র, মাধী কি করেছে?"

তখন যোগেন্দ্র একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। শুনিয়া কমলিনী বলিলেন,—

"অতি অন্যায়! মাধী চাকরাণী—সে দাসীর মত থাকিবে। সত্য হউক মিথ্যা হউক, আমাদের ঘরাও কথায় তাহার থাকিবার কি দরকার? আমি এ জন্য এখনই মাধীকে তাড়াইয়া দিব। কি ভয়ানক! বিনোদের কথায় মাধীর কি কাজ?"

যোগেন্দ্র কিছু চঞ্চল হইলেন। ভাবিলেন, ইহার মধ্যে কি একটা কথা আছে—কমলিনী তাহা গোপন করিতেছেন। বলিলেন,—

"হয়তো মাধী আমার সহিত পরিহাস করিয়াছে। তুমি এখন আমাকে ঠিক কথা বুঝাইয়া দেও।"

"এরূপ কথা বলিয়া তাহার পরিহাস করা অন্যায়। পরিহাসের কি অন্য কথা ছিল না? যাহা বলিবার নহে তাহা সে বলিল কেন?"

যোগেন্দ্রের মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ধীরতা সহকারে বলিলেন,—

"তবে কি তাহার কথা সত্য—সে যদি সত্য বলিয়া থাকে তবে তাহার দোষ কি?"

কমলিনী রাগতস্বরে বলিলেন,—

"দোষ কি?—সত্য হউক মিথ্যা হউক, তাহাতে তাহার কি? বিনোদিনী ছেলে মানুষ, তাহার যদি কোন দোষ হইয়া থাকে তাহা তোমাকে জানাইবার মাধীর কি দরকার ছিল? আমি আর মাধীর মুখ দেখিব না। তাহাকে এখনই তাড়াইয়া দিব!"

যোগেন্দ্রের চিত্ত যার-পর-নাই বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যে, বিনোদের সম্বন্ধে কোন ভয়ানক কথা কমলিনী জানিয়াও বলিতেছেন না। নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"বল কমলিনী, তোমার পায়ে পড়ি বল, ইহার মধ্যে

কি কথা আছে ?"

"কি বলিব যোগেন্দ্র ?"

"বিনোদিনী অন্তঃসত্ত্বা কি না ?"

"দেখ যোগেন্দ্র, বিনোদিনী বালিকা. ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবার ক্ষমতা তাহার আজিও হয় নাই। তাহার কার্য্যে তোমার এখন মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"আহাঃ, সে অন্তঃসত্ত্বা কি না এ সুসংবাদ জানাও কি আমার উচিত নহে ?"

কমলিনী আবার পূর্ব্বের ন্যায় অন্য কথায় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর গোপন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—

"বিনোদ আমার ভগ্নী—আমি তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি। আমার কে আছে ? আমি তাহাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসি। তাহার যাহা দোষ অপরাধ তাহা আমি কিছুতেই বলিব না। আমার গলায় ছুরি দিলেও আমি বিনোদের বিরুদ্ধ কথা ব্যক্ত করিব না।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কমলিনীর নয়ন-কোণে অশ্রুর আবির্ভাব হইল। যোগেন্দ্রের সন্দেহ, বিশ্বাস,

কৌতূহল এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তিনি যেন ক্ষণে ক্ষণে আত্মহৃদয়ের উপর প্রভুতা হারাইতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, বিনোদের সম্বন্ধে এমন কোন দোষের কথা আছে, যাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিলে বিনোদের অনিষ্ট হইতে পারে! কি ভয়ানক! অতি কাতর ভাবে বলিলেন,—

"কমলিনি! বিনোদিনী তোমার অত্যন্ত যত্নের পাত্রী তাহা কি আমি জানি না? কিন্তু আমিই কি তোমার পর? যে স্নেহবলে বিনোদ তোমার আপনার, সে স্নেহে কি আমারও অধিকার নাই? মাধীর মুখে আমি যাহা শুনিলাম, তাহাতে প্রকৃত কথা না জানিলে সন্দেহের যাতনায় আমার মৃত্যু হইবে; তুমি কি তাহা বুঝিতেছ না? তাহা বুঝিয়াও যদি তুমি আমাকে ভিতরকার কথা না বল, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব যে তুমি আমাকে স্নেহ কর? যদি আমাকে এরূপ কষ্টে ফেলিয়া তুমি থাকিতে পার, তবে কেন তুমি আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া আসিয়াছিলে? কেন আমাকে এত যত্ন করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে বাচাইলে? তোমার স্নেহ কি কেবল মৌখিক? তুমি এত পাষাণহৃদয়া তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না! স্ত্রী-চরিত্র এতাদৃশ দুরবগম্য তাহা কে জানিত?"

কমলিনীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! তুমি আমার উপর অভিমান করিতে পার। তোমার প্রতি আমার যে কত ভাল বা—স্নেহ তাহা কি বলিয়া বুঝাইব? যোগেন্দ্র! আমার হৃদয়ে যে—যে—যে—ভালবাসা আছে তাহা তুমি কখনই বুঝিতে পার না। তাহা পার না সেই জন্যই আমার দুঃখ। যোগিন্! তুমি আমার আপন হইতেও আপন। আমি বিনোদিনীকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দিতে পারি, কিন্তু তোমার চরণে কুশাঙ্কুর বিঁধিলে তাহাও সহ্য করিতে পারি না। যোগিন্! আমাকে গালি দিও না। জগৎ নির্দ্দয়—তুমি নিষ্ঠুর—তুমি—"

কমলিনী আর বলিলেন না—বলিতে পারিলেনও না। মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দুঃখের বিষয়, সকল মানবের মনের গতি সমান নহে। কমলিনী যে কারণে ও যে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় এত কথা বলিলেন, যোগেন্দ্রের মনের গতি অন্যবিধ হওয়ায়, তিনি তাহার অন্যবিধ অর্থ করিয়া লইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, কমলিনীর ন্যায় উদারস্বভাবা, স্নেহ-পরায়ণা কামিনীকে পাষাণী বলিয়া দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করায়, তাহার

মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে; সেই জন্য তিনি কাঁদিয়াছেন এবং আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছেন। ভাবিলেন কথাটা ভাল হয় নাই। বলিলেন,—

“কমলিনি! আমার উপর রাগ করিও না, বিনোদিনী তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা তাহা আমি জানি। তাহার নিন্দাসূচক কোন কথা বলিতে তোমার অনেক কষ্ট হয় সন্দেহ কি? কিন্তু আমি তাহা জানিবার জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছি তাহা তোমায় বলিয়া কি বুঝাইব? সেই জন্যই যদি একটা রূঢ়কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকে, তবে আমাকে ক্ষমা কর। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই। আমাকে সমস্ত কথা বলিয়া এ যাতনা হইতে নিষ্কৃতি দেও।”

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—

“পাপ বিনোদিনী! বিনোদিনীর চিন্তায় তুমি ব্যাকুল হইয়াছ। বিনোদিনীকে না ভুলিলে—সে তোমার চক্ষে বিষ না হইলে, আমার আশা নাই। তাহাই করিব। আমার বাসনা পূর্ণ না হয় সেও ভাল, তথাপি তোমাকে আমি বিনোদিনীর থাকিতে দিব না।”

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

যোগেন্দ্র! তুমি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছ, তাহা আমি

বুঝিতেছি। তোমাকে এ কষ্ট হইতে উদ্ধার করিতেছি, কিন্তু তুমি বল যে বিনোদিনীর কোন দোষ গ্রহণ করিবে না।”

যোগেন্দ্র জানিতেন না যে কিরূপ ঘটনার প্রাবল্যে কিরূপ মানসিক প্রবৃত্তি কিরূপ পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করে। এই জন্যই বলিলেন,—

“এ বিষয়ে তোমার অনুরোধ করা বাহুল্য। বিনোদিনী সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও আমার মার্জ্জনীয়া। আমার চক্ষে বিনোদ সততই অমৃতের আগার।„

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—

“যতক্ষণ সে বিষ না হয়, ততক্ষণ আমিই কোন্ ছাড়িব?”

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

“ভগবানের কাছে প্রার্থনা, যেন তাহার প্রতি তোমার এইরূপ স্নেহই চিরদিন থাকে। সে বালিকা—তাহার কোন দোষ হইলে তোমার মার্জ্জনা করাই উচিত। কোন্ সংবাদ তোমার প্রয়োজনীয় বল।”

“বল বিনোদ অন্তর্ব্বত্নী কি না।”

“না।”

যোগেন্দ্র চমকিয়া বলিলেন,—

"তবে তুমি আমায় তাহা বলিয়াছিলে কেন?"

"তোমারই জন্য;—একটা ওরূপ কথা না বলিলে তখন তোমার চিন্তা যায় না, সুতরাং রোগও সারে না।"

"বিনোদিনী ভাল আছে?"

"আছে।"

"আমার পত্র তাহার হস্তগত হইয়াছে?"

"আমি তো দেখিয়াছি, সে তোমার কয়খানি পত্র পাইয়াছে।"

যোগেন্দ্র কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—

"তাহার উত্তর দেয় নাই কেন, বলিতে পার?"

"জানি না। আমি এ কথা তাহাকে বার বার বলিয়াছি, কিন্তু কি জানি সে আজি কালি কি এক রকম হইয়াছে।"

যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"দেখ কমলিনী, আমি অদ্য যাহা হইবার নহে, তাহাই শুনিতেছি। অন্যে এরূপ কথা বলিলে, আমার তাহা বিশ্বাসই হইত না। কিন্তু তুমি নিতান্ত অনিচ্ছায়, আমার বার বার অনুরোধে এ কথা বলিতেছ। আমার বোধ হয় বিনোদ বা পাগল হইয়াছে।"

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—

"বিনোদ! এ জগতে তুইই সুখী। তোর প্রতি যোগেন্দ্রের ভাল বাসার পরিমাণ নাই। কিন্তু আমি তাহা থাকিতে দিব না। কখনই না।"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? বিনোদ সাংসারিক কোন কার্য্যে ভুল করে না, কখন একটাও অসংলগ্ন কথা বলে না, হাস্য কৌতুকে তাহার বিরাম নাই, তবে কেমন করিয়া বলি বিনোদ পাগল হইয়াছে? তোমায় বলিতে কি যোগেন্দ্র, আমি বিনোদিনীর চিন্তায় অস্থির হইয়াছি। সুযোগমতে, সময়ক্রমে তোমার সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিব ভাবিয়াছিলাম, অদ্য ঘটনাক্রমে তাহা তুমি জানিতে পারিলে ভালই হইল। এক্ষণে শান্ত মনে, তাহার দোষ গ্রহণ না করিয়া, সুপরামর্শ স্থির কর। আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না। আমি আর কিছু জানি না—আর কিছু বলিবও না।"

যোগেন্দ্র হতাশের ন্যায় বলিলেন,—

"আমার আর কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই। মাধীর দোষ নাই; আমি তাহার প্রতি অকারণ কটূক্তি করিয়াছি। তুমি তাহাকে আর কিছু বলিও না।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার বলিলেন,—

"আরও দুই একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব।"

"বিনোদের সম্বন্ধে ?"

"হাঁ।"

"আর কেন ? ভাই, রাগ করিও না। বিনোদ বালিকা।"

"কেন কমলিনি আমিতো বলিয়াছি 'বিনোদের দোষ গ্রহণ করিব না। বিনোদ আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিল কি ?"

"মাথা মুণ্ড তোমায় কি বলিব ? তুমি কিই বা শুনিবে ? আমি তখনই জানি, অভাগী বিনীর সর্ব্বনাশ হয়রে। এখন দেখিতেছি, তোমার অনুরোধে পড়িয়া, আমি পোড়াকপালী তাহার সর্ব্বনাশ শীঘ্র ডাকিয়া আনিতেছি। যোগেন্দ্র ! আমি যখন তোমাকে এত বলিয়াছি, তখন আরও যাহা জিজ্ঞাসিবে তাহাও বলিতেছি--কিন্তু তোমার এত অনুরোধ শুনিলাম, তুমি আমার একটী অনুরোধ শুনিও। তুমি বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও ধীর। বিনোদ বালিকা। আমার মাথা খাও যোগেন্দ্র, আমার মরা মুখ দেখ, যদি তুমি তাহার প্রতি সহসা রাগ কর, কি তাহার প্রতি কঠিন বিচার কর। আমি জন্মদুঃখিনী—আমার মুখ তাকাইয়া ভাই বিনোদের প্রতি রাগ করিও না।"

কমলিনীর চক্ষে জল আসিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জন করিলেন।' মানবহৃদয় কতদূর সহিতে পারে তাহা কমলিনী জানিতেন।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তাহাই হইবে—এক্ষণে বল, বিনোদ আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছিল কি না?"

'সেই তো আমাকে রেজেষ্টরি পত্র দেখাইয়া বলিল,—"দিদি! এই সংবাদ আসিয়াছে, কি করা যায়? কলিকাতার বাসায় যাওয়া সুবিধা নহে বিশেষ আমার শরীরটা এক্ষণে বড় ভাল নয়। তিনি তিলকে তাল করেন; হয়তো একটু অসুখ হইয়াছে, আপনিই সারিয়া যাইবে—আমি গিয়া কি করিব?" তাহার কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম। বলিলাম 'বিনি! তোর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।' তার পর আমি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।'

যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ কপোলে কর বিন্যাস করিয়া বসিয়া রহিলেন। সংসার অনন্ত সমুদ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, এই অনন্ত সমুদ্র মধ্যে তিনিই একমাত্র জীব, প্রতি মুহূর্ত্তেই তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত, বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া দূর-দূরান্তরে গিয়া

পড়িতেছেন। অনবরতই দেখিতেছেন, এই অনন্তরূপ সংসারে আশ্রয় নাই—অবলম্বন নাই, বিপদের সীমা নাই—সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে অগণ্য হিংস্র বিকট প্রাণী বদন ব্যাদান করিয়া গ্রাসিতে আসিতেছে।

কমলিনী ভাবিতে লাগিলেন,—"কুপথ্য যথেষ্ট হইল বটে, কিন্তু এও তো হইল না; একটা বিরেচক দিলেও তো এ দোষ কাটিয়া যাইবে। আরও চাই।"

প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"এখন ও কথায় আর কাজ নাই, অন্য কথা কহ।"

গম্ভীর স্বরে যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"পাষাণ নহি। এ প্রসঙ্গ জীবনে ছাড়িব না। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করি, এখানে আসার পর বিনোদ তোমাকে পত্র লিখিয়াছে?"

কমলিনী যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় বলিলেন,—

"চিঠি—হাঁ—তা—দুই চারি খানা লিখেছে বৈ কি?'

"তোমার সঙ্গে আছে?

"কেমন করিয়া থাকিবে?"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"এখানে আসিবার সময় যখন গাড়িতে উঠিয়াছি, তখন নীলরতন একখানি পত্র দিয়াছিল। সে খানা

ভাল করে পড়াও হয় নাই। তাহাই কেবল সঙ্গে আছে।”

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

“আমাকে সেখানি দাও।”

কমলিনী বলিলেন,

“তুমি তাহার কি দেখিবে? আমি তাহা দিব না।”

যোগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কুপিতস্বরে বলিলেন,—

“আমাকে তাহা দিতেই হইবে।”

কমলিনী পত্র বাহির করিয়া বলিলেন,—

“তোমায় পত্র দিব না। আমি ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছি।”

যোগেন্দ্র ব্যস্ততা সহ কমলিনীর হস্ত হইতে পত্র কাড়িয়া লইলেন। দেখিলেন, সেই হস্তাক্ষর—সেই চিরপরিচিত হস্তাক্ষর! পত্র পাঠ করিলেন,—

(গোপনীয়)

“দিদি! তুমি আর আমায় যোগেন্দ্রের সংবাদ “দিও না। যদি তাঁহার কাছে আমার কথা বলিতে হয় “তবে বলিও আমি সুখে আছি। তিনি যেন আমার

"সুখের ব্যাঘাত না করেন। আমার কোন কথা তাঁহাকে না বলাই ভাল। ইতি

"বিনোদিনী।"

"পুঃ। তুমি কবে আসিবে?"

যোগেন্দ্র একবার পত্র পাঠ করিলেন। ভাবিলেন অসম্ভব! দ্বিতীয় বার পাঠ সময়ে হাত হইতে পত্র পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"কমলিনি! তোমার সংবাদ শুভ। আমি যে প্রতারণা-জালে জড়িত ছিলাম, তাহা হইতে অদ্য তুমি আমায় মুক্ত করিলে। কে জানিত, যে পৃথিবীতে এত পাপ থাকিতে পারে!"

যোগেন্দ্র অচেতনবৎ শয্যায় পড়িয়া গেলেন।

কমলিনী মনে মনে বলিলেন,—

"এতক্ষণে সম্পূর্ণ বিকার উপস্থিত।"

নবম পরিচ্ছেদ।

আর এক দিক।

"Heav'n and Earth are colour'd with my woe."
— Passion.

এই সময়ে একবার বিনোদিনীর তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক। তাঁহার অন্তরের কি অবস্থা, তাহা একবার জানা উচিত নয় কি?

বীরগ্রামের সেই ভবনের এক প্রকোষ্ঠে বিনোদিনী শয়ন করিয়া আছেন। প্রকোষ্ঠের দ্বারাদি সমস্ত উন্মুক্ত। হর্ম্ম্যসংলগ্ন সেই মনোহর উদ্যান বিনোদিনীর নেত্রপথে পতিত—কিন্তু তিনি উদ্যানের কিছুই দেখিতেছেন না। বিনোদিনী বিষণ্ণা—ঘোর উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে যার পর নাই কাতর করিয়াছে। তাঁহার শরীর রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল। তাঁহার দেহে লাবণ্য নাই, অঙ্গে ভূষণ নাই, কেশের পারিপাট্য নাই। সময়ে সময়ে এক এক বিন্দু

অশ্রু তাঁহার নয়ন-কোণে দেখা দিতেছে। বহুক্ষণ সমভাবে থাকিয়া বিনোদিনী 'হা জগদীশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল?' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্ষণেক, সমস্ত ভুলিবেন স্থির করিয়া সেই উদ্যানের প্রতি নিবিষ্টভাবে চহিলেন। দেখিলেন—সরসী হৃদয়ে অমল ধবল মরালমালা, বিকসিত প্রসূনের ন্যায় ভাসিতেছে। একটী পানিকৌড়ি, বাতিকাশ্রিত ব্যক্তির ন্যায়, অনবরত জলে ডুবিতেছে ও উঠিতেছে। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বক তটে উপবেশন করিয়া আয়ত্তাগত নিরীহ মৎস্য-জীবন নাশের উপায় অন্বেষণ করিতেছে। সরোবর পার্শ্বস্থ অশোক বৃক্ষের শাখা হইতে সহসা এক মৎস্যরঙ্গ জলে আসিয়া পড়িল। এবং তৎক্ষণাৎ একটী জীবন্ত সফরী চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া প্রস্থান করিল। সরোবরের চতুঃপার্শ্বে নানাবিধ ফুলের গাছ পর্য্যায়ক্রমে স্থাপিত; তৎসমস্তের পুষ্পসমস্ত বিবিধবর্ণসম্পন্ন। কাহারও পুষ্প প্রস্ফুটিত, কাহারও বা মুকুলিত, কাহারও বা দলরাজিচ্যুত হইয়া ভূপতিত। স্থানে স্থানে মনোহর লতাসমস্ত নিকুঞ্জাকারে পরিণত। বিনোদিনী দেখিলেন, একটী নিকুঞ্জ মধ্যে দুইটী বুল্‌বুল্‌ প্রবেশ করিল। একটী বুল্‌বুল পার্শ্বস্থ লতিকায় যে লোহিত ফল লম্বিত ছিল তাহা ঠোক্-

রাইল, অপরটাও তদ্রূপ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সে যেখানে ছিল সেস্থান হইতে তাহার চঞ্চু ফলসংলগ্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। সে ব্যর্থ প্রযত্ন হইয়া নিরস্ত হইল, অমনি প্রথম বুল্‌বুল্‌টি সরিয়া গিয়া দ্বিতীয়টাকে স্বীয় স্থান প্রদান করিল। দ্বিতীয়টা ফল না ঠোকরাইয়া প্রথমটার চঞ্চু সহ স্বীয় চঞ্চু ঘর্ষণ করিল। প্রথম বুল্‌বুল্‌ 'পিক্‌ড়্‌, পিক্‌ড়্‌' শব্দ করিল; সে শব্দের অর্থ কে বলিতে পারে? বুল্‌ বুল্‌ কি বলিল,

"কি বলে বুঝাবরে প্রাণ, তোমায় কত ভালবাসি?" হইবে!! মানব প্রকৃতির উচ্চ মনোবৃত্তি কি বিহঙ্গম হৃদয়েও প্রবেশ করিয়াছে? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে হয়তো কোন বুল্‌বুলদম্পতী রোমিও এবং জুলিয়েট, বা ওথেলো এবং দেসদিমোনা অথবা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কোন কাব্য বিশেষের নায়ক-নায়িকা রূপে জগতে অমরতা লাভ করিতে পারে।

বিনোদিনী সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, কিছুতেই তাহার শান্তি হইল না। তিনি সে দিক হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বালিশের নীচে হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিলেন,—

"প্রিয় ভগ্নি, "ক্রমশই তোমার পত্র পাইতেছি ও তাহার উত্তরও "লিখিতেছি। তুমি যে কষ্টে পড়িয়াছ তাহা আমি সবই "বুঝিতেছি। কথাটা বড়ই কষ্টের কথা বটে। কিন্তু ভগ্নি "যৌবনে পুরুষের এ দোষ না হয় এমন নয়; আর,এক বার এ দোষ হইলে যে আর সারে না," এমনও নয়। "আমার ভরসা আছে যে, আমি যেরূপ যত্ন করিতেছি "তাহাতে যোগেন্দ্রের এ দোষ ক্রমে সারিয়া যাইবে। তবে "সম্প্রতি যোগেন্দ্রের যে প্রকার মনের গতি, তাহাতে তিনি "যেন সেই বারনারীর দাসবৎ। এ জগতে তিনি যেন "তাহার ভিন্ন আর কাহারও নহেন। শুনিতেছি, সম্প্রতি "এক আইন হইয়াছে, তাহাতে বেশ্যারাও ইচ্ছা করিলে "বিবাহ করিতে পারে। সেই আইনের বলে, যোগেন্দ্র "বাবু না কি সেই দুশ্চরিত্রাকে বিবাহ করিবেন! পোড়া "কপাল!! আমি একবার সেই পাপিষ্ঠাকে দেখিতে পাই "তো এক কিলে তাহার নাক ভাঙ্গিয়া দেই। তুমি এ "জন্য ভাবিও না। আমার বোধ হয়, এরূপ নেশা অধিক "দিন থাকিবে না। তোমার শেষ পত্র যোগেন্দ্রকে দেখাই- "য়াছিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'উত্তম।' বোধ হয় আমি শীঘ্রই বাটী যাইব। যদি পারি তবে যোগেন্দ্রকে "সঙ্গে লইয়া যাইব। প্রধান অসুবিধা—প্রায়ই তাঁহার

"সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। যখন যেমন হয় লিখিব। তুমি "সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। তোমার চিন্তায় আমি বড়ই "অস্থির আছি।" ইতি

"কমলিনী।"

বিনোদিনী পত্র পাঠ করিয়া বহুক্ষণ নীরবে রোদন করিলেন। ভাবিলেন,—

"কমিনীই ধন্যা! এ জগতে সেই পুণ্যবতী, তাহারই জন্ম সার্থক; সে যোগেন্দ্রের অক্ষয় প্রেম লাভ করিয়াছে। আর আমি? আমি মন্দভাগিনী—আমাতে এমন কি গুণ আছে, যাহাতে সেই অমূল্য হৃদয়-রাজ্যে আমি আধিপত্য লাভ করিতে পারি? প্রাণেশ্বর! তুমি বর্ত্তমান পদবিতে সুখে আছ। সুখে থাক; পাপ হউক, তাপ হউক, নাথ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, জগতে তোমার সুখ যেন অব্যাহত হয়। কিন্তু আমার দশা! আমার এ যাতনা সহে না যে। আমি কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই নাথ? স্বর্গ হইতে নরকে পড়িয়া বাঁচিব কেন? হৃদয়েশ, কিন্তু বাঁচিয়াই বা কাজ কি? যোগীন্ সুখে আছেন বুঝিয়া মরিব - ইহার অপেক্ষা সুখের মরণ আর কি আছে? মরিবই স্থির; কিন্তু প্রাণেশ্বর! তোমার চরণ আর একবার না দেখিয়া মরিতেও পারি না তো।—"

একজন ঝি আসিয়া বলিল,—

"মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"তাহাকে আসিতে বল।"

অনতিবিলম্বে হরগোবিন্দ বাবু মাষ্টারমহাশয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিনোদিনীর অবস্থা দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"এ কি মা! তোমার একি অবস্থা হয়েছে?"

বিনোদিনী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল অবনত মস্তকে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"কেন বিনোদ, কাঁদিতেছ কেন মা? তোমার কি হইয়াছে তাহা তো আমি কিছুই জানি না। যোগেন্দ্র ভাল আছেন তো?"

শেষ প্রশ্ন শুনিয়া বিনোদিনী আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

মাষ্টারমহাশয় কহিলেন,—

"সে কি! আমাকে কি কেবল তোমার কান্না দেখিতে ডাকিয়াছ?"

বিনোদিনী বালিশের নীচে হইতে এক তাড়া চিঠি বাহির করিয়া হরগোবিন্দের হস্তে দিয়া অধোবদনে শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরগোবিন্দ বাবু একে একে ছয় খানি পত্র পাঠ করিলেন। দেখিলেন, পত্রগুলি কমলিনীর হস্ত-লিখিত। বলিলেন,—

"তা—ই—ত।"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন,—

"বিশ্বাস হয় না—কমলিনীর জানিবার ভুল।"

রোদন-বিজড়িত স্বরে বিনোদিনী বলিলেন,—

"তিনি আমাকে একখানিও পত্র লেখেন নাই কেন ?"

"এবার তুমি তাঁহার একখানিও পত্র পাও নাই ?"

"না। দিদির কাছেও তিনি আমার নাম করেন নাই। তিনি আমাকে এমন পর করিলেন কেন ?"

আবার বিনোদিনী কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরতায় মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষেও জল আসিল। তিনি আবার ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"তা—ই—ত।"

বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া হরগোবিন্দ বাবু তাঁহার অর্দ্ধধবল কেশরাশি একবার উভয় হস্তদ্বারা আন্দোলন করিয়া বলিলেন,—

"আমি স্বয়ং ইহার অনুসন্ধান না লইয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"এ কথা ব্যক্ত করিবার নহে, কাহাকেও বলিবার নহে। সদুপায় ও সৎপরামর্শের জন্যই আপনাকে বলিলাম। তিনি এবং আমি, আমরা উভয়েই আপনার সন্তান বলিলে হয়। এ বিপদ হইতে আপনি আমায় রক্ষা করুন। আমার কি হইবে?"

কাঁদিতে কাঁদিতে বিনোদিনী মাষ্টার মহাশয়ের পদ স্পর্শ করিলেন।

"হরগোবিন্দ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন।"

"বাছা! কি বলিব বল? আজি যাহা শুনিতেছি, তাহা যার পর নাই অসম্ভব। আমি শীঘ্রই সমস্ত জানিতে পারিব। পত্র কয় খান আমারনিকট থাকুক। এ সব আমার বোধ হয় কিছুই নয়—কমলিনীর ভুল। কাঁদিও না—চিন্তা করিও না। আমি এখনই ইহার অনুসন্ধান করিতেছি।"

মাষ্টারমহাশয় চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী কপালে হাত দিয়া ভূমিতলে বসিয়া রহিলেন। তাহার অবিন্যস্ত কেশরাশি ভূমিতলে লুটাইয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

অনেক দূর

—now the thought
Both of lost happiness, and lasting pain
Torments him : round he throws his baleful eyes
That witness'd huge affliction and dismay
Mix'd with obdurate pride and steadfast hate.
——Paradise Lost.

বেলা ৩টার সময় কমলিনী ও মাধা যোগেন্দ্রের বাসায় আসিলেন। যোগেন্দ্রের চিত্তের অবস্থা বড়ই ভয়ানক! দারুণ সন্দেহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। সেই বিনোদিনী—যাহার জীবনে তাহার জীবন, তাহার জীবনে যাহার জীবন—সে আজি এমন! ইহার অপেক্ষা ভয়ানক কথা আর কি আছে? যোগেন্দ্র কমলিনীকে দেখিয়া বলিলেন,—

"এমন হইবার পূর্ব্বে, এত কথা শুনিবার পূর্ব্বে, কেন মরি নাই?"

কমলিনী বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! সর্ব্বদাই ঐ আলোচনা—ইহাতে শরীর থাকিবে কেন?"

নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় যোগেন্দ্র বলিলেন,

"শরীরে প্রয়োজন?"

"সে কি যোগীন্? তুমি বার বার বলিয়াছ, কিছুতেই তাহার দোষ লইবে না। তবে এ ভাব কেন?"

যোগেন্দ্র কাতরতার সহিত বলিলেন,—

কমলিনি! এ জগতে আমার আর কি সুখ আছে? আমি তাহার দোষ গ্রহণ করিতেছি না সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় তো শূন্য। আমি কি বলিয়া মনকে বুঝাইব?"

কমলিনী বলিলেন,—

"একটা বালিকার ব্যবহারে কেন যোগেন্দ্র, তুমি আত্ম সুখ শান্তি নষ্ট করিতেছ? আমার অনুরোধ যোগেন্দ্র, তুমি এ সকল ভুলিয়া যাও। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, তোমাকে কাতর দেখিলে আমি যে কষ্ট পাই, তোমাকে কি বলিয়া বুঝাইব? যোগেন্দ্র! আমার কি অপরাধ? কেন তুমি এমন করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ? তুমি জান না, তোমার জন্য এ হৃদয়

কত দূর সহ্য করে। যোগেন্দ্র! তোমার হাতে ধরি —আমাকে উপেক্ষা করিও না—"

কমলিনী উন্মত্তার ন্যায় বলিতেছিলেন, কিন্তু মাধী তাহার গা টিপিল, নচেৎ এই বাক্যস্রোত কোথায় গিয়া থামিত, তাহা কে বলিতে পারে? যোগেন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,

"তাহাই হইবে। তোমার যাহাতে কষ্ট হয়, তাহা করিব না। তোমার সুখের কামনায় এ ব্যাপার যত-দূর পারি, ভুলিতে চেষ্টা করিব।"

কমলিনীর অধর-প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। ভাবিলেন, তাঁহার বাসনার পথ ক্রমেই সহজ হইয়া আসিতেছে। বলিলেন,—

"আমি তো কালি বাটী যাইব, তুমি কবে যাইবে বল।"

যোগেন্দ্র চমকিয়া বলিলেন,—

"আমি বাটী?—এ জীবনে না।"

আবার সেই অমৃতময় স্বরে কমলিনী বলিলেন,—

"সে কি কথা যোগেন্দ্র? এই তো তুমি বলিলে, আমার যাহাতে কষ্ট হয় তাহা করিবে না। তোমার অদর্শনে আমি কি কষ্ট পাইব না? যোগেন্দ্র! 'জগতে আমার প্রধান দুঃখ, যে তুমি আমার চিত্ত বুঝিলে না।"

কমলিনী মস্তক বিনত করিলেন। যোগেন্দ্র অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"তাহাও স্বীকার। বাটী যাইব। কিছু দিন বিলম্বে। একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিব, আমাকে ভুলিয়া বিনোদিনী কেমন করিয়া আছে। ওঃ"

"বেশ।"

কমলিনী অনেকক্ষণ মস্তক বিনত করিয়া চিন্তা করিলেন। পরে কহিলেন,—

"তবে যোগিন্ আমাদের বিদায় দাও।"

তাহার চক্ষে জল আসিল। গলদশ্রু লোচনে আবার বলিলেন,—

"তোমার সহিত সদ্ভাব যেন চিরদিন থাকে। এই অনুরাগ যেন শতগুণে বৰ্দ্ধিত হয়। তুমি যেন—"

আর কথা কমলিনী বলিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। যোগেন্দ্র ভাবিলেন, কমলিনী দেবী। আমার প্রতি তাঁহার কি অতুল ও অকৃত্রিম স্নেহ! কমলিনী চলিয়া গেলে মাধা যোগেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিল,—

"জামাই বাবু দোষ অপরাধ নিও না; কি বল্‌তে কি বলেছি।"

যোগেন্দ্র যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—

"আর সে কথা কেন? আমারই বুঝিবার ভুল।"

"তবে আসি গো জামাই বাবু?"

"না, তুমি আর একটু থেকে যাও। তোমার দিদি ঠাকুরিণীকে যেতে বল। তুমি একটু পরে যেও।"

মাধী বাহিরে আসিল। দেখিল দিদি ঠাকুরাণী একটা গৃহ-প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রোদন করিতেছেন। কমলিনী রোদন করিতেছেন কেন?

"যে আগুণ জ্বালিলাম, কে জানে তাহা কোথায় গিয়া থামিবে? কে জানে অদৃষ্টে কি আছে? আমি তো চলিলাম—বিনোদিনীর মাথা যতদূর খাইতে পারা যায়, খাইলাম। কিন্তু তাহার দোষ কি? সে সরলা বালিকা, স্নেহ তাহার জীবন, ভালবাসা তাহার সর্ব্বস্ব, তাহাকে তো অসুখের সাগরে ভাসাইলাম। সে তো আমার পর নয়। যাহার প্রতি মমতা আপনি হয়, যাহাকে না ভাল বাসিয়া থাকা যায় না, তাহার প্রতি এ অত্যাচার কেন? আমি যে তাহার সর্ব্বনাশ করিতেছি, সে কি তা জানে? জানিলে—ওঃ—জানিলে ছিল ভাল। হায়! কেন এ পাপমতি হইল! এখন—এখন করি কি। জগদীশ্বর! না, এ

পাপ হৃদয়ে, এ পাপকার্য্যে তোমার নামে কাজ নাই। জগদীশ্বরে কাজ নাই, তোমাকে ডাকিব না, তুমি এ কার্য্য দেখিও না। কি যাতনা! ওঃ কি করিব? তবে কি ফিরিব? অসম্ভব—এতদূর আসিয়া ফেরা অসম্ভব। সম্ভাবনা থাকিলেও কি ফিরিতে পারি? না—না—না। স্নেহ—ধর্ম্ম—সমাজ কিসের জন্য? আমি এ সুখের আশা ত্যাগ করিতে পারিব না। কি—কিন্তু ওঃ কি হইবে? যদি এ আগুণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া সব ভস্ম করিয়া ফেলে! তবে? এত করিয়াও যদি আশা না মিটে! তবে? যদি ওঃ—ওঃ এ চিন্তা আগে হয় নাই কেন? কি করি? না, তাহা হইবে না—তাহা হইতে দিব না—এ বাসনা সফল করিতেই হইবে?—ওঃ জগ—আঃ—আবার কেন?—সে নাম আবার কেন? তবে কাহাকে ডাকিব? কে এ বিপদে আমার সহায় হইবে?”

কমলিনী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রোদন করিতেছেন, এমন সময় মাধী তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, একটু থাকিয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। কমলিনা তাহার কথা না শুনিয়া বলিলেন,—

“মাধি! আমায় এ মৃত্যু-যাতনা হইতে রক্ষা কর।

আমার কি হইবে? আমি কি করিতে কি করিলাম? এ যাতনা সহে না আর মাধি!"

"এত দূর আসিয়া এ বিবেচনা মন্দ নয়।"

"যত দূর হইয়াছে সেই ভাল, আর না।"

"যতদূর হইয়াছে তাহাতে তোমার সাধ মিটে কই? তবে তুমি নিরস্ত হও।"

কমলিনী ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি বাহিরিতে লাগিল। কহিলেন,—

"নিরস্ত হইব? তুই কি পাগল? নিরস্ত হইব— জীবন থাকিতে? না—না—না। ঐ আশা—ঐ ধ্যান— ঐ জ্ঞান। জীবন মরণের সহিত ও বাসনার সম্বন্ধ।"

"তবে এখনও কল পাতিতে হইবে। এখনও ঠিক হয় নাই—আরও বুদ্ধি খরচ করিতে হইবে।"

তখন শোণিতপিপাসু ভৈরবীর ন্যায় চক্ষু বিকট করিয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় বিকৃত স্বরে কমলিনী বলিলেন,—

"তাহাই কর—অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে—তাহাই কর। ডুবিয়াছি তো পাতাল কতদূর দেখিব; বিনোদ আমার শত্রু, তাহার হাড়ে হাড়ে আগুণ জ্বালাইয়া দেও—কিসের মায়া?"

আর কথা কমলিনী বলিলেন না, ব্যস্ততা সহ গাড়িতে আসিয়া উঠিলেন মাধী গাড়ি পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিল। বলিল,—

"তুমি যাও দিদি ঠাকরুণ, আমি একটু পরে যাব।"

দ্বারবান কোচম্যানকে গাড়ি চালাইতে বলিল। গাড়ি ক্রমে অদৃশ্য হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ওঃ !!

"—— high winds —
Began to rise: high passions anger, hate,
Mistrust, suspicion, discord; and shook sore
Their inward state of mind, calm region once,
And full of peace, now tost and turbulent
For understanding rul'd not, and the will
Heard not her lore"

Paradise Lost

মাধী আসিয়া দেখিল, যোগেন্দ্র বাবু এক খানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসিল,—

'আমাকে কি বলিতেছেন ?"

যোগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন,—

"মাধি ! বল্ দেখি সুখ কিসে হয় "

মাধীও একটু হাসিয়া উত্তর দিল,—

"সুখ ? অনেক টাকা কড়ি, ভাল ঘর বাড়ী; যথেষ্ট সোণা রূপা থাকিলে সুখ হয়।"

"তোর কি কি আছে?"

"আমার? আমি গরিব মানুষ, আমার কি থাক্‌বে? এক খানি খড়ের ঘর, দুই এক খান কুচো গয়না, আর দু দশ টাকা নগদ আছে। তোমাদের চরণ ধরে আছি, তোমরা মনে কর্‌লে সবই হয়।"

"কত টাকা হলে তোর পাকা বাড়ী হয়?"

"রামজান মিস্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলে, দেড় হাজার টাকা হ'লে কোঠা বাড়ী হয়। তা কোথায় পাব জামাই বাবু? সে সুখ আর এ ফেরায় হলো না।"

"তোরে আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তুই যদি তার ঠিক জবাব দিস্, তবে আমি তোর কোঠা করে দেই।"

"তা আর বল্‌বো না জামাই বাবু? কোঠা না করে দিলেই কি ঠিক কথা বল্‌বো না গা? সে কি কথা?"

মাধী মনে মনে ভাবিল, তার কপালটা পাতা চাপা। একটু জোর হাওয়া লেগে পাতাটা হঠাৎ সরে গিয়েছে। বড় দিদি বলেছেন, বড়মানুষ করে দেবেন; আবার জামাই বাবু বল্‌ছেন কোঠা করে দেব। মন্দ নয়। জামাই বাবুও আমার কেহ নন, বড় দিদিও কেহ নন।

আমায় কোন রকমে কিছু হলেই হলো। তাঁহাদের যাহাই কেন হউক না—আমার তাহাতে কি? যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—

"আচ্ছা, বিনোদিনী কেন আমাকে পত্র লেখে না, কেন আমার নাম করে না, বলিতে পারিস্?"

মাধী বলিল,—

"তা—তা—তা—আমি কি জানি?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"মাধি! আমি সব বুঝিতে পারি। কেন যে বিনোদিনী এমন হইয়াছে তাহা তোমার দিদিও জানেন, তুমিও জান। তোমার দিদি, বিবেচনা কর, ভগ্নীর কথা বলিবেন কেন? কিন্তু তোমার বলিতে দোষ কি?"

মাধী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—

"তা বাবু—তা কি বলিব?"

"যা জানিস্ তাই বল্। দেড় হাজার টাকার কোঠা হচ্ছে আর কি?"

"বড় ঘরের বড় কথা জামাই বাবু। আমি গরিব,—"

"তোর কোন ভয় নাই—তুই বল্।"

"কথাটা বড় শক্ত! না বাবু আমার কোঠায় কাজ নাই—তোমার শুনেও কাজ নাই।"

"না মাধি, বল্। আমি রাগ করিব না।"

"পোড়া লোকে কত কথা কয়—সব কি শুন্‌তে হয়?"

"তোমার ছোট দিদির কথা কি বলে বলো।"

"তা বাবু আমি বলিতে পারিব না। আমি যাই, বড় দিদি আবার রাগ করিবেন।"

মাধীর এইরূপ কৃত্রিম সংগোপন-চেষ্টায় যোগেন্দ্র নাথের সন্দেহ ও কৌতূহল চরম সীমায় উঠিল। তিনি তখন বলিলেন,—

"মাধি! তুই আমার নিকট যাহা চাহিবি, তোকে তাহাই দিব। তুই কি জানিস্ বল্।"

"না বাবু, আমি যাই—"

মাধী পা বাড়াইল। যোগেন্দ্র তখন অধীর হইয়াছেন। তিনি ব্যস্ততা সহ মাধীর সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

"মাধি! তোর পায়ে পড়ি, তুই যাহা বলিবি তাই দিব, তোর কোন ভয় নাই, তুই বল্।"

তখন মাধী বলিল,—

"কি আর বলিব মাথা মুণ্ড? লোকে বলে ছোট দিদি—"

মাধী চুপ করিল। তখন যোগেন্দ্রনাথের শরীর কাঁপিতেছে; তিনি চক্ষু বিস্তৃত করিয়া মাধীর কথার শেষ

অংশ শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া আছেন। মাধবী চুপ করিল দেখিয়া তিনি বলিলেন,—

"কি কি, লোকে কি বলে? বল, ভয় কি?"

"লোকে বলে ছোট দিদির স্বভাব ভাল নাই।"

কথা যোগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি প্রথমেই চমকিয়া উঠিলেন। সহসা সেই প্রকোষ্ঠে বজ্র পড়িলে, বা সহসা গলদেশে হলাহলধারী ভুজঙ্গম দেখিলেও যোগেন্দ্রনাথ তাদৃশ চমকিত হইতেন না। সেই শব্দ তাঁহার হৃৎপিণ্ড কাঁপাইয়া দিল। তাড়িত প্রবাহের ন্যায় সেই কথা তাঁহার সমস্ত শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিকম্পিত করিল—সংসার অন্ধকার দেখিলেন। বোধ হইল, যেন অনন্ত অন্ধকার-ময় শূন্যরাজ্যে তিনি রহিয়াছেন। বোধ হইল, তাঁহার দেহে শোণিত নাই, অস্থি নাই, মজ্জা নাই, চর্ম্ম নাই, কিছুই নাই; কিন্তু তিনি আছেন। তাহার পর সংজ্ঞা। সংজ্ঞার প্রথম চিহ্ন—যাতনা। সে যাতনা—তাহার তুলনা নাই। শত সহস্র বৃশ্চিক, শত সহস্র ভুজঙ্গম, এককালে দংশন করিলে, বা শত সহস্র শাণিত অসি সহসা শরীরে বিদ্ধ হইলে, সে যাতনার সমান হয় না। বহুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুমি যাও। আমার কথা হইয়াছে।"

মাধী চলিয়া গেল। কোঠার কথা বলিতে তাহার তখন সাহস হইল না। ভাবিল সময়ান্তরে সে প্রস্তাব করা যাইবে। কি মনে হইল, যোগেন্দ্র উঠিয়া আবার চীৎকার করিতে লাগিলেন,—

"মাধি মাধি!"

মাধী আবার আসিল।

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—

"তাহার দোষের প্রমাণ দেখাইতে পার?"

"তা বাবু-চেষ্টা করে দেখিলে বলা যায়। কেমন করিয়া বলি?"

"কে এই কুলটার হৃদয়বল্লভ জান?"

"কি জানি বাবু? লোকে বলে, হরগোবিন্দ বাবু, মাষ্টার মহাশয়।"

যোগেন্দ্র, বক্ষের উপর হস্ত, তাহার উপর আর এক হস্ত দিয়া উন্মাদের ন্যায় সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে অনেকক্ষণ ঘুরিলেন। মাধী সভয়ে দেখিল, তাঁহার লোচন-যুগল রক্তবর্ণ, পল্লব-শূন্য, তাঁহার মূর্ত্তি চিত্রিত পটের ন্যায়। ভাবিল কি সর্ব্বনাশ! বলিল,—

"আমি চলিলাম জামাই বাবু।"

যোগেন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার তখন কথা কহিবার শক্তি নাই, হৃদয়ে হৃদয় নাই। মাধী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। যোগেন্দ্র সেইরূপ ভাবেই রহিয়াছেন। সাধু আসিয়া একটী সেজ জ্বালিয়া দিয়া গেল। আলোক দর্শনে যোগেন্দ্রের মনে বাহ্য জগতের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইল। তখন তিনি গৃহ মধ্যস্থ পর্য্যঙ্কে অধোবদনে শয়ন করিলেন নিদ্রার জন্য নহে, আরামের জন্য নহে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত যদি হৃদয় একটুও শান্ত হয়, সেই প্রত্যাশায়। ভ্রান্ত! শান্তি আর তোমার নিকট আসিবে না। তুমি যে চক্রে নিবদ্ধ হইয়া আবর্ত্তিত হইতেছ, কে জানে, তাহা কোথায় গিয়া থামিবে। এ জগৎ সুখের স্থান নহে। ইহা পাপ, তাপ, দুষ্প্রবৃত্তি ও যাতনার আকর। কেন বৃথা শান্তির অন্বেষণ করিতেছ? এ জীবনে সে আশা করিও না। ভাঙ্গিতে সকলেই পারে, কিন্তু হায়! গঠন করা মানব-সাধ্যের অতীত! সুতরাং যোগেন্দ্র! যাহা গিয়াছে তাহা আর আসিবে না, তাহা আর হইবে না। তবে কেন ভাই, কষ্ট পাও? এ কথা কে বুঝে? যোগেন্দ্র সেইরূপ শয়ন করিয়া আছেন। সাধু আসিয়া জিজ্ঞাসিল,—

"রাত্রে কি আহার হইবে?"

উত্তর,—

"কিছুই না।"

ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইল। কলিকাতা নিস্তব্ধ, জীবনের চিহ্ন যেন নগরী হইতে বিদূরিত হইয়াছে। মৃত্যু আসিয়া যেন সমস্ত নগরীকে গ্রাস করিয়াছে বোধ হইতে লাগিল। দূরস্থিত কল সকলের বিকট শব্দ যেন সেই বোধের আরও সহায়তা করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। কি করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। সামান্য পরিবর্ত্তনেও হয়ত চিত্ত একটু স্থির হইবে ভাবিয়া, যোগেন্দ্র পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রকোষ্ঠে এক খানি টেবেল। সেই টেবেলের উপর একটী আলোক জ্বলিতেছে ও কতকগুলি পুস্তক বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠের চতুর্দিকে ভিত্তি-সমীপে চারিটী আলমারি। তাহার একটীতে কতকগুলি ঔষধ; একটীতে কতকগুলি চিকিৎসকের অস্ত্র ও যন্ত্র, একটা বাক্স প্রভৃতি এবং অপর দুইটা নানাবিধ পুস্তকে পরিপূর্ণ। টেবেলের এক দিকে এক খানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-ফলকের উপর একটী মানব কঙ্কাল দাঁড়াইয়া জগতের নশ্বরতার সাক্ষ্য দিতেছে, মৃত্যুর পরাক্রমকে উপহাস

করিতেছে এবং মানবের অবস্থাকে বিদ্রূপ করিতেছে। টেবেলের অপর তিন দিকে তিন খানি চেয়ার পড়িয়া আছে। যোগেন্দ্র একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্ত দিয়া মস্তকের চুলগুলা একবার আন্দোলন করিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বলিয়া উঠিলেন, 'ওঃ'। একে একে গৃহ মধ্যস্থ সমস্ত দ্রব্যের প্রতি চাহিতে লাগিলেন— যদি কোন দ্রব্য ক্ষণেকের নিমিত্তও তাঁহার নেত্রকে শান্তি দিতে পারে—তাঁহার মনকে ভুলাইতে পারে। কোথাও তাহা হইল না। অবশেষে তাঁহার চক্ষু সেই সংজ্ঞাশূন্য, চেতনাহীন, শূন্যগর্ভ মানব-কঙ্কালের প্রতি স্থির ভাবে চাহিল। তিনি তখন উন্মাদের ন্যায় বিকৃত স্বরে কহিলেন,—

"কঙ্কাল! এ জগতে তুমিই সুখী! তোমার অবস্থা এক্ষণে আমার প্রার্থনীয়। তোমার অভিজ্ঞতা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। তুমি জগতের কি না দেখিয়াছ? যে জগতে পাপ, তাপ, কপটতা বাস করে, সেই জগতে ভুগিয়া সে সকল পদ-দলিত করিতে শিখিয়াছ। বলিয়া দেও, হে দেব, হে প্রভো! বলিয়া দেও, আমি কি উপায়ে, কি কৌশলে, এই যাতনাসমুদ্র পার হইতে পারি?" তুমি যাহাকে তোমার আত্মার আত্মা জানিয়া ভাল বাসিয়াছ,

সে হয়তো ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে তোমার হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বল সর্ব্বজ্ঞ! তুমি কি উপায়ে সে যাতনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এ জগতে বাস করিয়াছিলে? অথবা হে ভাগ্যবন্! হয়তো তোমার সুপ্রসন্ন অদৃষ্টে এ যম-যন্ত্রণা দেখা দেয় নাই। তবে হে মহান্! বলিয়া দেও, কি করিলে এ সংসারে ঐ সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। বল বন্ধো! তুমি এ জগতে রমণীর অপেক্ষা কোন অধিকতর ঘৃণিত জীব দেখিয়াছিলে কি না? হে সর্ব্বদর্শিন্! জগতে নারী অপেক্ষা অধিকতর কালকূটময় পদার্থ দেখিয়াছিলে কি? রমণী-প্রেমের ন্যায় অসার—ক্ষণস্থায়ী আর কোন পদার্থ এ জগতে আছে কি? হে নির্ব্বাক! একবার—তোমার চরণে ধরি, একবার এই বিপন্ন মানবের ক্লেশ নিবারণার্থ দুই একটা উপদেশ দেও। বলিয়া দেও, মরণে কি সুখ? বল, মরিলে কি হয়? যদি কিছুই না বল, হে সুহৃদ্! আমাকে তোমার সহচর কর, আমাকে তোমার অবস্থায় লইয়া যাও। হে প্রেত! হে ভয়ানক! হে অবশেষ! আমি আজ তোমার অবস্থায় উপস্থিত হইয়া সংসারকে উপেক্ষা করিতে বাসনা করি, তোমার মত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া মানবহৃদয়ের

দুর্ব্বলতা ও কাতরতা দেখিয়া হাসিতে অভিলাষ করি, তোমার মত সম্পর্কশূন্য সামগ্রী হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে, অবিলিপ্ত অবস্থায় মানব মনের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিতান্ত সাধ করি। হে অতীত! আমাকে তোমার অবস্থায় যাইবার উপায় বলিয়া দেও, আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও।"

বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কঙ্কালসন্নিধানে গমন করিলেন। বলিলেন,—

"বল নির্দ্দয়! আমাকে তোমার সঙ্গী হইবার উপায় বল তোমার হস্ত ধারণ করিয়া অনুরোধ করি, আমাকে মরণের উপায় বলিয়া দেও।"

যোগেন্দ্র ব্যগ্রতার সহিত কঙ্কালের হস্ত ধারণ করিলেন, কঙ্কাল খট্ খট্ শব্দ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেই শব্দে যোগেন্দ্রের চৈতন্য হইল। তিনি হতাশ ভাবে পুনরায় আসিয়া চেয়ারে পড়িলেন।

সূর্য্যদেব ক্রমশঃ পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগে দেখা দিলেন। উষার সম্মোহন সমীরণ জগতকে নূতন জীবন দিতে আসিল। এমন সময় এক ব্যক্তি ব্যস্ততা সহ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সে ব্যক্তি সুরেশ।

যোগেন্দ্র ব্যস্ততা সহ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"ভাই! তোমার কথাই সত্য —স্ত্রীলোকই সকল সর্ব্বনাশের মূল।"

সুরেশ যোগেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"ওঃ!!!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের পুরস্কার

Out, out Hyaena! these are thy wonted arts,
And arts of every woman are false like thee,
To break all faith, all vows deceive, betray—,
—Samson and Agonistes.

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন করিয়া পনের দিবস অতীত হইল, বিনোদিনী সেই দুঃখের পাথারে ভাসিতেছেন। কমলিনী আসিয়াছেন, মাধী আসিয়াছে। তাহাদের কথায় সরল-হৃদয়া বিনোদিনীর হৃদয় একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যেরূপ অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া যোগেন্দ্রনাথের চরিত্রের কলঙ্ক প্রতিপন্ন করিয়াছে, কাহার সাধ্য আর তাহা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারে? যে বিনোদিনী যোগেন্দ্রনাথকে অপ্রাকৃত মানব বলিয়া জানেন, তিনিও এখন বুঝিয়াছেন যে

তাঁহার যোগেন্দ্র আর তাঁহার নাই। ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

অদ্য যোগেন্দ্র বাটী আসিয়াছেন। তাহাতে বিনোদের কি? তিনি ত এখন বিনোদের কেহ নহেন—তিনি এখন পরের ধন। যোগেন্দ্র বাটী আসিয়াছেন, কিন্তু পুর মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। পুরমধ্যে তাঁহার কে আছে? কাহাকে তিনি পুরমধ্যে দেখিতে যাইবেন? কেন বিনোদ? ওঃ—যোগেন্দ্রের সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে তাঁহার কোমল কুসুমে এখন ভুজগ বাস করিয়াছে—তাঁহার চন্দনতরু এখন বিষবৃক্ষ হইয়াছে। তবে কেন?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিনোদিনী মলিন বেশে ভূশয্যায় শুইয়া কাঁদিতেছেন। ভাবিতেছেন—জগতে কি বিচার নাই? কি দোষে—হে গুণধাম! কি দোষে আমার এত শাস্তি দিতেছ? কবে কোন্ দোষে এ অভাগিনী তোমার চরণে অপরাধিনী? অপরাধ যদি হইয়া থাকে—একবার আমায় মার্জ্জনা কর—একবার আমায় বলিয়া দেও, আমি সাবধান হই। আমি জানি হৃদয়েশ! তোমার ন্যায় ন্যায়বান ব্যক্তি এ জগতে আর নাই। কিন্তু নাথ! আমার পোড়াকপালের দোষে তোমার সে অতুল ন্যায়পরতা এখন কোথায় গেল?

আমি বেশ জানি যে, এ দাসী তোমার চরণ-ধূলিরও যোগ্য নহে। তোমার মনোরঞ্জন করা কি এ মন্দভাগিনীর সাধ্য? তুমি এই ক্ষুদ্র সেবিকাকে পরিত্যাগ করিয়াছ—ভালই করিয়াছ। যদিও তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া বাচা আমার সম্ভব হয়, কিন্তু তোমাকে কলঙ্কিত দেখিয়া আমি কোন্ প্রাণে বাঁচিব? তোমার কথা লোকে হাসিতে হাসিতে আন্দোলন করিবে, তাহা কেমন করিয়া সহিব? তুমি যোগেন্দ্রনাথ, তুমি আমার হৃদয়-রত্ন, তুমি স্বর্গের দেবতা, তুমি সততার আদর্শ, সেই তুমি আজ পতিত, ভ্রষ্ট, সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ইন্দ্রিয়াসক্ত। তোমার এই কলঙ্ক—হে হৃদয়নাথ! তোমার এই ভয়ানক অধঃপতন দেখিয়াও কি অভাগিনীর বাঁচিতে হইবে?"

তখন সেই পতিগত-প্রাণা, বিশুদ্ধ-হৃদয়া বিনোদিনী মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিয়া বলিল,—

"আমার নামও ত তোমার হৃদয়ে আর নাই, কিন্তু তুমিত আমার হৃদয়ের দেবতা। তুমি আমার মুখ না দেখ না দেখিবে, কিন্তু তুমি একবার বাটীর ভিতরে আইস, আমি অন্তরাল হইতে তোমার হৃদয়হারী মুখ খানি একবার দেখি।"

বিনোদিনী যখন ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়া এইরূপ

রোদন করিতে করিতে অশ্রুধারায় ধরণী সিক্ত করিতেছেন, সেই সময়ে সেই প্রকোষ্ঠে হরগোবিন্দ বাবু প্রবেশ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। হরগোবিন্দ বাবু আসিয়া বলিলেন,

"বাছা! এত কাঁদিলে কি হইবে?"

বিনোদিনী ব্যস্ততা সহ উঠিয়া বলিলেন,

"কি করিলেন?"

"এখনও কিছু হয় নাই।"

তখন বিনোদিনী বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন,—

"তবে আমার কাঁদা ভিন্ন কি গতি?"

"বাছা! কাঁদিলেই তো ফল হয় না। কাঁদিবার সময় আছে—এখন পরামর্শের প্রয়োজন।"

"আমি আপনাকে কি পরামর্শ দিব?"

"আর কাহার নিকট, তবে এ গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া পরামর্শ চাহিব? তুমিই পরামর্শ দিবে। আমি যোগেন্দ্র আসার খানিক পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি শরীর খারাপ ওজর করিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন না! যোগেন্দ্র শরীর খারাপ বলিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন না, ইহাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি! আমার বোধ হয়, যোগেন্দ্র সংসারের

উপর কিছু বিরক্ত হইয়াছেন, সেই জন্যই হয়তো যাহারা পরম আত্মীয় তাহাদিগেরও সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন না।"

"তবে এখন কি করিবেন?"

"কল্য যেমন করিয়া হউক যোগেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিব।",

"তাহার পর।"

"তাহার পর তাহাকে কাণ ধরিয়া তোমার নিকট আনিয়া দিব। যোগেন্দ্র কখন মন্দ হইতে পারে না। আমি দেখিলেও তাহা বিশ্বাস করি না। তাহার মনের মধ্যে নিশ্চয় একটা গোল হইয়াছে। সেটা আমি, তাহার সহিত একটা কথা কহিলেই বুঝিতে পারিব এবং তখনই সব কলহ মিটাইয়া দিব।"

আশা আনন্দ ও যন্ত্রণা সম্মিলিত হইয়া বিনোদিনার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব করিল।

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মাষ্টার মহাশয়ের পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিলেন,—

সে আপনার গুণ। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে আপনি আমাকে আবার জীবন দিবেন। আপনি আমায় রক্ষা করুন। এ কষ্ট আমি আর সহিতে পারি না।"

হরগোবিন্দ বাবু বিনোদিনীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন,—

"মা! এত কাতর হইও না। এ সংসারে আমার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই। তুমি আমার সন্তানের অপেক্ষাও অধিক। বাছা! তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমি বড়ই কষ্ট পাই। শান্ত হও! ভয় কি মা,?"

এই বলিয়া হরগোবিন্দ বাবু বিনোদিনীর বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহার নেত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতে লাগিলেন।

যখন গৃহাভ্যন্তরে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন একটী মনুষ্য বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সাসির মধ্য দিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। তিনি গৃহাভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের কার্য্য সমস্তই দেখিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কথোপকথনের এক বর্ণও শুনিতে পাইতেছিলেন না। সেই ব্যক্তি যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র দন্তে দন্তে নিপীড়ন করিতে করিতে ভাবিলেন,—

"আর কেন? যথেষ্ট!"

হরগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—

"এখন তবে আসি মা? কালি প্রাতে আমি তোমায় সুসংবাদ আনিয়া দিব।"

হরগোবিন্দ প্রস্থান করিলেন। বিনোদিনী ধীরে

ধীরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বিনোদ যখন সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন দূর হইতে দেখিলেন, যোগেন্দ্র আসিতেছেন। আহ্লাদে হৃদয় উৎফুল্ল হইল। ভাবিলেন, "একবার উহার চরণ ধরিয়া কাঁদিব।" এই ভাবিয়া বিনোদ সিঁড়ির রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যোগেন্দ্র নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, বিনোদিনী। তাঁহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয় বিচলিত হইল এবং বদনে দারুণ ক্রোধের চিহ্ন প্রকটিত হইল। বিনোদ তখন আহ্লাদে, শোকে, আশায় এবং নৈরাশ্যে অবসন্না। তিনি সংজ্ঞাহীনার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে "হৃদয়েশ" বলিয়া যোগেন্দ্রের পাদমূলে পড়িয়া গেলেন।

তখন যোগেন্দ্র

"যাও—দূর হও—! তুমি আমার কেহ নও—আমিও তোমার কেহ নহি!"

বলিয়া সজোরে বিনোদিনীকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন। যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন বিনোদিনী কপালে কর বিন্যাস করিয়া কহিলেন,—

"এখন মরণের উপায় কি?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাহস।

"Hence vain deluding joys,
The brood of folly without father bred,
How little you bested,
Or fill the fixed mind with all your toys;
Dwell in some idle brain
And fancies fond with gaudy shapes possess
As thick and numberless
As the gay motes that people the sun beams
Or likest hovering dreams,
The fickle pensioners of Morpheus' train."

— Il Penseroso.

রাত্রি ১টা বাজিয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ শয়ন করেন নাই—নিদ্রার ইচ্ছাও হয় নাই, গৃহ মধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। সেই গৃহ মধ্যে একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে;—সেই আলোক যোগেন্দ্রের ছায়া একবার গৃহের পূর্ব্ব ভিত্তিতে আর একবার পশ্চিম

ভিত্তিতে অঙ্কিত করিতেছে। তাঁহার চিত্তের অবস্থা ভয়ানক, সংকল্প-শূন্য, উন্মাদের ন্যায় অব্যবস্থিত! যখন মন উত্তাল ভাবসাগরে ভাসিতে থাকে, তখন কি স্থির সংকল্পের উপকূল প্রাপ্ত হওয়া যায়? সে একটু শান্তি সাপেক্ষ।" এখন সে শান্তি কোথায়? রাত্রিতে যোগেন্দ্র আহার করেন নাই। বারণ করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাকে কেহ কোন কথা না বলে, বা কেহই তাঁহার সহিত দেখা করিতে না আইসে। তাঁহার ভয়ে কেহই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করে নাই।

অন্তঃপুর মধ্যে একটি ক্ষুদ্রকায়া কামিনী একটি গৃহ মধ্যে বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। সে কামিনী বিনোদিনী। সেই গৃহে একটি ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। সেই আলোক-সম্মুখে মর্ম্মপীড়িতা সরল-স্বভাবা বিনোদিনী বসিয়া বস্ত্র মধ্যে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে একজন ঝি ঘুমাইতেছে। বিনোদ ভাবিতে-ছেন,—"আর কি জন্য এ প্রাণ? যাহার জন্য আমি, তিনি যদি আর আমাকে না চাহেন, তবে আমাতে প্রয়োজন ? হে দীনবন্ধো এই ক্ষুদ্র রমণীকে কেন এই অতুল প্রেমা-র্ণবে ডুবাইয়াছিলে? এত রত্ন প্রবাল আমি দেখিলাম কিন্তু কিছুই লইতে পারিলাম না তো। হে প্রভো! কেন

আমাকে এই অতুল ভাণ্ডার দেখাইলে? যদি দেখাইলে কেন আমাকে তাহা ভোগ করিতে দিলে না? কেন আমাকে সেখানে থাকিতে দিলে না—কেন আমাকে তখনই দূর হইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলে—কেন দয়াময়! আমাকে এ লোভে মজাইলে—কেন আমার হৃদয়ে এ অগ্নি জ্বালিলে? যদি জানিতে যে আমাকে ইহা ভোগ করিতে দিবে না—আমাকে এখানে থাকিতে দিবে না,—তবে কেন আমাকে ইহা দেখাইলে? আমি ক্ষণেক মাত্র—অনাথনাথ! এই রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি, এখনও তাহার উজ্জ্বল জ্যোতিতে আমার নয়ন মন অস্থির রহিয়াছে—আমি এখনও তাহার প্রতি ভাল করিয়া চাহিতে পারি নাই, ইহার মধ্যে হে জগদীশ! কেন তাহা আমার কণ্ঠ হইতে কাড়িয়া লইতেছ?”

তখন বিনোদিনী আবার কাঁদিতে লাগিলেন। আবার বস্ত্রে বদন আবৃত করিলেন। বহুক্ষণ পরে আবার ভাবিলেন,—

“দয়াময়! যাহা ভাল বুঝিলে তাহা তো করিলে, এক্ষণে এই কর, কালি যেন আমি নির্ব্বিঘ্নে এ পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিতে পারি—কালি যেন এ অভাগিনীর মুখ লোকে না দেখে।”

বিনোদিনী আবার ভাবিতে লাগিলেন,—

"মরিবই তো স্থির, কিন্তু আর একবার—মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইব না—তাঁহার কথা শুনিতে পাইব না ?"

কিয়ৎকাল পরে বিনোদিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন,—

"গুণো !—গুণো !"

গুণো তখন অকাতরে ঘুমাইতেছিল—উত্তর পাওয়া গেল না। তাহার পরে বিনোদিনী ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট আসিয়া ধীরে ধীরে দ্বার খুলিলেন। ক্ষণেক বিহ্বলার ন্যায় দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর স্থির করিলেন,—

"ভয় কেন ? তিনিতো আমায় দেখিতে পাইবেন না, তাঁহাকে আমি দেখিব বইত না—তবে ভয় কি ?"

ধীরে ধীরে বিনোদিনী গৃহের বাহিরে আসিলেন। একটা, দুইটা, তিনটা করিয়া গৃহ পার হইয়া ক্রমে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। যে গৃহে যোগেন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার আলোক বাতায়ন ভেদ করিয়া বিনোদিনীর নেত্রে আসিয়া লাগিল ! তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক গমনের শক্তি তিরোহিত হইয়া গেল। দুঃখিনী

বিনোদিনী তখন সেই ধূলিময় প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন ভাবিলেন, "হৃদয়েশ! সেই তুমি, সেই আমি, কিন্তু আজি আমরা পর হইতেও পর। যে তোমার নাম শুনিলে নাচিয়া উঠিত, আজি সে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভয়ে অবসন্ন হইতেছে। ভয় কি অপমানের জন্য—ভয় কি অনাদরের জন্য? তাহা নহে নাথ! তোমার নিকট আমার মান নাই, অপমান নাই, অনাদর নাই—তোমার সন্তোষই আমার জীবনের ব্রত। ভয়—পাছে তুমি আমাকে দেখিতে পাও, দেখিলে তোমার সন্তোষ জন্মিবে না তো! আমি তো আর তোমার সে আনন্দ প্রদীপ নহি। আমি এক্ষণে তোমার ক্লেশের কারণ। সেই জন্যইতো প্রাণনাথ! সঙ্কল্প করিয়াছি, এজীবন রাখিব না। আমার জীবনের ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে, আর কেন?"

আবার বিনোদিনী দাঁড়াইলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন। ক্রমে বারন্দায় উঠিলেন। আর এক পদ বাড়াইলে, বাতায়ন দিয়া যোগেন্দ্রকে দেখা যায়। ভাবিলেন,—

"যাহাকে হৃদয়ের উপর রাখিয়াও পলকে পলকে হারাইতাম, আজি তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধ? তাঁহাকে আজি চোরের ন্যায় দেখিতে আসিতেছি।"

সাহসে ভর করিয়া বিনোদিনী আর এক পদ বাড়াইলেন। বাতায়নের ফাঁক দিয়া গৃহ মধ্যে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, সেই হৃদয়হারী মূর্ত্তি—সেই যোগেন্দ্র। তখন বিনোদিনীর সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি সেই বাতায়ন ধরিয়া সেই খানে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া থাকাও অসম্ভব হইল—বিনোদিনী সেই ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। বহুক্ষণ পরে মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত স্থির হইলে, মনে মনে বলিলেন,—

"এই দেখাই শেষ। আর তোমার সহিত ইহজন্মে সাক্ষাৎ হইবে না। মরণ এক্ষণে আমার পক্ষে দুঃখের বিষয় নহে। তবে দুঃখ এই হৃদয়নাথ! এ অন্তিমে তোমার সহিত একটা কথা কহিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারিলাম না! তাহা তো হইবে না; যাহাতে তুমি অসুখী হও তাহা তো করিব না। প্রাণেশ্বর! তোমার চরণে যেন জন্মজন্মান্তরে স্থান পাই।"

আবার বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার সেই বাতায়ন দিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন; আবার দেখিলেন সেই যোগেন্দ্র—তাঁহার সেই যোগেন্দ্র! মনে ভাবিলেন,—

"ভগবান্ এ অতুলনীয় রত্ন তোমরই সৃষ্ট! কে বলিবে

তুমি নির্দ্দয় ? এক দিনও তো এই রত্ন আমার ছিল, ইহাই কি সামান্য সৌভাগ্য ! ইচ্ছাময় ! এ জীবনে দুঃখিনীর সমস্ত সাধই তো ফুরাইল। যেন জন্মজন্মান্তরে ঐ চরণে আমার স্থান হয়। অগতির গতি ! তোমার চরণে মন্দভাগিনীর এই শেষ প্রার্থনা।"

এই সময়ে একবার যোগেন্দ্রনাথ চিত্তের অস্থিরতা হেতু শান্তির অন্বেষণে বাহিরের বারান্দায় আসিলেন। বিনোদিনী যে স্থানে দাড়াইয়া আছেন, বারান্দার প্রান্ত ভাগে আসিলে সে স্থান দেখা যায়। একবার বিনোদিনী ভাবিলেন, "একবার—এই অন্তিমে একবার—চরণে পড়ি, একটা কথা কহি।" আবার ভাবিলেন, "ও হৃদয়ে তো আমার নামও নাই. তবে কেন উহাঁকে ত্যক্ত করিব ? উনি ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি; আমাকে দেখিলে উহাঁর কেবল কষ্ট ! এ জীবনে উহাঁকে কষ্ট দিব না।" আবার ভাবিলেন, "যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ কেন এই খানেই বসিয়া থাকি না; এ সুখ ছাড়ি কেন ?" আবার ভাবিলেন, "যদি উনি এ দিকে আইসেন তবে তো আমাকে দেখিতে পাই-বেন ! না—লোভ ত্যাগ করাই ভাল।"

তখন বিনোদিনী করজোড়ে উর্দ্ধনেত্রে মনে মনে কহিলেন,—

"হে অনাথনাথ! হে ইচ্ছাময়! আমার জীবলীলা তো সাঙ্গ হইতে চলিল; আমার সুখ দুঃখ তো অচিরে ফুরাইবে। কিন্তু দয়াময়! ঐ ব্যক্তি, দুঃখিনীর ঐ সর্ব্বস্বধন, অভাগিনীর ঐ জীবন সর্ব্বস্ব, উহাঁর চরণে যেন কুশাঙ্কুরও না বিধে; উহাঁকে যেন একবারও দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিতে হয়, উহাঁর সুখ যেন অব্যাহত থাকে। যে দুঃখিনী এখনই তোমার শান্তিময় চরণে আশ্রয় লইবে তাহার প্রার্থনা, হে জগদীশ! অবহেলা করিও না।"

তাহার পর যোগেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিলেন—

"হৃদয়েশ! সুখে থাক; কখন এ অভাগীর নাম মনে করিয়া অনুতাপ করিও না। আমি নিজ কর্ম্মোচিত ফল ভোগ করিতেছি, তাহাতে তোমার দোষ কি? জন্ম জন্মান্তরে চরণে স্থান দিও।"

এই সময়ে যোগেন্দ্রনাথ আবার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে আবার দেখিয়া বিনোদিনী মনে করিলেন,—

ভ্রান্ত মন! ও মূর্ত্তি দেখিয়া কি দেখার সাধ মিটাইতে পারবি? তবে কেন? আর না।"

তখন অবিরল অশ্রু-জলের স্রোতে বিনোদিনীর বক্ষ

ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি পাগলিনীর ন্যায় বেগে সেদিক হইতে ফিরিলেন এবং পাগলিনীর ন্যায় অস্থিরতা সহ চলিতে লাগিলেন। আবার সেই প্রাঙ্গণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন আবার ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, সেই পথ দিয়া সেই আলোক! তখন বিনোদিনী ধৈর্য্য হারাইয়া, মর্ম্ম-বিদারক স্বরে বলিলেন,—

ভগবন্!"

কথাটা যোগেন্দ্রের কানে গেল। তাহা যে চির-পরিচিত বিনোদের কণ্ঠস্বর তাহা তিনি বুঝিলেন। কি ভাবিয়া সেই দিকের জানলার নিকটস্থ হইলেন, কিন্তু তখন বিনোদিনী প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং যোগেন্দ্র কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন,সকলই তাঁহার অস্থির মনের উদ্ভাবনা। তিনি সে দিক্ হইতে ফিরিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাখ্যান।

'My love how couldst thou hope'

Samson and Agonistes

যোগেন্দ্রনাথ অস্থির! কি করিবেন—কি করিলে এ গুরু যাতনার উপশম হইবে, কি করিলে এ অসীম চিত্তবেগ শান্ত হয়, কি উপায়ে এ দারুণ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ হয়, তাহা তাঁহাকে কে বলিয়া দিবে? কে এমন চিকিৎসক আছে, যে এই সকল দুদ্দমনীয় ব্যাধির ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারে? আমরা জানি মৃত্যুই এ প্রকার ব্যাধির এক মাত্র চিকিৎসক। যোগেন্দ্র এ যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত কি উপায় স্থির করিতেছেন তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে চিতার অনল ভিন্ন অন্য কোথাও ইহার প্রকৃত শান্তি নাই। যে প্রতারণা সাগরে তিনি ডুবিয়াছেন

তাহা হইতে তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই; প্রকৃত ঘটনার আলোকে হৃদয়স্থ অবিশ্বাস-অন্ধকার দূর হইবার আর সম্ভাবনা নাই; যে উচ্চে তিনি উঠিয়াছেন তাহা হইতে আর তাঁহার নামিবার শক্তি নাই—সুতরাং যতক্ষণ তাহার দেহে শোণিত-প্রবাহ থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহার যন্ত্রণার সীমা নাই। তুমি, মৃত্যু ভিন্ন এরূপ দুর্ভাগা ব্যক্তিকে আর কি সৎপরামর্শ দিতে পার? দুইটী "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" রমণী, স্বার্থ সিদ্ধির বাসনায়, তাঁহার শরীরের প্রত্যেক স্থানে সুকৌশলে ও অলক্ষিত ভাবে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে; তাঁহার জীবনকে গরলধারী ভুজঙ্গ অপেক্ষাও ভয়ানক বলিয়া প্রমাণ করাইয়াছে; তাঁহার আনন্দময়ী প্রকৃতি, শান্তিময় স্বভাব ও প্রেমময় জীবন সকলই ক্রোধ, অবিশ্বাস ও ঘৃণার মাদকতায় বিকৃত করিয়াছে; তাঁহার হাস্যময় বদনে শোকের গুরুভার চাপাইয়াছে; তাঁহার প্রফুল্ল ললাটক্ষেত্রে চিন্তার অঙ্কপাত করাইয়াছে, তাঁহার প্রশান্ত নয়ন শোণিত-লিপ্সু জীবের ন্যায় উগ্র করিয়া তুলিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি, তাহার চির সহায় জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে দুষ্ট বুদ্ধির অধীন করিয়াছে। তবে তাঁহার আছে কি? কি সুখে তাঁহার জীবন? তুমি আমাকে

নিষ্ঠুর বলিলেও, আমি বলিব, যোগেন্দ্রনাথের এ ভারভূত জীবন বহন করা অপেক্ষা মরণ অবশ্য শ্রেয়ঃ। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ হয় তো তাহা ভাবিতেছেন না। তিনি হয় তো ভাবিতেছেন অগ্রে বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড—পরে মরণ।

রাত্রি ৩টা বাজিয়া গিয়াছে, বসুন্ধরা নিস্তব্ধ; নিদ্রার শক্তি প্রভাবে বাহ্য ও অন্তর্জগৎ স্থির। কিন্তু যোগেন্দ্রের পক্ষে অন্যরূপ! তিনি এখনও জাগরিত। যোগেন্দ্র সেই গৃহ মধ্যস্থ শয্যায় পড়িয়া আছেন। শয্যার শরণাপন্ন হইয়াছেন—নিদ্রার আশায় নহে; যদি ক্ষণেকও চিত্তের শান্তি হয়! কোথায় শান্তি? শান্তি তাহার নিকট আসিল না। যোগেন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং পার্শ্বস্থ আলমারি খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে, একখানি ছোরা বাহির করিলেন। যে টেবিলে আলোক জ্বলিতেছিল, তাহার পার্শ্বে এক খানি চেয়ার পড়িয়াছিল, সেই চেয়ারে সেই ছোরা হস্তে উপবেশন করিলেন। ব্যস্ততা সহ আবরণ মধ্য হইতে ছোরা বাহির করিলেন। উজ্জ্বল আলোকের আভা লাগিয়া মার্জ্জিত লৌহ-খণ্ড ঝলসিতে লাগিল; তখন যোগেন্দ্র একবার তাহার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হস্ত দ্বারা

পরীক্ষা করিলেন। তখনই আবার টেবিলের উপর ছোরা ফেলিয়া হস্তের উপর হস্ত; তদুপরি মস্তক রাখিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুইবার, চারিবার সেই গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিলেন। আবার আসিয়া সেই ছোরা হস্তে লইলেন আবার তাহার উজ্জ্বলতা ও তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিলেন। আবার চেয়ারে বসিলেন। তাহার পর দুই হস্ত দিয়া মস্তকের কেশগুলা আন্দোলন করিলেন। তাহার পর—তাহার পর সেই তীক্ষ্ণধার ছোরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন। এমন সময় তাহার পশ্চাদ্দিকস্থ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া বেগে এক সুন্দরী আসিয়া যোগেন্দ্রের উভয় হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"একি! একি! যোগেন্দ্র! একি?"

সুন্দরী কম্পান্বিতা। তাহার নেত্র দিয়া টস্ টস করিয়া জল ঝরিতেছে। যোগেন্দ্র সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন,—কমলিনী।

যোগেন্দ্র কি জন্য ছোরা বাহির করিয়া ছিলেন এবং কেন তাহা বক্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যদিও আমরা ঠিক করিয়া বলিতে না পারি, তথাপি ইহা

আমরা বেশ জানি, তাঁহার মনে আত্মহত্যার ইচ্ছা নাই। এখন প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী। যোগেন্দ্র কমলিনীকে দেখিয়া স্থির করিলেন তাঁহার হৃদয়ের বেগ এখন যে দিকে যাইতেছে তাহা যদি কমলিনীকে জানিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো বাসনা সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে। তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"এ রাত্রে তুমি কোথা হইতে?"

যোগেন্দ্র হাসিলেন? কি ভয়ানক! যে ব্যক্তির অবস্থা ও যাতনার পরিমাণ আলোচনা করিয়া আমরা তাহার নিমিত্ত মৃত্যুর ব্যবস্থা করিতেছিলাম, সে আবার তখনই হাসিয়া কথা কহিতেছে? হাসি কান্নার কারণ বুঝি সকলের পক্ষে সমান না হইবে। অথবা হয়তো যোগেন্দ্র তাহার ক্লেশ রাশির মধ্য হইতে এমন কোন সূক্ষ্ম রহস্য স্থির করিয়াছেন, যাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধারণা করিতে অসমর্থ। যাহা হউক তিনি মধুর হাসির সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—

"এত রাত্রে তুমি কোথা হইতে?"

কমল ভাবিলেন "সাধিলেই সিদ্ধি" এ কথা কখনই মিথ্যা নহে। যোগেন্দ্র যখন দারুণ মনস্তাপে পুড়িতে-

ছেন এবং আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছেন, তখনই যে আমাকে দেখিয়া ক্ষণেকের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব সকল ভুলিয়া গেলেন, ইহাতে নিশ্চয়ই প্রেমের লক্ষণ। আবার ইহার উপর হাসি? এতদিনে এতদিনে ভগবান বুঝি আমার প্রতি সদয় হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, যখন স্রোত আপনিই ফিরিতেছে, তখন আর একটু জোর হাওয়া হইলে নৌকা শীঘ্রই ঘাটে আসিবে। অতএব আমি আর একটু চাপাইয়া চলি। যোগেন্দ্রের বদনে একবার তীক্ষ্ণ, বিলাসময়ী দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—

যোগিন্! তুমি ত বালক নহ, তোমায় এ কি ব্যবহার? একটা বালিকা—একটা তুচ্ছ বালিকার জন্য তুমি আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছ?"

যোগেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—

"সে কথায় কাজ নাই। আমি একটা তুচ্ছ বালিকার জন্য কাতর তোমায় কে বলিল? রাধাকৃষ্ণ! কেন? আমার আরও অনেক সুখ, অনেক আশা আছে। আমি কেন আত্মহত্যা করিব?

কর্ম্মলিনী বলিলেন,—

"তবে তুমি ছোরা লইয়া কি করিতেছিলে?"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"ছোরাখানা লইয়া দেখিতেছিলাম। যদি আমার মারিবার বাসনা থাকিত, তাহা হইলে অনেকক্ষণ পূর্ব্বে মারিতে পারিতাম, সে বাসনা আমার নাই। ছোরার কথা বলিতেছ? ছোরা এই লও—ছোরা ফেলিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র ছোরা লইয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন কমলিনী বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! বিনার কথা আমি সব শুনিয়াছি। যাহা কেহ কখনও ভাবিতে পারে না, সে তাহা করিয়াছে। তুমি সব জানিয়াছ বলিয়াই আমি এখন তোমার নিকট এ কথা উপস্থিত করিতেছি। কিন্তু যোগেন্দ্র, তুমি সে ব্যাপার মনে করিয়া আপনার জীবনকে যাতনায় ডুবাইও না। তোমার এই নবীন বয়স, তোমার এই ভুবনমোহন রূপ, তোমার এই দেবদুর্ল্লভ গুণ, তোমার এই সকল ব্যবহার, ইহাতে তোমার নিকট জগৎ বশ। তুমি মনে করিলে কত রমণী তোমার চরণে বিক্রীত হইবে।"

কথা সাঙ্গ করিয়াই কমলিনী স্বীয় উজ্জ্বল আরক্ত লোচনদ্বয় হইতে কতকটা উল্লাসকারী সুধা যোগেন্দ্রের

নেত্রপথ দিয়া তাঁহার হৃদয়-ভাণ্ডারে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সে সুধা সেবনে যোগেন্দ্রের হৃদয়ে সন্তোষ জন্মিল কি না আমরা বলিতে অক্ষম। যোগেন্দ্র কমলিনীর কথার কোন বাচনিক উত্তর দিলেন না। কেবল কমলিনীর নয়নে নয়ন মিশাইয়া একটু হাসিলেন। সে হাসি হইতে কমলিনী আরও আশা পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, যোগেন্দ্র গলিতেছেন। আবার সেই আবেশময় দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! এ সংসার সুখের জন্য। শত সহস্র দুঃখ উপস্থিত হইলেও কাতর হইবার প্রয়োজন নাই। যাহাতে দুঃখ আছে, তাহা হইতে দূরে সরিয়া, যাহাতে সুখ আছে তাহার নিকট যাও।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,

"তাহা আর বলিতে? আমি তোমার হস্তে আমার সুখ দুঃখ সমস্ত সমর্পণ করিলাম। তুমি আমাক যে পথে চলিতে বলিবে আমি সেই পথে চলিব।"

হাসির সহিত মিশাইয়া যোগেন্দ্র ঐ কয়েকটা কথা বলিলেন। সেই হাসির সহিত ঐ কথা কমলিনীর হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন বাসনা তো সিদ্ধ—যোগেন্দ্র তো আমারই। বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! কেহ যদি কাহাকে ভাল বাসে, কিন্তু সে তাহাকে ভাল বাসে কি 'না জানিতে না পারে, অথবা সমাজের দায়ে মনের আগুণ মনেই চাপিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহার যে কষ্ট তাহা তুমি অনুমান করিতে পার কি?'

যোগেন্দ্র ভাবিলেন, কমলিনীকে যে ইদানীং কেমন কেমন মত দেখিতে পাই, এইরূপ কোন ঘটনাই তাহার কারণ হওয়া সম্ভব! যাহা এত দিন কমলিনী বলিতে সাহস করেন নাই, আজি দেখিতেছি তাহাই বলিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। ভালই হইতেছে। দেখি, যদি এই অসময়েও আমার দ্বারা তাঁহার কোন উপকার হয়। বলিলেন,—

"ভালবাসা অনেক রকম। কমলিনি! ভালবাসা বলিলেই ভালবাসা হয় না। যে ভালবাসায় নরককে স্বর্গ করে, পাপকে পুণ্য করে, নির্ধনকে ধনী করে, শোককে সুখ করে, যে ভালবাসায় নিজের জ্ঞান যায়, বুদ্ধি যায়, বিবেচনা-শক্তি যায়, সেইরূপ ভালবাসাই ভালবাসা। তুমি যে ভালবাসার কথা বলিতেছ, সে কেমন ভালবাসা?"

কমলিনীর চক্ষু উজ্জ্বল হইল। তিনি বলিলেন,—

এ ভালবাসা—তোমারে কি বলিয়া বুঝাইব? এ

ভালবাসা কেমন? জগতে তেমন ভালবাসা কোথাও নাই, তবে কিসের সঙ্গে তুলনা দিয়া বুঝাইব?”

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

“হইতে পারে, সে ভালবাসা অত্যন্ত উচ্চ দরের। কিন্তু সেইরূপ দৃঢ়তা উভয় পক্ষেই আছে কি?”

কমলিনী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহ কহিলেন,—

“সেই তো দুঃখ। তাহাই জানিতে পারা যায় না, এই তো যন্ত্রণা!”

সুন্দরী দারুণ উৎকণ্ঠিত ভাবে মস্তক অবনত করিলেন। যোগেন্দ্র বুঝিলেন, দারুণ অবক্তব্য প্রণয়ে পড়িয়া কমলিনী যার পর নাই কষ্ট পাইতেছেন। একটু আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—

“হইতে পারে অপর পক্ষেও সমান ভালবাসা আছে; কিন্তু সেও হয়তো সমাজের দায়ে বলিতে পারে না,—”

কমলিনী উৎসাহের সহিত বলিলেন,—

“তাহা হইতে পারে কি যোগেন্দ্র? তাহা হইতে পারে কি? তাহা হইলে যোগেন্দ্র, তাহার তখন কি কর্ত্তব্য?”

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

“তাহার তখন প্রেমাস্পদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখা

কর্ত্তব্য। সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক সে ভদ্রলোক কি না।”

কমলিনী বলিলেন,—

“সে ভদ্রলোক, সে দেবতা, সে মানুষ নয়।”

তখন যোগেন্দ্র চেয়ার হইতে উঠিয়া দাড়াইলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। পরে কমলিনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—

“তাহা হইলে তাঁহাকে এ কথা জানান মন্দ নয়।”

আবার যোগেন্দ্র বেড়াইতে লাগিলেন। কমলিনী বহুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর বেগে যোগেন্দ্রের চরণে পড়িয়া কহিলেন,—

“যোগেন্দ্র! যোগেন্দ্র! সে প্রণয়াস্পদ তুমি। তুমিই সেই প্রণয়াস্পদ। আমি তোমার জন্য”—আর কথা কমলিনী বলিতে পারিলেন না।

তখন সেই মন্দভাগিনী, সর্ব্বনাশসাধিনী, প্রেমাভিভূতা, রূপের লতিকা কমলিনী যোগেন্দ্রের চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাহার কথা শুনিয়া যোগেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। সহসা দারুণ ভূমিকম্পে সেই গৃহ যদি বিচূর্ণ হইয়া যাইত, তাহা হইলেও তিনি তাদৃশ চমকিত হইতেন না। ভিত্তির উপর হস্ত স্থাপন করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা একবার আলো

চনা করিলেন। কমলিনীর নেত্র নিঃসৃত তপ্ত অশ্রুবারি তখন তাঁহার চরণ সিক্ত করিতেছিল। তিনি তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"কমলিনি, যাও! তুমি অপাত্রে প্রণয় স্থাপন করিয়াছ। তোমার আশা কখনই সফল হইবে না। হৃদয়কে শান্ত করিতে অভ্যাস কর। আমার চরণ ছাড়িয়া দাও।"

কমলিনী চরণ ছাড়িয়া দিলেন না। তখন যোগেন্দ্র কমলিনীর হস্ত হইতে স্বীয় চরণ ছাড়াইবার প্রযত্ন করিলেন। কিন্তু কি ভয়ানক—দেখিলেন, কমলিনীর চৈতন্য নাই! তখন তিনি কষ্টে তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, একবার ভাবিলেন, উঁহার ঐ মূর্চ্ছাই যদি চিরস্থায়ী হয় তাহা হইলেই ভাল হয়। আবার ভাবিলেন, তাহা কেন? এ জীবনে উঁহার আরও কতই বাসনা থাকিতে পারে তখন জল শেচনাশয়ে কমলিনীর নিকটস্থ হইলেন, দেখিলেন আপনিই কমলিনীর চৈতন্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অমনি তিনি সরিয়া আসিয়া সেই গৃহের অপর সীমায় যে এক খানি কৌচ ছিল, তাহার উপর বসিয়া পড়িলেন। কমলিনীর চৈতন্য হইল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে সে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে গমন করিলেন।

বাহিরে আর একটী স্ত্রীলোক তাহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল। সে মাধী। কমলিনী মাধীর নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"মাধি! আশা তো ফুরাইল। আর বাঁচিয়া কি ফল?" মাধী বলিল,—

"ভয় কি দিদি ঠাকুরাণি—আশা কি ফুরায়? মাধী যতক্ষণ আছে, আশাও ততক্ষণ আছে।"

"আর কি উপায়?"

"উপায় আছে, এই বার শেষ উপায়। সে কথা তোমায় কালই বলিব।"

মাধী কমলিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চৈতন্য।

"Be frustrate all ye stratagems of Hell,
And devilish machinations come to nought!"
Paradise Regained.

প্রত্যূষে যোগেন্দ্র ভবন সংলগ্ন রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা ছিল না। চক্ষু রক্ত বর্ণ, উন্মত্তের ন্যায় স্থির, শরীর বলহীন ও কৃশ; বদন কালিমা-যুক্ত। তিনি চিন্তা করিতেছেন—ভয়ানক! "হরগোবিন্দকে খুন করিব।" আবার ভাবিতেছেন, "হরগোবিন্দকে কেন? বিনা বিশ্বাসঘাতিনী, তাহাকেই নিপাত করিব।" আবার ভাবিতেছেন, "মানব-শোণিতে যদি হস্তকে রঞ্জিত করিতে হয়, তবে উভয়কেই বধ করিব।" আবার ভাবিতেছেন, "উহারা পাপী, কিন্তু আমি উহাদের দণ্ড দিবার কে? উহাদের পাপোচিত শাস্তির অন্য ব্যবস্থা আছে,

তাহাতে আমার কোনই অধিকার নাই। তবে আমি কেন কলঙ্কিত হই? আমি কেন এ সংসার ছাড়িয়া যাই না? এ সংসার আমার সুখের জন্য নহে। তবে কেন নরহত্যা করিয়া আমার নাম অনন্ত কালের নিমিত্ত নর-ঘাতীদিগের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখি?" আবার ভাবিতেছেন, "এ যাতনা যায় কিসে? সংসার ত্যাগ করিব; এ স্মৃতি তাহাতেও যাইবে না তো। মৃত্যুই আমার নিষ্কৃতির উপায়! মরিব—না মরিলে এ অনল নিবিবে না।" আবার ভাবিতেছেন, "মরিব বটে, কিন্তু এই যে চিন্তা—আমি যাহাকে—ওঃ—না, সে কথা কাজ নাই—সে যে আমাকে প্রতারিত করিয়া পর—না—উঃ উঃ—এ—চিন্তা মৃত্যুর পরও আমার আত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। না, তাহা হইবে না। উহারা বর্ত্তমান থাকিলে মরণেও আমার সুখ নাই। উহাদের না মারিয়া আমি মরিব না। কি জানি যদি বিঘ্ন ঘটে—অদ্যই। দুই জন—দুই জনকেই এক সঙ্গে। বিলম্বে কাজ নাই।—আজিই।" ভাবিতে ভাবিতে যোগেন্দ্রনাথের রক্তবর্ণ চক্ষু আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, যেন স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, শরীর কণ্টকিত হইল, কেশ সকল উচ্চ হইয়া উঠিল। হত্যা, মৃত্যু, পাপ প্রভৃতি দুষ্প্র

বৃত্তি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার চারি দিকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিল; তাঁহার শূন্যহস্তে কে যেন তীক্ষ্ণধার অসি দিয়া গেল; কতকগুলি বীভৎস, দেহহীন আকৃতি যেন তাঁহার পার্শ্বে ঘুরিতে ঘুরিতে খল্ খল্ হাসিতে লাগিল, এবং কোন উজ্জ্বল মূর্ত্তি যেন দূরে দাঁড়াইয়া বার বার বিনোদিনী ও হরগোবিন্দের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র যখন এইরূপ উন্মাদ, সেই সময়ে একটি লোক ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া ডাকিল;—

"যোগেন্দ্র!"

উত্তর নাই। আগন্তুক পুনরায় ডাকিল,—

"যোগেন্দ্র!"

যোগেন্দ্রের জাগ্রত স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি সম্বোধনকারীর প্রতি চাহিলেন—দেখিলেন হরগোবিন্দ বাবু! যোগেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া হরগোবিন্দ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। যোগেন্দ্র নিরুত্তর। হরগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—

"এ কি যোগেন্দ্র? তোমার এমন অবস্থা কেন?"

তখন যোগেন্দ্র উন্মাদের ন্যায় ক্ষণেক হরগোবিন্দের বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—

"যাও আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও, মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও, কুলটা বিনোদিনীকেও প্রস্তুত হইতে বল।"

হরগোবিন্দ শিহরিলেন। দন্তে রসনা কাটিয়া বলিলেন,—

"ছিঃ! ছিঃ! যোগেন্দ্র! তুমি পাগল হইলে? তোমার মুখে এ কি কথা? বিনোদিনী—ছিঃ!"

তখন যোগেন্দ্র বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"সরিয়া যাও—মৃত্যু সম্মুখে—দূর হও!"

হরগোবিন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন, এ কি? যোগেন্দ্র তো উন্মাদ! এখন বোধ হইতেছে বিনোদিনীর চরিত্র সম্বন্ধে যোগেন্দ্রের সন্দেহ জন্মিয়াছে। কিন্তু আমার উপর ক্রোধ কেন? এখন তো অধিক কথারও সময় নহে। বলিলেন,—

"আমি তোমাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা যদি তুমি না শুন, অন্ততঃ এই চিঠিগুলা পড়িও।"

কমলিনী বিনোদিনীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রের তাড়াটা মাষ্টার মহাশয় যোগেন্দ্রের হস্তে দিলেন। যোগেন্দ্র পত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হরগোবিন্দ বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে বাদানুবাদ করিতে

গেলে অশুভ ভিন্ন শুভ ঘটিবে না। ইনি তো উন্মাদ। এ কথা এখনও বাটীর কেহ জানিতে পারে নাই, জানিলে কেহ না কেহ সঙ্গে থাকিত এবং আমিও সংবাদ পাইতাম। এখন এ কথা আমিও কাহাকে জানাইব না। জানাইলে কেবল গোলের বৃদ্ধি হইবে। ইহাকে ছাড়িয়া যাওয়াও ভাল নয়, আবার আমি সম্মুখে থাকাও ভাল নয়। এইরূপ ভাবিয়া মাষ্টার মহাশয় যোগেন্দ্রনাথের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। যোগেন্দ্র তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথের পশ্চাতে একটা প্রাচীর ছিল, হরগোবিন্দ বাবু সেই প্রাচারের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই প্রাচীরের একটি গবাক্ষ ছিল, সেই পথ দিয়া যোগেন্দ্রের ভাব দেখিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র পশ্চাতে চাহিলেন। দেখিলেন, পথ জনশূন্য। তখন যোগেন্দ্র মস্তকে হাত দিয়া বহুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইলেন। যেখানে চিঠিগুলা পড়িয়াছিল, তাহার পাশ দিয়া যোগেন্দ্র দশ বার যাতায়াত করিলেন। ভাবিলেন,—"এগুলা কি, দেখিলাম না কেন? ইহার মধ্যে বিনোদিনীর কথা নাও থাকিতে পারে—হয় তো আমি ইহা দেখিলে কাহারও কোন উপকার হইতে পারে। আরও দোষ, হয়তো, না দেখিলে কাহারও অনিষ্ট

হইতে পারে।” ধীরে ধীরে যোগেন্দ্র চিঠিসকল হাতে করিয়া পড়ি কি না পড়ি ভাবিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাহার হস্ত যেন মনের অজ্ঞাতসারে চিঠিগুলা খুলিয়া ফেলিল। তখন যোগেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে সেই চিঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। “যোগেন্দ্র” এই কথাটি তাঁহার নেত্রে পড়িল। দেখিলেন চিঠিসকল কমলিনীর হস্তলিখিত। চিঠি না পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইল। একখানি চিঠি পড়িতে লাগিলেন।

“বিনোদিনি—

“আমি কলিকাতায় আসিয়াই যোগেন্দ্রের সহিত “সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে বাসায় দেখিতে “পাইলাম না। তাঁহার বাসায় একজন ঝির সহিত কথা-“বার্ত্তা হইল। তিনি যে এবার কেন তোমায় এক খানিও “পত্র লেখেন নাই তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। যাহা “যাহা শুনিলাম তাহাতে যোগেন্দ্রের চরিত্র মন্দ হইয়াছে “বলিয়াই বোধ হয়। যোগেন্দ্রের প্রতি তোমার যেরূপ মায়া “তোমার প্রতি যেন যোগেন্দ্রের আর তেমন মায়া নাই। “তুমি এ জন্য চিন্তা করিও না। তুমি কাতর হইবে ভাবিয়া “আমি তোমাকে এ সংবাদ জানাইব না মনে করিয়াছিলাম, “কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে, হয়তো তোমার দ্বারা -

"ইহার কোন প্রতিবিধান হইতে পারে। যাহা হউক, ভয়
"নাই। আমি শীঘ্রই যোগেন্দ্রকে বাটী লইয়া যাইবার
"উপায় করিতেছি। * * * * * * ইতি।

"কমলিনী।"

যোগেন্দ্রনাথের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, চিঠি সকল তাঁহার হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। তিনি সেই স্থানে হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন। আকাশের প্রতি চাহিয়া করযোড়ে কহিলেন,—

"দয়াময়! তোমার সৃষ্ট অপরিসীম জগন্মধ্যে আমি একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা মাত্র। বিধাতঃ! তুমিই জান, আমার শান্তি বিধ্বংসিত করিতে কতই কাণ্ড হইতেছে বল জগদীশ! আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—কি উপায়ে চিত্তকে স্থির রাখিয়া এই ভীষণ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যাইব? কৃপাময়! আমাকে বল দেও, বুদ্ধি দেও, আমাকে এই ব্যাপারের রহস্যোদ্ভেদ করিতে ক্ষমতা দেও।"

আবার যোগেন্দ্র স্থির হইয়া আর একখানি পত্র খুলিলেন এবং পড়িলেন,—

"প্রিয় ভগ্নি——

"তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যোগেন্দ্রনাথের স্বভাব
"মন্দ হইয়াছে। তিনি একটী কলঙ্কিনী কামিনীর

"কুহকে পড়িয়া সকলই ভুলিয়াছেন। পড়া শুনা নাম
"মাত্র, কলেজে প্রায় যান না। বাসা কেবল লোক
"জানাইবার জন্য, সেখানে প্রায় থাকেন না। শুনিলাম
"তাঁহার সেই নূতন রাণী কুৎসিতার একশেষ। তুমি
"এজন্য চিন্তা করিও না, কত লোক এমন হয়, আবার
"শেষে ভাল হইয়া যায়। যোগেন্দ্রকে বাটী লইয়া
"যাওয়ার কি হয় তাহা তোমায় পরে লিখিব **** ইতি।
"কমলিনী।"

তখন যোগেন্দ্র উন্মাদের ন্যায় দাঁড়াইলেন। বলিলেন —

"কে জানিত?—কে জানিত, পরের সর্ব্বনাশ সাধিতে মানব এতই করিতে পারে? কমলিনী—কলঙ্কিনী সর্ব্বনাশিনী কমলিনী তোমার এই কাজ? ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া তুমি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ? দুইজন—দুইজন কেন—তিনজন নিরপরাধ ব্যক্তির শান্তি, সুখ, আশা, জীবন ধ্বংস করিতেছ। ভগবন্! তোমার সৃষ্টির মর্ম্ম কে বুঝে? কমলিনার ন্যায় সর্পীর সৃষ্টি করিয়া কি লাভ জগদীশ?"

যোগেন্দ্রনাথ আবার ভাবিলেন, "হরগোবিন্দ—হরগোবিন্দের ব্যাপারটা কি? তাহাকে যে কল্য রাত্রে

নির্জ্জনে বিনোদিনীর সহিত আলাপ করিতে স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহার মীমাংসা কই? যে আমাকে এই ব্যাপার বুঝাইয়া দিতে পারিবে, তাহার নিকট আমার জীবনের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতেও স্বীকার।"

আবার আর একখানি পত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—

"বিনোদ,—

"কল্য বৈকালে যোগীনের সহিত সাক্ষাত হইয়াছিল, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়—দেখিলাম তিনি মদ খাইতে শিখিয়াছেন।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"কি ভয়ানক—আমি মদ্যপ!"

আবার পড়িতে লাগিলেন—

"আমার সহিত যখন দেখা হইল তখন তাঁহার নেশা ছিল। তোমার পত্রের কথা মাধী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমিও জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তোমার সমস্ত পত্রই তো পাইয়াছেন; বলিলেন, উত্তর দিতে সময় হয় নাই।"

আবার যেগেন্দ্র বলিলেন,—

"ধন্য তোমার উদ্ভাবনী শক্তি! ধন্য তোমার কৌশল!

বিনোদ তবে আমাকে পত্র লিখিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহা পাই নাই। কেন?—সেও কমলিনী ও মাধীর কৌশল।"

আবার পড়িতে লাগিলন,—

"বাটী যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, তাহার যাইতে মন নাই। তোমার চিন্তা নাই, আমি তাঁহাকে না লইয়া বাটী যাইব না। * * * * * ইতি।

কমলিনী।"

তখন যোগেন্দ্র বুঝিলেন বিনোদিনী তাঁহাকে নিয়ম মত পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা পান নাই; তিনিও বিনোদিনীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, বিনোদিনীও তাহা পান নাই। কমলিনী ও মাধীই তাহার কারণ। সুতরাং কমলিনী ও মাধী যাহা বলিয়াছে, সে সমস্তই অলীক অথবা অবিশ্বাস্য; তখন আহ্লাদ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিসমস্ত মিলিয়া যোগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা উত্থাপিত করিল। তিনি পত্রসমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার বদনের তীব্র ভাব অনেক কমিয়া গেল। হর গোবিন্দ বাবু এই সকল ব্যাপার অন্তরাল হইতে দেখিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আবার যোগেন্দ্রনাথের

সমীপে আসিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ব্যস্ততা সহ তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং বালকের ন্যায় সরল ভাবে বলিলেন,—

"মাষ্টার মহাশয়—আপনি শিক্ষক, আপনি প্রধান সুহৃদ, আপনি প্রবীণ, আপনি আমার পিতৃ-স্থানীয়। আমি জানি না, আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র হইয়াছে। আপনি আমায় পরামর্শ দিন। আমার সাধ্য নাই যে আমি এই ব্যাপারের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারি। আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিন। আমায় রক্ষা করুন।"

হরগোবিন্দ বাবু যোগেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"কি হইয়াছে?"

তখন যোগেন্দ্র তাঁহাকে আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। কলিকাতা গমন বিনোদিনীর সংবাদ অভাবে দারুণ উদ্বেগ—পীড়া—কমলিনী ও মাধীর আগমন—হরগোবিন্দ ও বিনোদিনীকে রাত্রিকালে একত্র দর্শন—বিনোদিনীকে পদাঘাত—কমলিনীর প্রেমের কথা—অদ্য এই সমস্ত পত্র পাঠ, সমস্ত ব্যাপার যোগেন্দ্র বিনা সঙ্কোচে মাষ্টার মহাশয়ের গোচর করিলেন। সমস্ত শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! তুমি নির্ব্বোধ নহ; এখন আর কি বুঝিতে বাকি থাকিতে পারে? মাধী চিরকাল বিনোদিনীর পত্র ডাকে দেয় এবং তোমার পত্র ডাক-ঘর হইতে আনিয়া বিনোদিনীর নিকটে দিয়া থাকে। মাধী ও কমলিনী এক যোগ বুঝিতে পারিতেছ? সুতরাং তোমার পত্র কেন বিনোদ পায় নাই এবং বিনোদিনীর পত্র কেন তুমি পাও নাই তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কমলিনীর অদম্য কদর্য্য স্পৃহাই সমস্ত অনিষ্টের মূল বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তোমার চক্ষে বিনোদকে বিষ করিয়া না তুলিলে অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, সে মাধীর সহিত চক্রান্ত করিয়া বিনোদের সম্বন্ধে নানাবিধ ঘৃণিত সংবাদ রটনা করিয়াছে। বুঝিতেছ না যে, সে সমস্তই অলীক কথা! বিনোদ যখন তোমার সংবাদ না পাইয়া অধীরা, সেই সময় কমল তাহাকে কলিকাতা হইতে সংবাদ পাঠাইলেন যে তোমার চরিত্র মন্দ হইয়াছে। তুমি বুঝিতেছ, এ সংবাদে বিনোদিনীর কি যন্ত্রণা জন্মিতে পারে। এই সংবাদ ক্রমাগত নানারূপে আসিতে লাগিল। সে সকল লিখিবার এমনই ভঙ্গী যে. তাহা আর বিশ্বাস না করিয়া চলে না; তখন সেই ক্ষুদ্র বালিকা অনন্যোপায় হইয়া

আমাকে সমস্ত জানাইল এবং আমার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ সকল পত্র বিনোদিনীই আমাকে দিয়াছে আমি কোন ক্রমেই পত্র সকলের সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যোগেন্দ্র, আমিতো তোমার ন্যায় বালক নহি যে, দুইটা প্রমাণ উপস্থিত করিয়া একটা কথা বলিলেই, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া, একেবারেই তাহা বিশ্বাস করিব।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"আপনি আমায় তিরস্কার করিতে পারেন, কিন্তু যেরূপে কমলিনী ও মাধা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহাতে বিশ্বাস না করা অসম্ভব।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—

"তাহার পর আমি বিনোদিনীকে অনেক আশ্বাস দিলাম। বলিলাম শীঘ্রই তাহাকে প্রকৃত সংবাদ আনিয়া দিব। সে আজি পনর দিন হইল। বিনোদিনী কেবল আমার কথার ভরসাতেই বাঁচিয়া আছে, নচেৎ তুমি তাহাকে এতদিন দেখিতেও পাইতে না; তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, সে কেবল কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছে।"

তখন যোগেন্দ্রের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—

"তাহার পর কল্য তুমি বাটী আসিয়াছ, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই। ভাবিয়া দেখ যোগেন্দ্র, তাহাতে তাহার কি কষ্ট হইয়াছে। সে যখন দেখিল, রাত্রি দশটা বাজিল তথাপি তুমি তাহার নিকট আসিলে না, তখন সে আমায় ডাকিয়া পাঠাইল। তাহার সে মূর্তি, তাহার সে রোদন, পাষাণকেও দ্রব করিতে পারে।"

বলিতে বলিতে মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। যোগেন্দ্রেরও নেত্র দিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। হরগোবিন্দ বাবু বলিতে লাগিলেন,—

"আমি তাহাকে অনেক ভরসা দিলাম। আজি প্রাতে তাহাকে সুসংবাদ দিব বলিয়াছি। সুসংবাদ আর কি দিব? চল যোগেন্দ্র, তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই।"

তখন যোগেন্দ্র মাষ্টার মহাশয়ের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন,—"আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহার প্রতিশোধ হইতে পারে না। আপনি আমার বিনোদকে এত দিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—নচেৎ-

বিনোদ এই কষ্ট সহিয়া কখনই এত দিন বাঁচিত না।"

মাষ্টার মহাশয় যোগেন্দ্রের হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং বলিলেন,—"তোমারই বা দোষ কি? তোমাকে যে যে কথা বলিয়াছে, তাহাতে কাজেই তোমার মনে সন্দেহ হইতে পারে। যাহা হউক এখন আইস।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"চলুন। আমার মনে কিন্তু বড় আশঙ্কা হইতেছে। কল্য আমি বিনোদের সহিত যার পর নাই দুর্ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে অভিমানিনী বিনোদিনী নিশ্চয়ই অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। কি জানি অদৃষ্টে কি আছে।"

উভয়ে দ্রুত চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"মাষ্টার মহাশয়! আমি অদ্যকার এই শুভদিন চির-স্মরণীয় করিবার জন্য পাঁচটা জলহীন স্থানে পাঁচটী সরো-বর খনন করাইব—তাহার নাম রাখিব "বিনোদবাপী"; কলিকাতার মধ্যে সাধারণের ব্যবহারার্থ এক রম্য কানন সংস্থাপন করিব—তাহার নাম রাখিব 'আনন্দ কানন'; এবং বর্ষে বর্ষে এই দিনে এই প্রদেশের দীন হীন দম্পতী

সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া নানা উপচারে আহার করাইব এবং সমস্ত দিন তাহাদিগকে আনন্দে নিমগ্ন রাখিব। সেই মহোৎসবের নাম রাখিব 'মিলন মহোৎসব।'

মাষ্টার মহাশয় মনে মনে বলিলেন,—

"এমন যোগেন্দ্রও কি কখন মন্দ হইতে পারে?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিষ না অমৃত।

"— —her rash hand in evil hour
Forth reaching to the Fruit, she plucked she [illegible]t."

——Paradise Lost.

সেই প্রত্যূষে অন্তঃপুরের একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে আর এক প্রকার কার্য্য চলিতেছিল। বিনোদিনী সেই প্রত্যূষে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে বসিয়া এক খানি পত্র লিখিতেছিলেন; এমন সময় তথায় মাধী আসিল। তাহাকে দেখিয়া বিনোদিনী পত্র লেখা বন্ধ করিলেন। ভাবিলেন, ভালই হইল, মাধীর দ্বারাই কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। জিজ্ঞাসিলেন,—

"মাধী যে এত ভোরে?"

মাধী বলিল,—

"ভোরে না আসিলে সব কাজ হয় কই? তুমি কি ঘুমাও নাই? ও কি, তোমার চোখ অত লাল কেন?"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"ঘুম কি আছে?"

তখন মাধা বলিল,—

"এখন দেখিলে দিদি, আমিতো আগেই বলেছিলাম যে, জামাই বাবু এবার আর এক বিনোদিনী জুটাইয়াছেন। কাঙ্গালের কথা বাসী হলে মিষ্ট লাগে।"

বিনোদিনী একটু বিষণ্ণ হাসির সহিত বলিলেন,—

"তা বেশ তো।"

"কিন্তু তুমি যাই বল দিদি, স্বামীর সোহাগ ছাড়া হওয়ার চেয়ে মেয়ে মানুষের আর অধিক দুঃখ কিছু নাই। তোমাকে দিয়েই তার সাক্ষী দেখা যাচ্চে। যারা সারা দিন দেখ্‌ছে তারা ছাড়া আর কার সাধ্য এখন তোমাকে চিন্‌তে পারে! ও সোজা কথা কি গা? বল কি? আহা এই দুঃখেই, যার চাটুয্যেদের মেজো বউটা বিষ খেয়ে মলো। আহা! সোণার প্রতিমা! বয়স কি! এই তোমার বয়স। কেন তুমি তো তাকে দেখেছ?"

"হাঁ—শুনেছি বটে—বিষ খেয়ে মলো, অ্যাঁ?"

"হাঁ—কাকেও বলা নেই, কহা নেই—বিষ এনে খেয়ে বসে আছে। তার পর যখন পড়ে গেল তখন সব লোকে জানিতে পারিল। তখন আর হাত কি? তা-

সে বলে কেন, কত জন এমনি করে আত্মহত্যা করেছে।”

বিনোদিনী ভাবিলেন তাহার উদ্দেশ্যের অনুকূল কথাটাই উঠিয়াছে। আত্ম অভিসন্ধি গোপন করিয়া বলিলেন,—

“তাদের কিন্তু ধন্য সাহস। স্বামী না হয় মন্দই হলো, তা মরে কি হবে?”

মাধী মনে মনে বলিল,—‘তা বটেই তো? তুমি ত দুধের মেয়ে, তুমি এত চালাক! মাধী মনে মনে জানিত যে, স্বামি-প্রেমের মহিমা যদি কেহ বুঝে, সে বিনোদিনী! তদভাবে যে বিনোদিনী এক দিনও বাচিতে পারে না, তাহাও সে বুঝিত। প্রকাশ্যে বলিল,—

“কে জানে ভাই!”

বিনোদিনী বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন,—

“আচ্ছা, তারা এ সব বিষ টিস পায় কোথা? সর্ব্বনাশ!”

মাধী মনে মনে ভাবিল, ‘আর কতক্ষণ চাতুরী! বিন মাধী দিতে পারে।” প্রকাশ্যে বলিল,—

“তা আমি কেমন করিয়া বলিব? শুনেছি চাঁড়াল বাড়ী পয়সা দিলে পাওয়া যায়।”

“চাঁড়ালদের তো ভারি অন্যায়। বিষ বেচা নিষেধ।

থানার লোক জানিতে পারিলে তাহাদের খুব সাজা দিয়ে দেয়।"

মাধী হাসিয়া বলিল,—

"তাদের কি ভয় নাই দিদি? লোকে জানিতে না পারে এমনি সাবধান হয়েই তারা কাজ করে।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"যার হাত দিয়া লোকে বিষ আনায় সে ক্রমে গল্প ক'রে এ কথা প্রকাশ ক'রে দিতে পারে।"

"যারা বিষ আনায় তারা তেমনি লোকের হাতেই আনায়।"

"আমাদের যেমন মাধী।"

মাধী বলিল,—

"আমি তেমন বিশ্বাসী বটি, কিন্তু ও রকম কাজে যেন আমায় থাকিতে না হয়।"

"কিন্তু মাধী, আমার একটু বিষ রাখিতে ইচ্ছা আছে।"

"ছিঃ ও কি রাখিতে আছে?—না।"

"রাখিলে উপকার হইতে পারে। একদিন না একদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিবেনই করিবেন। আমি তাঁহাকে সেই বিষ দেখাইয়া বলিব, যে তুমি যদি

আর এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও তাহা হইলে আমি বিষ খাইয়া মরিব। তিনি হাজার মন্দ হউন, আমি জানি তিনি বড় ভীত লোক। মনে ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি এই ভয়ে মন্দ স্বভাব ছেড়ে দিবেন।"

মাধী খানিকটা ভাবিয়া বলিল,—

"পরামর্শ করেছ ভাল ; কিন্তু ও জিনিস রাখিতে নাই। কি জানি মন না মতি।"

"তুই কি পাগল ? আমি তেমন লোক নই। মাধি, তুই মনে করিলে আমায় একটু বিষ এনে দিতে পারিস।"

"না ভাই, সে আমার কর্ম্ম নয়।"

"তোর কোন ভয় নাই ; আমি তোকে দশ খানা সোণার গহনা দিব। এমন সুযোগ কি ছাড়িতে আছে ?"

"তা বটে—কিন্তু আমি গরিব মানুষ।"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"মাধী, ওজর করিস না। এমন সদুপায় আর কিছুই নাই। একটু বিষ আমার হস্তগত হইলে, আমার সকল দুঃখই দূর হয়। এমন কাজে ওজর করা মাধি, তোর কি উচিত ?"

"তোমার জন্য দিদি আমি সব করিতে পারি। তুমি

যেরূপ ব'লচো তাতে জলে ডুবতে বলিলেও আমাকে ডুবতে হয়। তা—আমি নাকি—"

বিনোদিনী বাধা দিয়া বলিলেন,—

"তুই যা—তুই—যা—।"

এই বলিয়া বিনোদিনী মাধীর হস্তে একটি টাকা গুঁজিয়া দিলেন। মাধী "তা—দেখি—তা" বলিয়া চলিয়া গেল। তখন বিনোদিনী সজল নয়নে করজোড় করিয়া কহিলেন,—

"হে করুণাময়! মাধী যেন নিষ্ফল হইয়া না আসে। এ জগতে মন্দভাগিনীর সমস্ত শান্তি বিষেই আছে। দয়াময়, সে শান্তিতে যেন বঞ্চিত না হই—"

বিষ আনিতে মাধীর চাঁড়াল বাড়ীতেও যাইতে হয় নাই, কোন চেষ্টাও করিতে হয় নাই। সে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরিয়া আধ ঘণ্টা পরে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বিনোদিনা সমুৎসাহে তাহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,

"কই মাধী, কই?"

তখন মাধী চারি দিকে চাহিয়া, ধীরে ধীরে কাপড়ের মধ্য হইতে একটা কলার পাত মণ্ডিত মৃৎপাত্র বিনোদিনীর হস্তে দিয়া কহিল,—

"কত কষ্টে যে এনেছি, তা আর কি ব'লবো? তোমার জন্য বলেই এত করেছি; তা না হলে কি এমন কাজ করি? কিন্তু দেখো দিদি—সাবধান, যেন আমায় মজাইও না।"

বিনোদিনী অতুল সম্পত্তি ভাবিয়া সেই পাত্র হস্তে লইলেন এবং বলিলেন,—

"ভয় কি? তুই কি পাগল?"

তাহার পর বাক্স খুলিয়া তাহার মধ্যে অতি যত্নে সেই বিষপাত্র স্থাপিত করিলেন এবং সাবধানতা সহ বাক্সের চাবি বন্ধ করিয়া যত্নে সেই চাবি বস্ত্রাগ্রে বাঁধিলেন।

তখন মাধী বলিল,

"কাকেও কি দেয়? যে কষ্ট করে এনেছি তা আর কি বলবো?"

বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"মাধি, যত্ন করিলেই রত্ন মিলে।"

এই বলিয়া বিনোদিনী আপনার অলঙ্কারের বাক্স আনিলেন এবং তাহার চাবি খুলিয়া বলিলেন,—

"মাধী, কি লইবি?"

মাধী সেই সমস্ত উজ্জ্বল অলঙ্কারের শোভা দেখিয়া লোভে অস্থির হইল। বলিল,

"কি লইব ?"

"যাহা ইচ্ছা।"

এই বলিয়া, বিনোদিনী মাধীর সম্মুখে সেই বাক্স খুলিয়া ধরিলেন! তখন মাধীর ইচ্ছা যে, সে বাক্সটা সমেত সব লয়, কিন্তু লইয়া যায় কেমন করিয়া? ছোট দিদি এক বাক্স গহনা দিয়াছেন বলিলে কেহ তো বিশ্বাস করিবে না। অতএব যাহা লুকাইয়া চলে তাহাই লওয়া ভাল ভাবিয়া, মাধী বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি অলঙ্কার লইল। সে এক একবার বিনোদিনীর মুখের প্রতি চাহিতে লাগিল। ভাবিল, তিনি বুঝি বিরক্ত হইতে-ছেন। বিনোদিনী বলিলেন,—"আরও লও না!"

মাধী বলিল,—

"না দিদি। আমি গরিব মানুষ আমার আর কেন?"

তখন মাধী প্রায় দেড় সহস্র টাকার অলঙ্কার আত্ম-সাৎ করিয়াছে। কিন্তু লোভ এখনও সম্পূর্ণ প্রবল, লওয়াও অসম্ভব। দীর্ঘনিশ্বাস সহ কহিল,—

"আর না—আমার কোন পুরুষে এত সোণা দেখে নাই।"

মাধী হাত তুলিল। বাক্সটার প্রতি একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল। এক পদ পিছাইয়া গেল। চার দিকে

একবার সভয়ে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর বলিল,—

"তবে এখন আসি দিদি? বিষটুকু সাবধানে রেখো; খুব সাবধান!"

বিনোদিনী বলিলেন,—

"তা আর বল্‌তে? খুব যত্নে রাখিব।"

মাধী চলিয়া গেল। সে জানিত, তাহার বিষ কি কাজে লাগিবে। সে যাহা ভাবিয়া প্রত্যূষে বিনোদিনীর ঘরে আসিয়াছিল, তাহাতে তাহার জয় হইল। যত দূর তাহাকে দেখা যায়, ততদূর তাহাকে বিনোদিনী নয়ন দ্বারা অনুসরণ করিলেন। সে অদৃশ্য হইলে বলিলেন,—

"মাধী যে উপকার করিল, অলঙ্কারে তাহার কি প্রতিশোধ হয়?"

তখন বিনোদিনী বাক্স খুলিয়া সেই বিষ-পাত্র বাহির করিলেন, ভূতলে জানু পাতিয়া বসিলেন এবং বিষপাত্র হস্তে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—

"জগদীশ! এ ক্ষুদ্র প্রদীপ আমি স্বেচ্ছায় নিবাইতেছি—ইহাতে কাহারও দোষ নাই। দয়াময়! তোমার দয়ার সীমা নাই। তুমি যেমন মানব জীবন অনন্ত যাতনায় ডুবাইয়াছ—তেমনি যখন ইচ্ছা তখনই শেষ

করিবার উপায়ও মনুষ্যের হস্তেই দিয়াছ। তবে কেন মানব যন্ত্রণার সময় এই সর্ব্ব-সন্তাপ নাশক মহৌষধ সেবন করিবে না? যোগেন্দ্র! দুঃখিনীর হৃদয়-রত্ন! তুমি কি ভাবিয়াছ, আমি তোমাতে বঞ্চিত হইয়াও জীবন ধারণ করিতে পারিব? চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যাউক, পৃথিবী কক্ষ-ভ্রষ্ট হউক, মহাসমুদ্র আসিয়া জনস্থান অধিকার করুক, তথাপি হয়তো এ প্রাণ থাকিবে! কিন্তু তোমার অদর্শনেও কি বিনোদিনী বাচিয়া থাকিবে? কি দায়? কেন?"

তাহার পর সেই কুন্দ-কুসুমাঙ্গী নবীনা বালা অমৃতের ন্যায় সমাদরে সেই পাত্রস্থ বিষ গলাধঃ করিলেন!!! সমস্ত পান করিয়া ভাবিলেন,—"কতটুকু বিষ খাইলে মানুষ মরে, তাহাতো জানি না—"তখন আবার গলগ্নী-কৃতবাসা হইয়া করজোড়ে কহিলেন,—"কৃপাময় জগদীশ, এই কর যেন অভাগিনীর উদরে গিয়া বিষেরও বিষত্ব না যায়।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চক্রীর পরিণাম।

"Deservedly thou greivs't, compo'sd of lies
From the beginning, and in lies wilt end".
——Paradise Regained

যখন হরগোবিন্দ বাবু ও যোগেন্দ্রনাথ খিড়কী দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন সেই দ্বার দিয়া মাধী বাহিরে আসিতেছিল। এ জগতে পাপের ভার বৃদ্ধি করিতেই মাধীর ন্যায় জীবের জন্ম। যদিও পাপ মাত্রই তাহার অভ্যস্ত বিদ্যা, তথাপি সে এখনই যে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহা পাপের পরাকাষ্ঠা। পাপে পাপে যদিও তাহার হৃদয় পাষাণবৎ হইয়া গিয়াছে, তথাপি যে ব্যক্তি পরের সুখ ও ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত স্বহস্তে জানিয়া শুনিয়া অপর এক জনের জন্য বিষ আনিয়া দিতে পারে, সে না পারে কি? মাধী এখনই বিনোদিনীর নিমিত্ত বিষ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি

সাবধানে ঢাকিয়া লইয়া বাটী যাইতেছে ; সেই জন্যই তাহার মনটা একটু আশঙ্কিত হইয়াছে। তাহার গতি সেই জন্যই অনিয়মিত, বদন সেই জন্য বিমর্ষ, দৃষ্টি সেই জন্যই সঙ্কুচিত, সর্ব্বাবয়বের সেই জন্যই ভীত ভাব। তাহাকে দর্শন মাত্র যোগেন্দ্রনাথের ক্রোধ নবীন ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"মাধী, তোর মৃত্যু নিকট।"

মাধী চমকিয়া উঠিল। কোন উত্তর করিল না। যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তুই জানিস কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস!"

মাধী ভাবিল, কি সর্ব্বনাশ! তবেতো সব জানিয়াছে! সাহসে ভর করিয়া বলিল,—

"আমি কি করিয়াছি?"

যোগেন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন,—

"আমি কি করিয়াছি? মিথ্যাবাদিনি, সর্ব্বনাশিনি, তুমি কি করিয়াছ? তুমি কি করিয়াছ তাহা তোমায় দেখাইতেছি! তুমি স্ত্রীলোক বলিয়া তোমায় ক্ষমা করিব না।"

মাধী ভয়ে অবসন্ন হইল। বুঝিল, সমস্তইতো জানি-

য়াছে। যখন জানিয়াছে তখন সবই করিতে পারে। চাপ্‌টা একটু পাতলাইয়া দিবার আশায় বলিল,—

“আমার কি দোষ? আমি কি জানি?”

তখন যোগেন্দ্র বলিলেন,—

“তোর মিথ্যা কথার আদি নাই, অন্ত নাই। তুই কিছুই জানিস না? বিনোদ আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সে সকল আমি পাই নাই কেন, তুই জানিস না? তুই জানিস কি না তাহা যখন তোর হাড় গুঁড়া করিয়া বুঝাইয়া দিব, তখন বুঝিতে পারিবি।”

মাধী প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—

“আমি কি ইচ্ছায় করিয়াছি? বড় দিদি ”

যোগেন্দ্র আরও ক্রোধের সহিত বলিলেন,—

“আবার মিথ্যা কথা? আরও মিথ্যা কথা? এত দুষ্ট-বুদ্ধি তোমার বড় দিদির নাই। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিব তবে ছাড়িব।”

তখন মাধী কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

“আমি তখনই জানি, কারও কিছু হবে না; মারা যেতে আমি গরিব মারা যাব।”

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তোমার মত ভয়ানক লোক এ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। তুই—তুই আমাকে নিজ মুখে বলিয়াছিস বিনোদিনী অসতী, আর এই মাষ্টার মহাশয় তাহার প্রাণবল্লভ। তোর ঐ মুখ আমি খণ্ড খণ্ড করিব; তোকে কুঁকুর দিয়া খাওয়াইব।"

তখন হরগোবিন্দ বাবু বলিলেন,—

"মাধী জগতে এমন কোন শাস্তি নাই যাহা তোর উপযুক্ত।"

তখন মাধী দেখিল, তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত বটে; সকল কথাইতো উহারা জানিয়াছে। এমন কোন উপায় তখন মাধীর মনে আসিল না, যাহাতে তাহার নিষ্কৃতি হয়. তাহার হিতাহিত বুদ্ধির লোপ হইল। বলিল,—

"সকলই সত্য, কিন্তু সকলই বড় দিদির জন্য। তোমরা আমায় ক্ষমা—কর আমার কোন দোষ নাই। বড় দিদি জামাই বাবুর জন্য পাগল, আমি কি করিব?"

এই বলিয়া মাধী কাঁদিতে কাঁদিতে মাষ্টার মহাশয়ের চরণে পড়িল। কাপড়ের মধ্যে যে সকল গহনা ছিল, তাহার কথা মাধীর মনে হইল না; গহনাগুলা বাহির

হইয়া পড়িল। যোগেন্দ্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এ সকল বিনোদিনীর। ব্যস্ততা সহ জিজ্ঞাসিলেন,—

"এ আবার কি মাধী? এ আবার কি সর্ব্বনাশের কল?"

তখন মাধী বুঝিল, তাহার কপাল একেবারেই পুড়িয়াছে। অলঙ্কার আমার হাতে কেন আসিল সন্ধান করিলেই জানিবে, ছোট দিদি দিয়াছেন। ছোট দিদি কেন দিলেন খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবে, আমি তাঁহাকে বিষ আনিয়া দিয়াছি। তখন সে মাষ্টার মহাশয়ের পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিল এবং বলিল,—

"আমার পাপের সীমা নাই। আমার কপাল পুড়িয়াছে। তোমরা যা খুসি কর।"

এই সময়ে বাটীর মধ্যে একটা তুমুল ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিল। সেই গোল শুনিয়া হরগোবিন্দ বাবু ও যোগেন্দ্র বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাধী অলঙ্কারগুলা সেই স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রতিবাসীরা দেখিল, মাধীর মৃতদেহ রায়েদের পুষ্করিণীর জলে ভাসিতেছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব মিলন।

I with thee have fix't my lot,
Certain to undergo like doom; if death
Consort with thee, death is to me as life;
So forcible within my heart I feel
The bond of nature draw me to my own,
My own in thee, for what thou art is mine;
Our state cannot be sever'd; we are one,
One flesh; to lose thee were, to lose myself.

Paradise Lost.

মাষ্টার মহাশয় ও যোগেন্দ্র বাবু বাটীর মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, বিনোদিনীর প্রকোষ্ঠ হইতে অতি ভীষণ ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিতেছে। মাষ্টার মহাশয় সভয়ে বলিলেন,—

"কি সর্ব্বনাশ!"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"বিনোদ বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়া পলাইতেছেন? নির্ব্বোধ? কোথায় যাইবে?"

তাঁহারা সংজ্ঞা-শূন্যের ন্যায় ভাবে বিনোদিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—কি সর্ব্বনাশ! বিনোদিনী ভূশয্যায় শয়ানা। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার মাতা ও পুরনারীগণ আর্ত্তনাদ করিতেছেন। তাঁহারা তথায় প্রবেশ করায় সেই ক্রন্দন-ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইল বিনোদিনীর মাতা আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন,—

"যোগিন! বাবা! বিনী আমার বিষ খাইয়াছে।"

তখন যোগেন্দ্রের চক্ষে জল-বিন্দুও নাই। তাঁহার মূর্ত্তি চৈতন্যহীন মনুষ্যের ন্যায় বিকল। তাঁহার নেত্র স্থির, উজ্জ্বল ও আয়ত। যোগেন্দ্রের নাম বিনোদিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী গৃহের চতুর্দ্দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। তখন যোগেন্দ্রনাথ যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় ধীরে ধীরে গিয়া বিনোদিনীর শিয়রে বসিলেন। তখন বিনোদিনীর সেই, মুকুলিত নেত্রের সহিত যোগেন্দ্রনাথের সেই স্থির নেত্রের মিলন হইল। তখন বিনোদিনী হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া যোগে ন্দ্রের পদদ্বয় ধারণ করিলেন। তখন সেই মৃত্যুপীড়িত বদনে হাস্যের জ্যোতিঃ দেখা দিল!!!

মাষ্টার মহাশয় বিনোদিনীর মাতার হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে আনিলেন এবং পুরনারীগণকে বাহিরে

আসিতে বলিলেন। সকলকেই গোল করিতে বারণ করিলেন।

তখন বিনোদিনী বলিলেন,—

"আমাকে ক্ষমা কর।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"পাগলিনি! এ দুর্ম্মতি কেন? আমাকে ফেলিয়া যাইবার কি যো আছে?"

বিনোদিনী নয়ন মুদিয়া বলিলেন,—

"ছিঃ, তোমরা বড় প্রতারক!"

তখন যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"না, তোমার যোগেন্দ্র প্রতারক নহে।"

যোগেন্দ্রনাথ সমস্ত ঘটনা অতি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। শুনিয়া বিনোদিনীর চক্ষে জল পড়িতে লাগিল।

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"কাঁদিতেছ কেন?"

বিনোদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"এক ঘণ্টা আগে কেহ যদি আমাকে এই কথা এমনি করিয়া বলিত, তাহা হইলে আমার এ রত্ন ছাড়িতে হইত না। কিন্তু এখন তো আর বাঁচিবার উপায় নাই।"

"ছাড়িবে কেন বিনোদ? যদি তোমার বাঁচিবার উপায় না থাকে, আমারও তো মরিবার উপায় আছে।"

তখন বিনোদ সজল নয়নে যোগেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"ছিঃ! তাহা মনেও করিও না। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে সংসারের অনেক উপকার।"

যোগেন্দ্র বলিলেন,—

"তাহাতে আমার কি?"

তখন বিনোদিনী বলিলেন,—

"যোগেন্দ্র! আর তো আমার বিলম্ব নাই। আমার যোগিন আমারই আছেন জানিয়া মরণ এখন বড় সুখের বটে, কিন্তু আগে যদি আমি ইহা একটুও বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে, যোগিন! আমি মরিবার কথা একবার মনেও করিতাম না। জগদীশ্বর!"—

সুন্দরী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আবার কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"আমার এখন কথা কহিতে বড় কষ্ট হইতেছে। আমার যোগেন্দ্রের সহিত আমি আর কথা কহিতে পাইব না। ওঃ! যোগেন্দ্র!"

তখন যোগেন্দ্রনাথ বিনোদিনীর মস্তক আপন উরুর

উপর স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার শীতল ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"দুঃখ কি ?' জীবন কতক্ষণের ? এবার যে জীবনে প্রবেশ করিতেছ তাহার শেষ নাই। সংসার দেখিলে তো—ইহা পাপের পুরী। এখানে আত্ম নাই, পর নাই, কেবল 'স্বার্থই লক্ষ্য। এবার যে রাজ্যে যাইব তথায় হিংসা নাই, শত্রুতা নাই। তবে ভয় কি ?"

তখন বিনোদিনী ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—

"পরমেশ্বর! যাহাদের জন্য আমাদের এই বিচ্ছেদ তাহাদের যেন এজন্য পাপ না স্পর্শে।"

বিনোদিনী চুপ করিলেন। তিনি যোগেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নেত্র দিয়া জল পড়িয়া যোগেন্দ্রের উরু ভাসাইতে লাগিল। যোগেন্দ্রের চক্ষে এখনও জল নাই। সেই বিনোদিনী—তাঁহার সেই বিনোদিনী তাঁহার ক্রোড়ে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, মৃত্যু আসিয়া সেই নবীনার নবীন জীবন প্রায় গ্রাস করিয়াছে; যোগেন্দ্রনাথ সমস্তই বুঝিতেছেন, কিন্তু কাঁদিতেছেন না, বা কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন না। কিন্তু ওঃ! তাঁহার মূর্ত্তি কি ভয়ানক!!! তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয়, বোধ হয় যেন প্রাণহীন দেহ বসিয়া আছে! তাঁহার

নের শবের ন্যায় শ্বেত অথচ নিষ্প্রভ, তাঁহার বদন শবের ন্যায় কঠিন ও অবশ।

যোগেন্দ্র দেখিলেন, বিনোদিনীর জীবলীলা অবসান হইতে আর বিলম্ব নাই। বিনোদিনী একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভাল করিয়া কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। তখন তিনি স্বীয় শক্তিশূন্য হস্ত ধীরে ধীরে উঠাইলেন। সেই হস্ত যোগেন্দ্রের কণ্ঠে পড়িল। তখন যোগেন্দ্র হস্তদ্বারা বিনোদিনীকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার বক্ষের উপর পড়িয়া গেলেন। তখন বিনোদিনীর বদনে মৃত্যু-চিহ্ন সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে বদন দিয়া একটী অস্ফুট বাক্য বাহির হইল। সে বাক্য,—

"যো—গি—"

এ জগতে সেই পতি-গত-প্রাণা, সাধ্বী বিনোদিনী আর কথা কহিতে পাইল না!

মৃতার বক্ষস্থলস্থ ব্যক্তি একবার মাত্র স্বীয় মস্তক আন্দোলন করিয়া একটা কথা বলিতে প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু কথা বাহির হইল না একটি অপরিস্ফুট ধ্বনি মাত্র বুঝা গেল।

এ জগতে আর সেই নিষ্কলঙ্ক দেহে সংজ্ঞা আসিল না।

অচিরে হরগোবিন্দ বাবু সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কি? দেখিলেন—সেই দুই প্রেমময় পক্ষী পলাইয়া গিয়াছে! তাহাদের সেই নবীন দেহ পিঞ্জর মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে! সংসারের প্রবল ঝটিকায় সেই দুইটী সুকুমার কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। তখন হরগোবিন্দ বাবু সেই দুই প্রেমপুত্তলীর সমীপে বসিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে তথায় আলুলায়িত-কুন্তলা কমলিনী উন্মাদিনীর ন্যায় বেগে প্রবেশ করিল। কিয়ংকাল এক পার্শ্বে দাড়াইয়া সেই কালামুখী আপনার কীর্ত্তি দেখিল। সহসা উচ্চরবে হাস্য করিয়া করতালি দিতে দিতে কহিল,—

"বেশ! বেশ! বেশ!"

তাহার পর? তাহার পর রায়েদের এত সোণার সংসার ছাই হইয়া গেল!

সমাপ্ত।